পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 306 Wednesday, 7 October, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৩০৭ সংখ্যা ❋ ১৯ আশ্বিন ১৪৩৩, বুধবার, ৭ অক্টোবর ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

# উপনির্বাচন তপ্তই, ভোট পড়ল প্রায় ৮০ শতাংশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ, ৬ অক্টোবঃ** পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম এবং মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে বিকেল ৫টা পর্যন্ত যথাক্রমে ৭৯.৩৯ শতাংশ এবং ৭৮.৪২ শতাংশ ভোট পড়ল। দুই কেন্দ্রেই উপনির্বাচনের চেনা ছক ভেঙে ভোটদানের হার নজরকাড়া হলেও, মঙ্গলবার দিনভর বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট এবং এজেন্টদের বার করে দেওয়ার অভিযোগে তপ্ত থাকল দুই জনপদ। নন্দীগ্রামে বিরোধীদের কোণঠাসা করার চেষ্টার পাশাপাশি রেজিনগরে রাজ্য পুলিশকে হুমকি ও বিধিভঙ্গের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রধান তথা নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে। শাসক বনাম বিরোধী তরজা এবং পুনর্নির্বাচনের দাবির মধ্যে দাঁড়িয়ে এই দুই উপনির্বাচন কম উত্তেজনায় কাটল না। নন্দীগ্রামে সকাল সকাল ভোট দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী টোটোয় চেপে নন্দনায়কবাড়ের নির্দিষ্ট বুথে পৌঁছে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন তিনি। এর পর তিনি আশাপ্রকাশ করে জানান, শেষ পর্যন্ত ভোটদানের হার ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ স্পর্শ করবে এবং রেকর্ড মার্জিনে জয়ী হবে বিজেপি। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই আসন থেকে ৮২ হাজার ভোটে জেতার রেকর্ড মনে করিয়ে দিয়ে শুভেন্দু দাবি করেন, এ বার সেই রেকর্ডও ভাঙবে। উল্লেখ্য, শুভেন্দু একাধারে

নন্দীগ্রাম ও কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হলেও নিয়ম মেনে ভবানীপুরটি রেখে নন্দীগ্রাম আসনটি ছেড়ে দেন। ওই আসনে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন শুভেন্দুর প্রয়াত আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথ। অন্য দিকে, জলপাইগুড়িতে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দাবি করেছেন, নন্দীগ্রামে এ বার জয়ের মার্জিন গত বারের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি হতে চলেছে। দুপুর ১টাতেই নন্দীগ্রামে ভোটদানের হার ৬০ শতাংশ পেরিয়ে যায়, তবে বড় ধরনের হিংসা-হাতাহাতির খবর না-মিললেও বিরোধী দলগুলির অভিযোগের পাহাড় জমতে শুরু করে। সকালে কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি আশরাফুল তুল্লাকে অনৈতিকভাবে পুলিশ আটক করে বলে অভিযোগ করা হয়। সোনাচূড়ার ভাঙাবেড়া ২৮৫ ও ২৮৬ নম্বর বুথে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের উপস্থিতিতেই উত্তেজনা ছড়ায়, তাঁকে 'জয় শ্রীরাম' ও 'চোর-চোর' স্লোগান শুনতে হয়। মিলন অভিযোগ করেন, তাঁদের পোলিং এজেন্টদের জোর করে উঠিয়ে দিয়ে ভোট লুট করা হয়েছে। কটাক্ষের সুরে বিজেপির পাল্টা বক্তব্য, ''প্লেয়ারই নেই, খেলবেন কী ভাবে?'' একই সঙ্গে সিপিএম এবং আইএসএফ-ও ভোটলুটের অভিযোগ এনেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আইএসএফ প্রধান তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি ব্যঙ্গ করে লেখেন, 'নির্বাচনী আপডেটঃ অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন।' অন্য দিকে, কালীচরণপুরের ২৪১ ও ২৪২ নম্বর বুথে এবং কেন্দামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৩৪ নম্বর বুথে অবৈধ জমায়েত হটাতে যাওয়া কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাছে স্থানীয় মহিলারা অভিযোগ করেন, তাঁদের ভোটার স্লিপ কেড়ে নিয়ে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। কেন্দামারিতে এক তৃণমূল নেতার দোকান ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। রেজিনগরের ছবিটিও ছিল সমান নাটকীয়। জোড়া আসনে জেতার পর রেজিনগর ছেড়ে নওদার বিধায়ক হিসেবে থেকে যান আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান হুমায়ুন কবীর। এ দিনের উপনির্বাচনে তিনি নিজের পুত্র গোলাম নবি আজাদকে প্রার্থী করেন। সকালে ভোট দিয়ে বেরিয়েই হুমায়ুন তোপ দাগেন রাজ্য পুলিশ-প্রশাসন এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর বিরুদ্ধে। গায়ের জোরে রেজিনগর দখলের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, ''উপনির্বাচনের পরিস্থিতি দেখে দেশের এমার্জেন্সির কথা মনে পড়ে গেল, ভোট করাবার দরকার

● এরপর ৬ পাতায়...

## 'আটক' নয় হুমায়ুন কবীরকে 'গ্রেপ্তার' করল পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, রেজিনগর, ৬ অক্টোবরঃ** রেজিনগর উপনির্বাচন চলার সময় আইন ভঙ্গ করার অভিযোগে এবার গ্রেপ্তার হলেন নওদার বিধায়ক তথা আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর। মঙ্গলবার সকালে রেজিনগরে দলীয় অফিসের সামনে থেকে হুমায়ুন কবীরকে আটক করে রেজিনগর থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশের তরফ থেকে প্রথমে তাঁকে আটক করা হয়েছে বলে জানানো হলেও পরবর্তীকালে এসডিপিও (বেলডাঙ্গা) আনন্দজিৎ হোড় জানিয়ে দেন, নওদার বিধায়ককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আইন ভঙ্গ করার অভিযোগে। যদিও সংবাদমাধ্যমের কাছে এর বেশি মুখ খুলতে রাজি হননি তিনি। প্রসঙ্গত মঙ্গলবার রেজিনগর উপনির্বাচনের শুরু থেকেই বুথ দখল, এজেন্টদেরকে বুথে বসতে না দেওয়া সহ একাধিক বিষয় নিয়ে সরব হুমায়ুন কবীর। তিনি অভিযোগ করেন, শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে পুলিশ একতরফাভাবে কাজ করছে। এর পাশাপাশি পুলিশকে উদ্দেশ্য করে একাধিক 'কুকথা' বলেন হুমায়ুন কবীর। এর কিছুক্ষণ পর হুমায়ুন কবীর নিজের বাড়ি থেকে রেজিনগরে দলীয় দপ্তরে পৌঁছে যান। হুমায়ুন কবীর সেখানে পৌঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই রেজিনগরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অঞ্জন বর্মনের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী সেখানে যায় এবং হুমায়ুন কবীরকে এলাকা ছেড়ে নিজের বাড়িতে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। যদিও পুলিশ অধিকারীকদের অনুরোধ না শুনে হুমায়ুন কবীর তাঁদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। এর পরই হুমায়ুন কবীরকে কলার ধরে হেঁচড়ে পুলিশের গাড়িতে তোলা হয়। সূত্রের খবর, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে এমন আশঙ্কা থেকে হুমায়ুনকে ইতিমধ্যে রেজিনগর থানা থেকে বেলডাঙ্গা থানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

## পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেলেন নিউট্রিনো-বিজ্ঞানী

**সংবাদ সংস্থা, স্টকহোম, ৬ অক্টোবরঃ** মহাকাশের অতীত এবং রহস্য উদঘাটনে আন্টার্কটিকার বরফের তলদেশে তৈরি 'আইসকিউব নিউট্রিনো অবজারভেটরি' প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন মহাজাগতিক নিউট্রিনো কণা আবিষ্কারের অসামান্য অবদানের জন্য ২০২৬ সালের পদার্থবিদ্যা নোবেল পুরস্কার অর্জন করলেন বিশিষ্ট বেলজিয়ান-আমেরিকান পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস হ্যালজেন। মঙ্গলবার সুইডেনের স্টকহোমে 'রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস' আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কারের বিজয়ী হিসেবে ৮২ বছর বয়সী এই বিজ্ঞানীর নাম ঘোষণা করে। নোবেল কমিটির মতে, হ্যালজেনের বৈজ্ঞানিক দূরদর্শিতা এবং অবিচল নেতৃত্ব জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। পদার্থবিজ্ঞানে নিউট্রিনোকে প্রায়শই 'ভূতুড়ে কণা' বলা হয়, কারণ এদের কোনো চার্জ নেই এবং এরা প্রায় কোনও বাধা ছাড়াই যে কানও বস্তুর (এমনকি গোটা পৃথিবীর) মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। ১৯৮০ সাল থেকে ড. হ্যালজেন অ্যান্টার্কটিকার দক্ষিণ মেরুতে বরফের গভীরে এই অধরা নিউট্রিনো কণা শনাক্তকরণের কাজ শুরু করেন। ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিন-ম্যাডিসন-এর নেতৃত্বে এবং মার্কিন ও ইউরোপীয় অর্থায়নে সাউথ পোলের প্রায় দেড় কিলোমিটার গভীরে ১ ঘনকিলোমিটার আয়তনের বিশাল স্থান জুড়ে 'আইসকিউব' তৈরি করা হয়। এটি মহাবিশ্বের অতি-উচ্চ শক্তির ঘটনা (যেমন-কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাক হোল এবং সুপারনোভা বিস্ফোরণ) থেকে আগত নিউট্রিনো শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে, যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু অজানা রহস্য উন্মোচনে সাহায্য করছে। চলতি বছর পুরস্কার হিসেবে বিজয়ী বিজ্ঞানী বা যৌথ দল পাবেন মোট ১২ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রোন (প্রায় ১.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হল ঐতিহ্যবাহী নোবেল সপ্তাহ।

## 'এক মাঘে শীত যায় না'

**নিজস্ব প্রতিনিধি, রেজিনগর, ৬ অক্টোবরঃ** রেজিনগরের উপনির্বাচনে পুলিশের নেতৃত্বে 'নিঃশব্দ সন্ত্রাস' হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদের দাবি, রেজিনগরে ভোট লুটের পুরো কারবারটাই করেছে পুলিশ। বিকেল ৪টে নাগাদ রেজিনগরে যান অধীর। সেখানে সংবাদমাধ্যমের সামনে কার্যত ফুঁসে ওঠেন তিনি। অধীর বলেন, ''এখানে বোমা পড়েনি, গুলি চলেনি, মানুষের প্রাণ যায়নি ঠিকই। কিন্তু নির্বিঘ্নে সন্ত্রাস করেছে পুলিশ। রেজিনগরে ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। সাইলেন্ট ভায়োলেন্স চলেছে।'' এখানেই থামেননি অধীর। তাঁর অভিযোগ, জেলা পুলিশের শীর্ষকর্তাদের ইন্ধনেই ভোট লুট করেছে স্থানীয় পুলিশ। ধর্ম দেখে কাউকে বুথে যেতে দেওয়া হয়েছে, কাউকে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির। কমিশন নিযুক্ত পুলিশ পর্যবেক্ষক থেকে

জেলাশাসক-কাউকে সকাল থেকে ফোনে যোগাযোগ করা যায়নি বলেও দাবি করেছেন অধীর। ভোট নিয়ে বিস্তর অভিযোগ জানিয়েও হুঙ্কারের সুরে অধীর বলেছেন, ''এক মাঘে শীত যায় না!'' শুধু রেজিনগর নয়। নন্দীগ্রামের উপনির্বাচন নিয়েও সকাল থেকে দিস্তা দিস্তা অভিযোগ কমিশনে জমা করেছে কংগ্রেস। ভোট শুরুর এক ঘণ্টার মধ্যে সকাল ৮টায় কংগ্রেস দাবি করে, খেজুরির সীমান্ত দিয়ে বাইকবাহিনী ঢুকে তাণ্ডব চালাচ্ছে। তালপাটি খালের উপর তেখালি ব্রিজ 'সিল' করে দেওয়ারও দাবি তোলে বিধান ভবন। ঘটনাচক্রে, নন্দীগ্রাম বিধানসভারই ভোটার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ২০২৬ সালের নির্বাচনে তিনি নন্দীগ্রামের পাশাপাশি ভবানীপুর থেকে জিতেছিলেন। তার পর ভবানীপুর আসনটি ধরে রেখে নন্দীগ্রাম ছেড়ে দেন শুভেন্দু। সে কারণেই উপনির্বাচন এসে পড়ে হলদি নদীর তীরের জনপদে। সকালে টোটোয় চেপে নিজের বুথে গিয়ে ভোট দেন শুভেন্দু। তার পর বলেন, ''শেষ পর্যন্ত ভোটদানের হার ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ স্পর্শ করবে এবং রেকর্ড মার্জিনে বিজেপি জয়ী হবে। ২০১৬ সালে এই মাটি থেকেই ৮২ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলাম। আমার বিশ্বাস, এ বার সেই রেকর্ডও ভেঙে যাবে।''

## রাহুল-প্রিয়াঙ্কাকে আটক করল দিল্লি পুলিশ, আকাশবাণী ভবনের সামনে ধুন্ধুমার

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবরঃ** নয়াদিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে 'ইন্ডি' জোটের বিক্ষোভ মিছিলকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতিতে উত্তেজনা বহাল। বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত এবং সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ভোট চুরি এবং সাংবিধানিক সংস্থা ধ্বংস করার বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন। আকাশবাণী ভবনের সামনে পুলিশি বাধার মুখে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় রাহুল স্পষ্ট ভাষায় জানান, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ও কারচুপির মাধ্যমে দেশকে হাইজ্যাক করার এই দেশবিরোধী অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না। আকাশবাণী ভবন ও নীতি আয়োগের কাছে দিল্লি পুলিশ পদযাত্রা আটকে দিলে প্রিয়ঙ্কা গান্ধি, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ

যাদব, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডেরেক ও'ব্রায়েন সহ বেশ কয়েকজন বিরোধী নেতা রাজপথে বসে পড়ে স্লোগান দিতে থাকেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে অখিলেশ যাদব ও একাধিক তৃণমূল সাংসদকে সাময়িকভাবে আটক করে পুলিশ। রাহুল গান্ধি কড়া সুরে অভিযোগ করেন, ''আমাদের দেশের সঙ্গে যা করা হয়েছে তা চরম দেশদ্রোহিতা এবার আর কেউ ছাড় পাবে না। আমরা কেবল বিজেপির বিরোধিতা করছি না, আমরা ভারতের গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াই লড়ছি। প্রধানমন্ত্রী মোদি, অমিত শাহ ও মোহন ভাগবত দেশের নির্বাচন কমিশন ও সিইসি জ্ঞানেশ কুমারকে ব্যবহার করে 'ভোট চুরি'-র মাধ্যমে পুরো দেশকে হাইজ্যাক করেছেন।'' বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল আরএসএস-এর পোশাক পরিহিত সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের প্রতিচ্ছবি ও প্ল্যাকার্ড। নির্বাচন কমিশনের স্পেশ্যাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন বাতিল করা, ফর্ম ৬-এর অবৈধ পরিবর্তন রোধ এবং অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে অটল থাকার বার্তা দিয়ে বিরোধীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, রাজপথ ও সংসদ - সর্বত্র এই প্রতিবাদ আরও তীব্র আকার ধারণ করবে। এদিকে আবার বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র অভিযোগ তোলেন যে,

● এরপর ৬ পাতায়...

## 'চোর জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ নয়, গ্রেফতারি চাই'

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবরঃ** দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে 'ইন্ডি' জোটের নির্বাচন কমিশন অভিযান নিয়ে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্রের টিপ্পনীর জবাব দিলেন মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে দলের মুখপাত্র সম্বিত পাত্র অভিযোগ তোলেন যে, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সাংবিধানিক সংস্থাকে অপমান করে দেশে চরম অরাজকতা তৈরি করা এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে পুনরায় রাজনৈতিকভাবে লঞ্চ করাই এই গোটা প্রতিবাদের মূল উদ্দেশ্য! কংগ্রেস ও বিরোধী দলগুলির তীব্র সমালোচনা করে বিজেপি মুখপাত্র বলেন, ''বারবার চেষ্টা করেও যখন গণতান্ত্রিক উপায়ে রাহুল গান্ধিকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা গেল না, তখন কংগ্রেস ও তার সহযোগীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে- দেশে অরাজকতা ছড়িয়ে এবং গণতন্ত্রকে কালিমালিপ্ত করে হলেও যে কোনও মূল্যে রাহুল গান্ধিকে পুনরায় লঞ্চ করতে হবে। সেই ছকের অংশ হিসেবেই তারা কখনও ভারতীয় সেনাবাহিনী, কখনও সুপ্রিম কোর্ট, আবার কখনও ইভিএম-কে আক্রমণ করেছে।'' এরপরই নয়াদিল্লিতে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত বিরোধীদের বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত হয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি বিজেপি ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে তোপ দাগেন। সম্বিত পাত্রের মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া

● এরপর ৬ পাতায়...

## অভিষেকের নিরাপত্তা প্রত্যাহার নিয়ে রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অক্টোবরঃ** 'হোম গার্ড ছাড়া আর কোনও নিরাপত্তা নেই', সেই কারণে নিরাপত্তা চেয়ে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারস্থ হয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের। মঙ্গলবার ছিল সেই মামলার শুনানি। সেই মামলায় রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চাইল আদালত। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও রিপোর্ট চেয়ে পাঠালেন রাজ্যের কাছে। ১৩ অক্টোবর পরের শুনানি। সওয়াল-জবাব চলাকালীন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী শঙ্করনারায়ণ বলেন, ''২০১৩ সালে তাঁকে 'ওয়াই' ক্যাটাগরির

নিরাপত্তা দেওয়া হয়। ২০১৪ সালে দেওয়া হয় 'ওয়াই প্লাস', ২০১৫ সালে তিনি 'জেড' ক্যাটাগরি এবং ২০১৬ সালে 'জেড প্লাস' ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পান। কিন্তু ২০২৬ সালে নির্বাচনের ঠিক পরপরই ১০ মে হঠাৎ তাঁর এই 'জেড প্লাস' নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়। কোনও রকম নোটিস ছাড়াই এই নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এবং এর কারণ সম্পর্কে আমাকে কিছু জানানো হয়নি। 'জেড প্লাস' থেকে একধাক্কায় নিরাপত্তার মাত্রা 'এক্স' ক্যাটাগরিতে নামিয়ে এনে মাত্র ২ জন নিরাপত্তারক্ষী দেওয়া হয়। নিরাপত্তা কমানোর পর পরই, মাত্র ১৯ দিনের মাথায়

● এরপর ৬ পাতায়...

## 'এই ভাবে রাস্তায় হকারি করতে দিতে পারছি না'

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অক্টোবরঃ** লাইসেন্স ছাড়া কোনও পশুপাখি বিক্রি করা যাবে না। স্পষ্ট নির্দেশ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের। লাইসেন্স কোন ব্যবসায়ীদের রয়েছে, সেই সব রিপোর্ট দেওয়ারও নির্দেশ হাইকোর্টের। অর্থাৎ বন্য প্রাণী সারাক্ষণ আইন মেনেই গ্যালিফ স্ট্রিটের ফুটপাথে ব্যবসা করা যাবে। এ দিন, প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিতে গিয়ে শহরের ফুটপাথ বেদখল হওয়া নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা জানান। তাঁর পর্যবেক্ষণ, কলকাতায় এখন কী চলছে! ফুটপাথ পথচারীর নেই। সেখানে দখল করে দোকান চলছে। গাড়ি রাখা হচ্ছে। নাগরিক রাস্তা দিয়ে চলছে। এটাই এখন এই শহরের পথের হাল। ফলে এই ভাবে রাস্তায় হকারি করতে দিতে পারছি না। আইনে নিষিদ্ধ, এমন কোনও পশুপাখি জীব জন্তু রাস্তায় বিক্রি করা যাবে না। যাঁরা নিজেদের বৈধ ব্যবসায়ী দাবি করছেন, তারা যাবতীয় নথিপত্র পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দেখিয়ে তারা সন্তুষ্ট হলেই বিক্রির সুযোগ

● এরপর ৬ পাতায়...

## প্রশান্ত বর্মনকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ হাইকোর্টের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অক্টোবরঃ** প্রশান্ত বর্মনকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে বলল কলকাতা হাই কোর্ট। তাঁর অবিলম্বে বেতন বন্ধ করতে নির্দেশ হাই কোর্টের। প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ৪৮ ঘণ্টা পার হলেই তাঁর সম্পত্তির তালিকা তৈরি করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে প্রশান্ত বর্মন আত্মসমর্পণ না করলে তাঁর সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের করার নির্দেশ দেবে আদালত। রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিডিও প্রশান্ত বর্মন বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন

বিচারপতি। রাজ্য সরকারকে কলকাতা হাইকোর্ট প্রশ্ন করেছিল, 'এই বিডিও-কে সাসপেন্ড করা হয়েছে, নাকি চাকরি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে? একজন পলাতক অভিযুক্ত কোষাগার থেকে বেতন নেবেন, এটা হতে পারে না। একজন ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মামলার জন্য আইনজীবী নিয়োগ করছেন, কিন্তু ধরতে পারছেন না, আপনাদের প্রশাসন কি এতই দুর্বল?'' এতদিন কেটে যাওয়ার পরও কেন মূল অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মনকে পুলিশ ধরতে পারল না, তা নিয়ে আজ শুনানিতে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত। তদন্তের এই ঢিলেমি ও গাফিলতির কারণে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তকারী আধিকারিকের বিরুদ্ধেও কড়া বিভাগীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। গত বছরের ২৯ অক্টোবর নিউটাউন থানার যাত্রাগাছির খালপাড় থেকে উদ্ধার হয় স্বপন কামিল্যার দেহ। অভিযোগ, তাঁকে অপহরণ করে খুন করা হয়েছিল। স্বপন কামিল্যার দেহ উদ্ধারের পর থেকেই মৃতের পরিবার প্রশান্ত বর্মণকে প্রধান অভিযুক্ত বলে অভিযোগ তোলে। সেই প্রেক্ষিতেই তাঁকে বিডিও পদ থেকে সরানো হয়। প্রথমে বারাসত ও বিধাননগর আদালত থেকে আগাম জামিন পেলেও, সেই জামিনের বিরোধিতা করে হাইকোর্টে যায় পুলিশ। এরপর জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্তও।

## পুলিশের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে এআই দিয়ে যৌন হেনস্থার 'ফেক ফুটেজ' বানানোর অভিযোগ! দিল্লিতে গ্রেফতার 'সাংবাদিক'

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবরঃ** দিল্লিতে আন্দোলনের জেরে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাহিনীর ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করার অভিযোগ উঠল এক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে। বিক্ষোভকারীদের উস্কে দিতে 'এআই'-এর সাহায্যে তৈরি ভুয়ো ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার অপরাধে নাদিম আহমেদ (২৪) নামে ওই যুবককে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। হরিয়ানার পালওয়ালের বাসিন্দা নিজেকে সাংবাদিক বলে পরিচয় দিতেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। উল্লেখ্য, ওই বিক্ষোভ কর্মসূচি কভার করতে গিয়ে দিল্লি পুলিশের এক এসিপি-র বিরুদ্ধে মহিলা সাংবাদিককে যৌন হেনস্থা করার অভিযোগ ঘিরে ইদানীং তোলপাড় হচ্ছে দেশ। সেই আবহেই এআই দিয়ে তৈরি ভুয়ো ভিডিও পোস্ট করার অভিযোগে নাদিমের গ্রেফতারির ঘটনা সামনে এল। তবে এই দুই ঘটনার মধ্যে সরাসরি কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, সে বিষয়ে পুলিশ এখনও কিছু স্পষ্ট করেনি। পুলিশ জানিয়েছে, গত শনিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে চলা বিক্ষোভের আবহে একটি স্পর্শকাতর ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। দাবি করা হয়, সেটি ওই বিক্ষোভস্থলের সিসিটিভি ক্যামেরার সচিত্র প্রমাণ, যেখানে পুলিশের পোশাক পরা এক ব্যক্তিকে এক মহিলার সঙ্গে অভদ্র আচরণ করতে দেখা যায়। শুধু তা-ই নয়, ওই পুলিশকর্মীর পরিচয়ও নেটিজেনদের সামনে তুলে ধরা হয়। তবে তদন্তে নেমে দিল্লি পুলিশ জানতে পারে, পুরো কনটেন্টটিই আদতে 'এআই' প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি

করা, সাজানো ও বিভ্রান্তিকর। নয়াদিল্লির অতিরিক্ত ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ডিসিপি) মনজি জানান, যে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে ভিডিওটি পোস্ট করা হয়েছিল, সেটিকে সাইবার বিশেষজ্ঞরা চিহ্নিত করার পরেই নাদিমকে ধরা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত জানান, তিনি দিল্লির সাকেত এলাকার একটি মাদ্রাসায় দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করলেও পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি। চলতি বছরের এপ্রিলে খোলা তাঁর ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে প্রায় ১,২২৬টি পোস্ট রয়েছে এবং অনুগামীর সংখ্যা ২৪ হাজারের কাছাকাছি। তদন্তকারীদের দাবি, নাদিম স্বীকার করেছেন যে নিজের কাছে থাকা এআই টুলের মাধ্যমে এ জাতীয় ভুয়ো ভিডিও তিনি নিজেই তৈরি করতেন। কিন্তু কেন এই কাজ? পুলিশি জেরায় ধৃতের দাবি, পুলিশ প্রশাসনের সুনাম নষ্ট করা এবং বিক্ষোভকারীদের মনে বাহিনীর প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য, যাতে উত্তপ্ত জনতা পুলিশের ওপর আক্রমণ চালায়। তদন্তে আরও উঠে এসেছে যে, 'ককরোচ জনতা পার্টি'র আন্দোলনের সময় থেকেই ওই যুবক সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ধৃতের বাজেয়াপ্ত মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে এই ঘটনার নেপথ্যে কোনও ব। চক্রান্ত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অন্য দিকে, সাংবাদিকের প্রতি পুলিশ আধিকারিকের অসদাচরণের জল্পনা মাথাচাড়া দেওয়ার পর মঙ্গলবার বিক্ষোভস্থলে কর্তব্যরত সাংবাদিকদের জন্য একগাদা নির্দেশিকা জারি করেছে দিল্লি পুলিশ। অনভিপ্রেত পরিস্থিতি এড়াতে সাংবাদিকদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র গলায় ঝুলিয়ে রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে, যাতে মোতায়েন থাকা পুলিশকর্মীরা তাঁদের সহজে চিহ্নিত করতে পারেন। একই সঙ্গে খবর সংগ্রহের সময়ে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

## ৫০ কোটি টেলি-পরামর্শের মাইলফলক পার 'ই-সঞ্জীবনী'র, স্বাস্থ্য পরিষেবায় এগিয়ে মহিলারা

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর ঃ দেশজুড়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিধি আরও মজবুত করে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করল 'ই-সঞ্জীবনী। পরিষেবাটি সফলভাবে ৫০ কোটি টেলি-পরামর্শের গণ্ডি অতিক্রম করেছে। এর ফলে দেশের প্রতিটি প্রান্তে সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া আরও সহজতর হয়ে উঠেছে।পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই পরিষেবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন মহিলারা। মোট ই-সঞ্জীবনী ব্যবহারের ৫৭.১৪ শতাংশই এসেছে মহিলাদের পক্ষ থেকে।পাশাপাশি, বয়স্ক ও প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রেও এই পরিষেবা কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, মোট টেলি-পরামর্শের ৪০.১৫ শতাংশ গ্রহণ করেছেন ৪৬

## যন্তর-মন্তরে বিক্ষোভের সময় ছাত্রীর বাবাকে মারধরের অভিযোগ, অভিযুক্ত স্বাধীন ভরদ্বাজের জামিন মঞ্জুর

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর ঃ যন্তর-মন্তরে বিক্ষোভ চলাকালীন এক বিক্ষোভকারী ছাত্রীর বাবাকে হামলার অভিযোগে অভিযুক্ত স্বাধীন ভরদ্বাজকে জামিন দিল পাটিয়ালা হাউস কোর্ট। অতিরিক্ত দায়রা বিচারক সৌরভ প্রতাপ সিংহ স্বাধীন ভরদ্বাজকে জামিন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।এর আগে গত ১৫ সেপ্টেম্বর আদালত স্বাধীন ভরদ্বাজকে তিন সপ্তাহের অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছিল। উত্তর প্রদেশের বুলঃদশহর থেকে গত ৪ সেপ্টেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।অভিযোগ, একটি পডকাস্টে স্বাধীন ভরদ্বাজ এক বিক্ষোভকারী ছাত্রীর বাবার মাথায় হামলা করার কথা স্বীকার করেছিলেন। ওই পডকাস্ট প্রকাশ্যে আসার পর ককরোচ জনতা পার্টি এবং কয়েকটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সংসদ মার্গ থানার সামনে বিক্ষোভ করেন।এরপর স্বাধীন ভরদ্বাজের বিরুদ্ধে পকসো আইন এবং এসসি-এসটি আইনের বিভিন্ন ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়। মামলাটির তদন্ত চলছে।

## রাজ্যসভা নির্বাচনের মনোনয়নপত্র পেশ বিজেপি প্রার্থী দীনেশ আর্যর

দেহরাদূন, ৬ অক্টোবর ঃ উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির উপস্থিতিতে মঙ্গলবার বিধানসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যসভা নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বিজেপির প্রার্থী দীনেশ আর্য। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেন, রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র পেশ করা হয়েছে। আমাদের প্রার্থী দীনেশ আর্য তাঁর মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এই সিদ্ধান্তের জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দলের জাতীয় সভাপতি এবং দলীয় হাইকমান্ডকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ও উত্তরাখণ্ডের জনগণের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।প্রার্থীর রাজনৈতিক সফরের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, তিনি একটি অত্যন্ত সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছেন এবং দল ও রাজ্যের জন্য একাধিক দায়িত্বে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। দলীয় হাইকমান্ড তাঁকে রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য মনোনীত করেছে। তাঁর রাজ্যসভায় যাওয়ার মাধ্যমে দলের সমস্ত কার্যকর্তার কাছে এই স্পষ্ট বার্তা পৌঁছেছে যে, বিজেপি এমন একটি দল যা যে কোনও কার্যকর্তাকে যেকোনো দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে এবং যেকোনো কার্যকর্তাও যে কোনও দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়ার সামর্থ্য রাখেন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

# পঞ্জাবের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে এএপি-কে নিশানা সম্বিত পাত্রের, সিবিআই তদন্ত নিয়েও প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর পঞ্জাবের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আম আদমি পার্টি (এএপি)-কে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র ও সাংসদ সম্বিত পাত্র। সোমবার নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি অভিযোগ করেন, এএপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই পঞ্জাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। গত ৪৮ ঘণ্টায় রাজ্যে একাধিক খুনের ঘটনা ঘটেছে বলেও দাবি করেন তিনি।সম্বিত পাত্র বলেন, গত সন্ধ্যায় পঞ্জাবের জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ও মেকআপ আর্টিস্ট মাদ সান্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর দাবি, গত ৪৮ ঘণ্টায় লুধিয়ানাতেই তিনটি খুনের ঘটনা ঘটেছে। নিহতদের মধ্যে একজন প্রাক্তন সরপঞ্চও রয়েছেন বলে জানান তিনি। এই ঘটনাগুলিকে সামনে রেখে পঞ্জাবের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যের এএপি সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিজেপির এই নেতা।এএপি নেতৃত্বের সমালোচনা করে সম্বিত পাত্র বলেন, বিজেপি-শাসিত কোনও রাজ্যে একই ধরনের ঘটনা ঘটলে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা এএপি নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরব হতেন। তাঁর অভিযোগ, এমন পরিস্থিতিতে কেজরিওয়াল মিছিল, সাংবাদিক সম্মেলন করে সংশ্লিষ্ট সরকারের পদত্যাগের দাবি তুলতেন। অথচ পঞ্জাবে এএপি সরকার ক্ষমতায় থাকায় একই ধরনের ঘটনায় তাঁদের অবস্থান ভিন্ন। সম্বিতের কথায়, অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও এএপি-র এই ' আচরণ' আর চলবে না।শুধু আইনশৃঙ্খলা নয়, পঞ্জাব সরকারের প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র। ভগবন্ত মানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও ওএসডি রাজবীর সিং ঘুমনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রসঙ্গও সাংবাদিক বৈঠকে তুলে ধরেন তিনি। সম্বিত পাত্রের দাবি, ঘুমন-সহ কয়েকজন আধিকারিক সরকারি সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনোর আগে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতেন এবং এর সঙ্গে ঘুষ লেনদেনের অভিযোগও রয়েছে।এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল বলেও জানান সম্বিত পাত্র। তাঁর দাবি, ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি অরবিন্দ কেজরিওয়াল, এএপি এবং পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের কাছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করেন।সম্বিত পাত্র বলেন, সরকারি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি সরকারি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা এবং ঘুষ লেনদেনের মতো গুরুতর অভিযোগ ওঠে, তাহলে বিষয়টি নিয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তাঁর মতে, আদালতের নির্দেশের পর এই অভিযোগগুলির বিষয়ে এএপি নেতৃত্বের জবাব দেওয়া উচিত।পঞ্জাবের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপির এই আক্রমণকে ঘিরে রাজ্যের শাসকদল এএপি-র সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। একদিকে পরপর খুনের ঘটনা নিয়ে আইনশৃঙ্খলা প্রশ্নে বিজেপির সরব হওয়া এবং অন্যদিকে সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ-এই দুই বিষয়কে সামনে রেখেই এএপি সরকারের বিরুদ্ধে চাপ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছে বিজেপি।

## মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ব্যক্তিগত অনুভূতি রাজনীতির বিষয় নয়ঃবিজেপি

গাপেশ্বর, ৬ অক্টোবরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মা এবং উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির বাবার শ্রাদ্ধ-তর্পণ নিয়ে কংগ্রেসের সামাজিক মাধ্যমে করা মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিল বিজেপি। রবিবার দলের প্রদেশ মুখপাত্র মনোজ জখমোলা বলেন, মা-বাবার প্রতি ভালোবাসা, মমতা ও শ্রদ্ধা কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়, এটি প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতি।গোপেশ্বরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জখমোলা বলেন, জনজীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী তাঁর মায়ের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও আবেগ প্রকাশ করেছেন, তা ভারতীয় পরিবার ও সংস্কারের ভাবনাকে তুলে ধরে। তাঁর বক্তব্য, সনাতন পরম্পরায় শ্রাদ্ধ-তর্পণ প্রয়াত মা-বাবা ও পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানোর একটি প্রথা।কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, রাজনৈতিক বিরোধিতা সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত নিয়ে হতে পারে। কিন্তু কারও মা-বাবার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে মন্তব্য করা সুস্থ রাজনৈতিক আচরণ নয়। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয়কে রাজনৈতিক বিতর্কে টেনে আনছে।ধামি সরকারের কাজের প্রসঙ্গ তুলে জখমোলা ভূ-আইন, ধর্মান্তরণ আইন, অতিক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং ধর্মীয়-পৌরাণিক স্থানের সংরক্ষণের কথা বলেন। ' সেবা সংকল্প' অভিযানের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা ও প্রকল্প মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজও চলছে বলে দাবি করেন তিনি।জখমোলার বক্তব্য, কংগ্রেসের সরকারকে প্রশ্ন করার থাকলে উন্নয়ন ও সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়েই প্রশ্ন করা উচিত। ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নিজেদের কাজের হিসাব নিয়ে মানুষের কাছে যাবে বলেও জানান তিনি।

## গণতন্ত্রের নামে রাজতন্ত্র চালাচ্ছে কংগ্রেসের ফার্স্ট ফ্যামিলিঃসুধাংশু ত্রিবেদী

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবরঃ নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) অভিমুখে বিরোধী সাংসদদের প্রতিবাদ পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা, সাংসদ তথা জাতীয় মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী।মঙ্গলবার বিরোধী সাংসদদের এই প্রতিবাদ কর্মসূচিকে নিশানা করে সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন, আমাদের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের ফার্স্ট ফ্যামিলি (প্রথম পরিবার) গত চার প্রজন্ম ধরে আসলে গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করে গণতন্ত্রের আড়ালে রাজতন্ত্র চালিয়ে আসছে। আর আজ তারা আকাশবাণীতে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করেছে।নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) বিরুদ্ধে ইন্ডি জোটের সাংসদদের প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজধানীতে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে। এই বিক্ষোভ চলাকালীন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা আকাশবাণী ভবন চত্বরে পৌঁছন। তাঁদের সঙ্গে আকাশবাণী ভবন প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সাংসদ কে সি বেণুগোপাল, চরণজি সিং চান্নি-সহ বিরোধী শিবিরের অন্যান্য সাংসদেরা। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিরোধীরা যে জোরদার প্রতিবাদ প্রদর্শন করছেন, তার অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ।

## রেজিনগরে ভোটে অনিয়মের অভিযোগ, থানার সামনে কংগ্রেস প্রার্থীর অবস্থান

মুর্শিদাবাদ, ৬ অক্টোবরঃ রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ চলাকালীন অনিয়মের অভিযোগ তুলে রেজিনগর থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসলেন কংগ্রেস প্রার্থী আবদুল্লাহিল কাফি। মঙ্গলবার বিভিন্ন বুথ পরিদর্শনে বেরিয়ে পুলিশের সঙ্গে তাঁর বচসা হয় বলে অভিযোগ। এরপরই থানার সামনে বসে প্রতিবাদ শুরু করেন তিনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।সকাল থেকেই রেজিনগর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন বুথ পরিদর্শন করছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী। তাঁর অভিযোগ, একাধিক বুথে কংগ্রেসের এজেন্টদের বসতে দেওয়া হচ্ছে না। পাশাপাশি বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে ভোটারদের প্রভাবিত করা এবং ভোটে অনিয়মের অভিযোগও তোলেন তিনি।আবদুল্লাহিল কাফির অভিযোগ, প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের কাছে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তিনি বলেন, উপনির্বাচনকে লক্ষ্য করে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। পুলিশের মাধ্যমে যেভাবে ভোট লুট করা হচ্ছে, তা গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক।অন্যদিকে, পুলিশের তরফে জানানো হয়, ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রার্থীকে এলাকা ফাঁকা করার অনুরোধ করা হয়েছিল। ভোটারদের প্রভাবিত করা বা এলাকায় উত্তেজনা তৈরি করা যাতে না হয়, সেই কারণেই তাঁকে সরে যেতে বলা হয় বলে পুলিশের দাবি। পুলিশের দাবি, রেজিনগর জুড়ে ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে।এদিকে, ঘটনার পর প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীও সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন। রেজিনগরের পরিস্থিতি এবং ভোটগ্রহণ নিয়ে সাংবাদিকদের কাছে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন তিনি। কংগ্রেস প্রার্থীর অভিযোগ এবং থানার সামনে তাঁর অবস্থানকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে।

## সংরক্ষণের দাবিতে রাঁচির অর্গোড়া চকে অবরোধ

রাঁচি, ৬ অক্টোবর ঃ সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ, রাজনীতিতে অংশীদারিত্ব, পেসা আইনের অধীনে অধিকার এবং জনগণনায় পৃথক কলামের দাবিতে পিছড়া জাতি সংগ্রাম সমিতির ডাকে পাঁচ জেলায় বন্ধ পালিত হচ্ছে। মঙ্গলবার রাঁচির অর্গোড়া চকে বন্ধ সমর্থকরা রাস্তা অবরোধ করেন। এর ফলে ওই এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়।অর্গোড়া চকে অবরোধের জেরে সচিবালয়গামী কর্মী-সহ সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়। যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে অনেকেই কাটহল মোড় এবং ডোরান্ডার দিক দিয়ে যাতায়াত করেন।

## ইডির যুগ্ম অধিকর্তা স্বপন বোসের প্রয়াণ

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর ঃ দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রয়াত হলেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) যুগ্ম অধিকর্তা স্বপন বোস। মঙ্গলবার, তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। এই অকাল প্রয়াণে কেন্দ্রীয়তদন্তকারী সংস্থা ইডির অন্দরে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।স্বপন বোসের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে ডিরেক্টরেট অব এনফোর্সমেন্টের তরফে এক শোকবার্তায় জানানো হয়েছে, যুগ্ম অধিকর্তা স্বপন বোসের বেদনাদায়ক ও অকাল প্রয়াণে ডিরেক্টরেট অব এনফোর্সমেন্ট গভীরভাবে শোকাহত। দীর্ঘ অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই শেষে মঙ্গলবার তিনি প্রয়াত হয়েছেন।তদন্তকারী সংস্থায় তাঁর অনবদ্য অবদানের কথা স্মরণ করে ইডি উল্লেখ করেছে, তিনি ছিলেন একাধারে বিশিষ্ট দক্ষতা, সততা এবং অটল নিষ্ঠার অধিকারী একজন আধিকারিক।

# সনাতন ধর্ম ও জাতীয় চেতনার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন অশোক সিংঘলঃপ্রহ্লাদ যোশী

হুববালি, ৬ অক্টোবর ঃ সনাতন ধর্মের রক্ষা, গো-রক্ষা, হিন্দু সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জাতীয় চেতনা গঠনের কাজে অশোক সিংঘল তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রয়াত নেতা অশোক সিংঘলের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এ কথা বলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী।হুববালির দেশপান্ডে নগরের সওয়াই গন্ধর্ব হলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, কর্ণাটক উত্তর প্রান্তের উদ্যোগে অশোক সিংঘলের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রহ্লাদ যোশী অশোক সিংঘলের সামাজিক ও সাংগঠনিক ভূমিকার কথা স্মরণ করেন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, অশোক সিংঘল রাম জন্মভূমি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। দেশ ও দেশের বাইরে হিন্দু সমাজের মধ্যে সচেতনতা ও ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তিনি দীর্ঘদিন কাজ করেছেন বলে উল্লেখ করেন যোশী।অশোক সিংঘলের জীবন ও আদর্শের কথা স্মরণ করে প্রহ্লাদ যোশী বলেন, ধর্মের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, দেশপ্রেম, ত্যাগ এবং দেশসেবার প্রতি অঙ্গীকার সমাজের কাছে অনুপ্রেরণার উস হয়ে থাকবে। তাঁর চিন্তাভাবনা ও সেবার পথ আগামী প্রজন্মকেও পথ দেখাবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।প্রহ্লাদ যোশী আরও বলেন, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি এবং জাতীয় চেতনা জাগ্রত করার জন্য অশোক সিংঘল নিরন্তর কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর জীবন ও কর্মের স্মরণ নতুন প্রজন্মকে সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার বার্তা দেবে।জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অশোক সিংঘলের জীবন, তাঁর সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও কর্মী-সমর্থকরাও উপস্থিত ছিলেন।

# সুইস রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠক ডঃ এস জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবরঃ তিন দিনের সরকারি সফরে ভারতে এসে সোমবার বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক করলেন সুইজারল্যান্ডের কনফেডারেশনের রাষ্ট্রপতি গাই পারমেলিন। বৈঠকের পর সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় এস জয়শঙ্কর লেখেন, ভারত-ইএফটিএ টেপা চুক্তির প্রতিশ্রুতিকে পাথেয় করে আমাদের অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করার বিষয়ে রাষ্ট্রপতি পারম্যালিনের দৃষ্টিভঙ্গির আন্তরিক প্রশংসা করছি। আমি আত্মবিশ্বাসী যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক একাধিক ক্ষেত্রে আমাদের যৌথ সহযোগিতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। উল্লেখ্য, সোমবার সকালেই নতুন দিল্লিতে এসে পৌঁছন সুইস প্রেসিডেন্ট। রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়।

## মহিলার সঙ্গে পুলিশ কর্মীর দুর্ব্যবহার! পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানার বাইরে বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর ঃ এক মহিলার সঙ্গে এক পুলিশ কর্মীর দুর্ব্যবহারের অভিযোগকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানা চত্বর। এই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার সকালে থানার বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে একাধিক বিক্ষোভকারীকে আটক করেছে পুলিশ।বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ঘটনার পর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ বা অগ্রগতি জানায়নি। এক বিক্ষোভকারী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের সঙ্গে পুলিশ অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করছে। অভিযোগ দায়ের করার ৪৮ ঘণ্টা পর আমরা সেই অভিযোগের কী অগ্রগতি হয়েছে, তা জানতে এখানে এসেছিলাম।অভিযোগের কোনও সুরাহা না মেলায় এদিন সকালে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানার বাইরে প্রতিবাদে নামেন ক্ষুব্ধ মানুষজন। সে সময় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সরাসরি সংঘাত ও সংঘর্ষ শুরু হয়। এরপরই সেখান থেকে বিক্ষোভকারীদের আটক করে পুলিশ।

## রাজ্যসভা নির্বাচনে ৮ প্রার্থীর মনোনয়ন, যোগীর নেতৃত্বে বিধান ভবনে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব

লখনউ, ৬ অক্টোবর ঃ আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক তপরতা তুঙ্গে লখনউয়ের বিধান ভবনে। মঙ্গলবার মনোনয়ন পেশ করলেন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) ৮ জন মনোনীত প্রার্থী। প্রার্থীদের এই মনোনয়ন পেশ উপলক্ষে বিধান ভবনে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি বিধান ভবনে ছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি পঙ্কজ চৌধুরী, দুই উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য ও ব্রজেশ পাঠক এবং দলের অন্যান্য শীর্ষ ও বরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দ। এদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপির এই আট রাজ্যসভা প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেন। উত্তর প্রদেশ থেকে আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) মনোনীত ৮ জন প্রার্থী এদিন তাঁদের মনোনয়নপত্র পেশ করেন।

## নয়ড়ায় সম্পত্তি বিবাদে বড় ভাইকে হত্যার অভিযোগে ছোট ভাই গ্রেফতার

নয়ড়া, ৬ অক্টোবর ঃ উত্তর প্রদেশে নয়ড়ায় সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে বড় ভাইকে হত্যার অভিযোগে পলাতক ছোট ভাইকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে জেওয়ার থানার পুলিশ চিরৌলি আন্ডারপাসের কাছ থেকে অভিযুক্ত দেবেঃদ্রকে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত কোদালটিও উদ্ধার করা হয়েছে।মঙ্গলবার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অজয় কুমার সিং জানান, জেওয়ার থানা এলাকার নিমকা গ্রামের বাসিন্দা ভোলে শঙ্কর (৫২)-কে সোমবার কোদাল দিয়ে গলা কেটে হত্যা করা হয়। ঘটনার পর মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর ছোট ভাই দেবেন্দ্রর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ মঙ্গলবার সকালে চিরৌলি আন্ডারপাসের কাছ থেকে দেবেন্দ্রকে গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশকে অভিযুক্ত জানিয়েছে, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই সে তার বড় ভাইয়ের উপর কোদাল দিয়ে হামলা চালায় এবং গুরুতর আঘাতের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।গ্রেফতারের পর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে তাকে আদালতে পেশ করা হয়। পরে তাকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

## পশ্চিমবঙ্গে অবশ্যই ইউসিসি লাগু হবে, মন্তব্য দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৬ অক্টোবর ঃ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড কার্যকর করার বিষয়ে আবারও দলের অন। অবস্থানের কথা স্পষ্ট করলেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সোমবার সকালে কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু করা বিজেপির অন্যতম প্রধান নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং তা যথাযথ নিয়ম মেনেই বাস্তবায়িত করা হবে।এক প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, এটি পার্টির সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত আমরা অবশ্যই ইউসিসি লাগু করব। পাশাপাশি সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজও সমান তালে এগিয়ে চলছে। সাধারণ মানুষকে যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার সিংহভাগই পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। আর বাকি যে সমস্ত বিষয় রয়েছে, সেগুলির সঙ্গে কিছু নির্দিষ্ট সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া জড়িত। সেই প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে যথাসময়েই সেগুলিও বাস্তবায়িত হবে।

## রাশিফল

**মেষঃ** আজ আপনার সঙ্গীর সঙ্গে যোগাযোগ খোলামেলা ও স্পষ্ট থাকবে, যা আপনাদের দু'জনের মধ্যে ভালোবাসা আরও শক্তিশালী করবে। বিবাহের যোগ হবে আজ।
**বৃষঃ**সামগ্রিকভাবে আজকের দিনটি অত্যন্ত ভালো। আপনার স্বভাবের মধ্যে স্থিরতা ও ধৈর্য রয়েছে, যা আজ আপনার সম্পর্কের মধ্যে গভীরতা ও সংবেদনশীলতা আনতে সাহায্য করবে। সংসারে শান্তি হবে।
**মিথুনঃ**আপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আপনি দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে বিনিয়োগ করলে উল্লেখযোগ্য লাভ পাবেন। সংসারে শান্তি হতে পারে।
**কর্কটঃ** বেশি খাওয়া এবং উচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। বিবাহের যোগ হতে পারে।
**সিংহ ঃ** আপনার সঙ্গীর সঙ্গে খোলামেলা কথা বলুন এবং নিজের অনুভূতিগুলি ভাগ করে নিন, যাতে কোনও ভুল বোঝাবুঝি না হয়।।
**কন্যাঃ**আজ কন্যা রাশির জাতকদের জন্য একটি অত্যন্ত বিশেষ দিন। আপনার চারপাশে প্রচুর শক্তি অনুভব করবেন। এই সময়ে আপনি আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে গভীর বোঝাপড়া এবং নিষ্ঠা নিয়ে আসবেন। সংসারে শান্তি হতে পারে
**তুলাঃ** কোন ঝগড়াটে ব্যক্তির সাথে বিবাদ আপনার মেজাজ খারাপ করতে পারে। বিবেচক হোন এবং যদি পারেন তাহলে এটি এড়িয়ে যান, য়েহেতু সংঘর্ষ এবং অতিরিক্ত উত্তেজনা কখনোই আপনাকে সাহায্য করবে না। শুভদিন হবে।
**বৃশ্চিকঃ** আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। যদিও অর্থ আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদান, তবে এর প্রতি এত সংবেদনশীল হয়ে উঠবেন না যে এটি আপনার সম্পর্কগুলিকে নষ্ট করে। আপনি আপনার পরিবারের জন্য কতটা যত্ন করেন তা উপলব্ধি করার জন্য তাদেরকে মৌখিক এবং অমৌখিক বার্তা দেওয়া বজায় রাখুন।
**ধনুঃ** আজকের দিনটি চমকার হতে চলেছে। আপনার আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচকতা আরও বৃদ্ধি পাবে। নতুন অভিজ্ঞতার জন্য এই সময়টি অনুকূল, যা আপনার ব্যক্তিত্বকে আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ দেবে।।
**মকরঃ**আজকের আকাশ অত্যন্ত শুভ ইঙ্গিত দিচ্ছে। আজ আপনার জন্য নতুন করে শুরু করার সময়।
**কুম্ভঃ**স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। আপনার খরচে অপ্রত্যাশিত উত্থান আপনার মানসিক শান্তিকে বিঘ্নিত করবে। রান্নাঘরের জন্য জরুরী জিনিসপত্র কেনা আপনাকে সন্ধ্যাবেলায় ব্যস্ত রাখবে।বিবাহের যোগ হতে পারে।
**মীনঃ** বিষাদ ঝেড়ে ফেলে দিন- যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে।সংসারে শান্তি হতে পারে। সন্তান হতে পারে আজকে।শুভদিন

## আবহাওয়া

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ফের বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির প্রভাব বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, জারি হয়েছে বজ্রপাতের সতর্কতাও। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দুই বঙ্গেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আগামী ৭ অক্টোবর দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি ও বজ্রপাতের তীব্রতা কিছুটা বা।তে পারে, যা চলবে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত। কলকাতায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৩২-৩৩ ডিগ্রির আশপাশে।দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলায় কয়েকটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি অথবা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলির এক-দুই জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি জেলায় অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি অথবা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলির কয়েকটি জায়গাতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি অথবা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয় ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭০ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

## জোয়ার-ভাটা

**জোয়ার**-সকাল ১১টা ৫০মনিট এবং রাত ০৯টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৪২মিনিট এবং রাত ১০টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ৩২মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৪মিনিটে হতে পারে।

## ব্যবসায়ী খুনের মামলায় অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মনকে ৪৮ ঘণ্টার ডেডলাইন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৬ অক্টোবর ঃ সল্টলেকের ব্যবসায়ী খুনের মামলায় অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে আত্মসমর্পণের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ৮ অক্টোবর দুপুর সাড়ে ৩টের মধ্যে প্রশান্ত বর্মনকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। একই সঙ্গে মামলার তদন্ত কতদূর এগিয়েছে, সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার জন্য সিআইডিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৪ ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা। সল্টলেকের ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পর থেকেই তিনি দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার তরফে তাঁকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা চললেও এখনও তাঁর কোনও সন্ধান মেলেনি বলে মামলায় জানানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আদালতের নির্দেশ ঘিরে ফের আলোচনায় এসেছে প্রশান্ত বর্মনের ভূমিকা এবং তাঁর দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থাকার বিষয়টি। মামলার শুনানিতে প্রশান্ত বর্মনের দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থাকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এর আগে এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের তরফেও একাধিক নির্দেশ ও পর্যবেক্ষণ ছিল বলে আদালতে জানানো হয়। সেই নির্দেশের পরেও অভিযুক্তের কোনও সন্ধান না মেলায় কী ভাবে পরিস্থিতি তৈরি হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে হাই কোর্ট। প্রশান্ত বর্মনকে ঘিরে এর আগেও একাধিক বিতর্কের কথা মামলার শুনানিতে উঠে আসে। অভিযোগ, কয়েক মাস আগে রাজারহাট-নিউটাউন এলাকায় রাতে গাড়ি চালানোর সময় এক পথচারীকে ধাক্কা দিয়েছিলেন তিনি।

## পা বাঁধা অবস্থায় পুকুরে যুবকের দেহ, মধ্য হাওড়ায় চাঞ্চল্য

সুমন আদক, হাওড়া ঃ পুকুরের জলে ভাসছিল দেহ। কাছে যেতেই স্থানীয়দের চোখে পড়ে, যুবকের দু'টি পা বাঁধা রয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে মধ্য হাওড়ার নেতাজি সুভাষ রোড সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে শিবপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুকুর থেকে দেহটি উদ্ধার করে। মৃতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পা বাঁধা অবস্থায় দেহ উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন উঠেছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশও ঘটনাটিকে অস্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবেই দেখছে। অন্য কোথাও ওই যুবককে খুন করার পর দেহটি পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল কি না, সেই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কীভাবে এবং কখন ওই যুবক এলাকায় এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কারও যোগাযোগ হয়েছিল কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে। মৃতের পরিচয় নিশ্চিত করতে বিভিন্ন থানায় তথ্য পাঠানোর পাশাপাশি নিখোঁজ ব্যক্তিদের তালিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা ঘটনাস্থল ও আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করছেন। পাশাপাশি দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পা বাঁধা অবস্থায় অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় রহস্য ঘনীভূত হয়েছে।

# শহর ও শহরতলী

## আসন পুনর্বিন্যাস ও মহিলা সংরক্ষণে অনিয়মের অভিযোগ, কলকাতা পুরনিগম নিয়ে আদালতে বিরোধীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৬ অক্টোবর ঃ কলকাতা পুরসভায় আসন পুনর্বিন্যাস এবং মহিলা সংরক্ষণে নিয়ম মানা হয়নি, এই অভিযোগে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত করেছে বিরোধী শিবিরের তিন পক্ষ। প্রদেশ কংগ্রেস, সিপিআইএম এবং মমতা-তৃণমূল পৃথক ভাবে একই ধরনের অভিযোগ তুলে আইনি পদক্ষেপের পথে হাঁটতে চলেছে। তাদের দাবি, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস এবং সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট আইনের একাধিক বিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে। পুরসভার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পরই আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তিন পক্ষ। অভিযোগের বিষয়টি নিয়ে কলকাতা পুরসভার প্রশাসক তথা কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে ইতিমধ্যেই একাধিকবার চিঠি দিয়েছেন বিরোধী দলের নেতারা। নতুন ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসে সীমানা নির্ধারণ নিয়ে একাধিক গুরুতর আপত্তি রয়েছে বলে তাদের দাবি। আপত্তিগুলি খতিয়ে দেখতে এলাকায় গিয়ে ' ভিজিট' করার পাশাপাশি স্থানীয় নাগরিকদের মতামত জানতে জনশুনানির প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাবকে পুর প্রশাসনের তরফে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ বিরোধীদের। মহিলা সংরক্ষণ নিয়েও একই ধরনের অভিযোগ উঠেছে। বিরোধী দলগুলির দাবি, সংসদে পাস হওয়া সংশ্লিষ্ট নগরপালিকা আইনের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কলকাতা পুরসভা এবং রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তর কাজ করছে না। তবে এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত তালিকাগুলিকে পুর প্রশাসনের তরফে খসা৷ তালিকা বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। ফলে চূড়ান্ত তালিকা এবং সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছেন বাম ও কংগ্রেস নেতৃত্ব। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ পেলেই আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন তাঁরা। একই পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মমতা-

তৃণমূলও। এর মধ্যেই নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতা পুরসভার ২০৯টি ওয়ার্ডে নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্য সরকার। নির্বাচনী প্রস্তুতিতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মাঠে নেমে প৷ছে। শাসক বিজেপি কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলায় পৃথক ভাবে মণ্ডল কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠক শুরু করেছে। দুই জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ এবং অনুপম ভট্টাচার্য বিভিন্ন মণ্ডল থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হতে ইচ্ছুকদের নাম সংগ্রহ করে কেঃদ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচনী কমিটির কাছে পাঠিয়েছেন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিদায়ী পুরবোর্ডের বেশ কয়েকজন জনপ্রতিনিধিও এবার শাসকদলের হয়ে নির্বাচনী ল৷ইয়ে নামতে আগ্রহী। একই ভাবে বাম এবং মমতা-তৃণমূলও বিধানসভা ভিত্তিক প্রার্থী বাছাই নিয়ে বৈঠক শুরু করেছে। সোমবার দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারীতে বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কার্যালয়ে মমতা-তৃণমূলের নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক হয়। বামেরাও সাংগঠনিক প্রস্তুতিতে পিছিয়ে নেই। জ্ঞানেশ কুমার ইস্যুতে আঃদোলনের পাশাপাশি কলকাতা পুরভোটে নবীন প্রজন্মকে বেশি করে প্রার্থী করার পরিকল্পনা নিয়েছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। উপনির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার পর প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে পুরভোটের প্রস্তুতিতে আরও সক্রিয় হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে কংগ্রেসের। কিন্তু নির্বাচনী প্রস্তুতির মধ্যেই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস এবং সংরক্ষণ নিয়ে আদালতের ল৷ইয়ের প্রস্তুতি রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তিন দলের আইনজীবীরা ইতিমধ্যেই মামলার খস৷ প্রস্তুত করেছেন বলে দলীয় সূত্রে খবর। ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের অভিযোগ, প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে নিয়ম না মেনেই পুরসভা দখলের চেষ্টা চলছে। তাঁর কথায়, এসআইআর-এর মাধ্যমে বিজেপি যেমন রাজ্যের দখল নেওয়ার চেষ্টা করেছে, একই ভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে কর্পোরেশন দখলের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। গত পাঁচ মাসে কলকাতা পুরসভার পরিষেবা ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে প৷ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। একই সঙ্গে জনগণনা এবং ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া চলা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, পুরনো ১৪৪টি ওয়ার্ড কীসের ভিত্তিতে ভাঙা হচ্ছে, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। মহিলা সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও একই ওয়ার্ড পরপর চার বার মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। মমতা-তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, ডিলিমিটেশনের খস৷ কে তৈরি করেছেন এবং কোন পদ্ধতিতে তা তৈরি হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। তাঁর দাবি, সংবিধান মেনে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। সেই অনুযায়ী প্রাক্তন কাউন্সিলর, বিধায়ক এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু পুর প্রশাসন সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে না। সিপিএমের জেলা সম্পাদক কল্লোল মজুমদারেরও একই অভিযোগ। তাঁর দাবি, নিয়ম মেনে জনসংখ্যাকে ভিত্তি না করে শুধুমাত্র ভোটার তালিকাকে গুরুত্ব দিয়ে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা হলে কলকাতার প্রকৃত জনবিন্যাসের চিত্র উঠে আসবে না। ফলে চূ৷ান্ত তালিকা প্রকাশের পর বিষয়টি আদালতে কতটা গড়ায়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

## মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা ও টেকসই কৃষির লক্ষ্যে নিমপীঠে প্রাকৃতিক কৃষি কর্মশালা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগরঃ মাটির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এবং কৃষিকে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করে তোলার লক্ষ্যে নিমপীঠে অনুষ্ঠিত হল একদিনের প্রাকৃতিক কৃষি বিষয়ক কর্মশালা। সোমবার নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে আয়োজিত এই কর্মশালার বিষয় ছিল- ' স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ও টেকসই উপাদন বৃদ্ধিতে প্রাকৃতিক কৃষির প্রয়োগ।'নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কলকাতার যৌথ উদ্যোগে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সহযোগিতায় ছিল অ্যামিজেন ফাউন্ডেশন, এসভি বায়োটেক ও ডায়না বায়োটেক। কর্মশালায় কৃষি বিজ্ঞানী, সরকারি আধিকারিক, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রগতিশীল কৃষক-কৃষাণিরা অংশ নেন।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের চেয়ারম্যান স্বামী সদানন্দজি মহারাজ, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান ও বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ড. চন্দন কুমার মণ্ডল, কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কলকাতার ড. প্রদীপ দে ও ড. অভিজিৎ হালদার, এসভি বায়োটেক ও ডায়না বায়োটেকের ড. বিনোদ কুমার পাটিল এবং অ্যামিজেন ফাউন্ডেশনের ড. আমিনুল ইসলাম। এছাড়াও কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, নদিয়ার অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রাপ্ত বিজ্ঞানী এবং সিআরআইজেএএফের বিজ্ঞানী ও প্রতিনিধিরাও কর্মশালায় অংশ নেন।স্বাগত বক্তব্যে ড. চন্দন কুমার মণ্ডল বলেন, প্রাকৃতিক কৃষির লক্ষ্য শুধুমাত্র রাসায়নিক উপকরণের ব্যবহার কমানো নয়। মাটির স্বাস্থ্য, জীববৈচিত্র্য এবং স্থানীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে কৃষিকে টেকসই করে তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য।কৃষকদের মাঠের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে যুক্ত করে স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রাকৃতিক কৃষির কার্যকর মডেল গড়ে তোলার উপর তিনি গুরুত্ব দেন।স্বামী সদানঃদজি মহারাজ বলেন, সমস্যা থেকে পিছিয়ে গেলে চলবে না কাজের মধ্য দিয়েই উন্নতি আসে। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃষিকাজ এবং নিরাপদ খাদ্য উপাদনের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি তুলে ধরেন।ড. প্রদীপ দেবলেন, মাটিকে শুধু সার দেওয়ার জায়গা হিসেবে না দেখে, মাটির স্বাস্থ্যকে কৃষির মূল সম্পদ হিসেবে দেখতে হবে। মাটি পরীক্ষা, সুষম পুষ্টি ব্যবস্থাপনা এবং উপকারী অণুজীব সংরক্ষণের উপর তিনি জোর দেন।অন্যদিকে ড. অভিজি হালদার প্রাকৃতিক কৃষিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন।কর্মশালায় নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, মাটির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং কৃষকের উৎপাদন খরচ কমানোর বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি কৃষকরা তাঁদের মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা ও অভিজ্ঞতার কথা বিশেষজ্ঞদের সামনে তুলে ধরেন। তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন উপস্থিত কৃষি বিজ্ঞানীরা।আয়োজকদের দাবি, বিজ্ঞানী, সরকারি দফতর এবং কৃষকদের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও টেকসই কৃষির প্রসার ঘটানোই এই কর্মশালার মূল লক্ষ্য। মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করে উপাদন শীলতা বজায় রাখা এবং কৃষকদের নিরাপদ ও লাভজনক কৃষির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের কর্মশালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

## বকখালির সমুদ্রতটে 'সেবার রঙে দেশের সঙ্গে', শিল্প-সংস্কৃতির মেলবন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৬ অক্টোবর ঃ দেশব্যাপী আয়োজিত 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর অঙ্গ হিসেবে সমুদ্রতটে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ শিল্প ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। 'সেবার রঙে দেশের সঙ্গে'-এই ভাবনাকে সামনে রেখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিল্প, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার অনন্য মেলবন্ধন দেখা যায়।১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত মাসব্যাপী চলা এই অভিযানের অংশ হিসেবে ৬ অক্টোবরের কর্মসূচিতে বিভিন্ন এলাকার ছাত্রছাত্রী ও তরুণ শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। সমুদ্রসৈকতের বালুকাবেলায় রঙিন আলপনা ও রঙ্গোলি এঁকে নিজেদের শিল্পীসত্তা তুলে ধরেন তাঁরা। বালুর ওপর ফুটে ওঠা নানা নকশা ও শিল্পকর্মে ধরা পড়ে বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সৃজনশীলতার বিভিন্ন দিক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাগর বিধানসভার বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল, কাকদ্বীপের এসডিও শুভঙ্কর ভট্টাচার্য, নামখানার বিডিও সুব্রত মল্লিক,পর্যটন বিভাগের আধিকারিক তনুশ্রী দাস। কো-অর্ডিনেশান আধিকারিক মলয় কুমার দাস সহ প্রশাসনিক আধিকারিক ও বিশিষ্টজনেরা।এই প্রসঙ্গে বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল বলেন, সেবা শুধু মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও এক ধরনের সেবা। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সাংস্কৃতিক চেতনা গড়ে তুলতে এই ধরনের কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য, দেশের উন্নয়নের বৃহত্তর লক্ষ্যে তরুণদের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশ এগিয়ে চলেছে। সেই বৃহত্তর অভিযাত্রায় ভারতের আধ্যাত্মিকতা, সংস্কৃতি ও ঐক্যের ক্ষেত্রে বাঙালিরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ছাত্রছাত্রী ও তরুণ প্রজন্মের এই ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দেশের মানুষের মধ্যে আত্মিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও সুদৃ। করবে বলেও তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সমুদ্রের নীল জলরাশি ও বালুকাবেলার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে শিল্পীদের রঙিন পরিবেশনা এদিনের কর্মসূচিকে বিশেষ মাত্রা দেয়। সেবা, সংস্কৃতি ও জাতীয় ঐক্যের বার্তা ছ৷য়ে দেওয়ার পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রেও এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করছেন আয়োজকেরা।

## ঘুষ নিতে গিয়েই পুলিশের জালে ধরা পড়লেন জেলা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা,হুগলি,৬ অক্টোবর ঃ হুগলি জেলা পরিষদের অফিসে ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা প৷লেন এক সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকেরা অভিযান চালিয়ে সুমন দাস নামে ওই ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেফতার করেছেন। সরকারি কাজের বরাত পাইয়ে দেওয়া এবং কাজ সংক্রান্ত আর্থিক সুবিধা করে দেওয়ার নামে ঠিকাদারের কাছ থেকে ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকেই জেলা পরিষদে চাঞ্চল্য ছ৷য়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে দুর্নীতি দমন শাখা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হুগলি জেলা পরিষদের অধীনে বিভিন্ন সরকারি কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদারদের কাছ থেকে টাকা দাবি করার অভিযোগ ছিল সুমনের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি পোলবার এক ঠিকাদারের কাছেও তিনি ঘুষ দাবি করেন বলে অভিযোগ। ওই ঠিকাদার মুক্তারাম ঘোষ বিষয়টি নিয়ে দুর্নীতি দমন শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর অভিযোগ, সরকারি একটি প্রকল্পের কাজের সঙ্গে যুক্ত অর্থ পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁকে অযাচিতভাবে টাকা দিতে চাপ দেওয়া হচ্ছিল। অভিযোগকারীর দাবি অনুযায়ী, তিনি পঞ্চায়েত প্রকল্পের অধীনে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সরকারি রাস্তা নির্মাণের কাজ পেয়েছিলেন। ২০২৩ সালে ওই কাজের আদেশনামা জারি হয়। পরবর্তী সময়ে ২০২৫ সালের শেষের দিকে রাস্তা নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার পরও টেন্ডারের সময় জমা দেওয়া টাকা ফেরত পাওয়া নিয়ে সমস্যা তৈরি হয় বলে অভিযোগ। সেই সময়েই সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের তরফে টাকা চাওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছেন ঠিকাদার। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, অভিযোগকারীর পাওনা ছিল প্রায় ২ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। সেই টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে সুমন দাস নিজের ভাগ দাবি করেছিলেন বলে অভিযোগ। ঠিকাদার সেই দাবিতে রাজি না হয়ে সরাসরি দুর্নীতি দমন শাখার দ্বারস্থ হন। এরপরই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরার পরিকল্পনা করে এসিবি। দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকদের পরিকল্পনা অনুযায়ী মঙ্গলবার নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নিয়ে জেলা পরিষদে পৌঁছন অভিযোগকারী। তাঁর হাতে দেওয়া হয়েছিল বিশেষ রাসায়নিক মাখানো নোট। আধিকারিকদের নির্দেশ মতো ২০ হাজার টাকা নিয়ে তিনি সুমন দাসের ঘরে যান। সেখানে টাকা লেনদেনের পর অভিযুক্তের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হতেই দ্রুত সেখানে পৌঁছে যান দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকেরা। ঘুষ নেওয়ার অভিযোগের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য এরপর অভিযুক্তকে হাত ধুতে বলা হয়। অভিযোগকারীর দেওয়া টাকায় আগে থেকেই বিশেষ রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়েছিল। সুমন দাস হাত ধোয়ার পর তাঁর হাতে বেগনি রঙের ছাপ দেখা যায়। এই পরীক্ষার পরই দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকেরা তাঁকে আটক করেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে চুঁচুড়া থানার আইসি উত্তম শর্মার নেতৃত্বে পুলিশ আধিকারিকেরাও হুগলি জেলা পরিষদের অফিসে পৌঁছন। সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় অভিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারকে। এরপর তাঁকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে সরকারি দফতরের এক ইঞ্জিনিয়ারের গ্রেফতারির ঘটনায় জেলা পরিষদে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। সরকারি প্রকল্পের কাজের বরাত এবং অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে আরও কোনও অনিয়ম হয়েছে কি না, সেই বিষয়টিও তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন। অভিযুক্তের সঙ্গে এই ঘটনায় অন্য কেউ জ৷তি কি না, ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ আগে উঠেছিল কি না এবং সরকারি কাজের ক্ষেত্রে কোনও বৃহত্তর অনিয়ম হয়েছিল কি না, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। আপাতত গ্রেফতার হওয়া সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা ঘটনার বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করছে দুর্নীতি দমন শাখা।

## প্রয়াত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী বিভা সেনগুপ্ত

সৌরভ দত্ত, কলকাতাঃ মঙ্গলবার রবীন্দ্রসংগীত জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের প্রয়াণ। ১৯৩৫ সালের ১২ মে ঐতিহ্যবাহী শান্তিনিকেতনে এক সংস্কৃতিমনস্ক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও সুরসাধিকা বিভা সেনগুপ্ত। দীর্ঘ বর্ণময় জীবনের পর, ৬ অক্টোবর ২০২৬, মঙ্গলবার সকাল ৭টায় বিশ্বভারতী ও বঙ্গীয় সঙ্গীত সংস্কৃতি বলয়ের অন্যতম বরিষ্ঠ ও শ্রদ্ধেয় এই রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী এবং অসামান্যা সঙ্গীতশিক্ষিকা চিরতরে না-ফেরার দেশে চলে গেলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তাঁর প্রয়াণে সঙ্গীত জগতে এবং অগণিত ছাত্রছাত্রী ও অনুরাগীদের মধ্যে গভীর শোক ও শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গীত সাধনায় সুদীর্ঘ জীবনের অবসান ঘটিয়ে তাঁর এই প্রস্থানে, রবীন্দ্রসংগীতের ধারা এক পরম স্নেহময়ী অভিভাবিকা ও প্রকৃত ধারকের আলো থেকে বঞ্চিত করল। বিভা সেনগুপ্ত ছিলেন সেই বিরল প্রজন্মের রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী, যাঁরা গানকে কেবল পেশা বা পরিবেশনা হিসেবে গ্রহণ করেননি, বরং রবীন্দ্রনাথের গানকে জীবনের পরম উপাসনা ও অস্তিত্বের অংশ করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপির প্রতি নিখুঁত আনুগত্য, শুদ্ধ উচ্চারণ, ভাব ও সুরের গভীর প্রকাশ এবং গম্ভীর গায়কী শৈলী ছিল তাঁর সাংগীতিক পরিচয়ের মূল স্তম্ভ। শান্তি নিকেতনী ঘরানার মার্জিত রূপ ও ঐতিহ্যকে তিনি আজীবন আগলে রেখেছিলেন। সঙ্গীত পরিবেশনার পাশাপাশি সঙ্গীতশিক্ষিকা হিসেবেও তাঁর অবদান অতুলনীয়। বহু দশক ধরে হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে তিনি রবীন্দ্রসংগীতের সঠিক ব্যাকরণ, উচ্চারণ এবং নান্দনিক মূলবোধ শিক্ষা দিয়েছেন। বহু তরুণ ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পী তাঁরই শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আজ সঙ্গীত জগতে নিজস্ব পরিচয় গড়ে তুলেছেন। দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ সাংগীতিক জীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভা সেনগুপ্ত লাভ করেছেন বহু সম্মান ও পুরস্কার। তাঁর উল্লেখযোগ্য

পুরস্কার ও সম্মাননার তালিকায় রয়েছে।সুদীর্ঘকাল রবীন্দ্রসংগীত চর্চা ও প্রসারে বিশেষ অবদানের জন্য সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার জাতীয় সম্মাননা লাভ করেন।রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে ও সঙ্গীতশিক্ষায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রাজ্য সরকারের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি পুরস্কার অর্জন করেন। রবীন্দ্রসংগীতের ধারাকে বিশ্বস্তভাবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কৃতিত্বের জন্য দেওয়া ট্যেগোর রত্ন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বিশেষ সাংগীতিক সম্মান প্রদান করা হয়। নানান মর্যাদাপূর্ণ সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রদত্ত সঙ্গীত সাধনায় সমগ্র জীবন উৎসর্গ করার সর্বজনীন স্বীকৃতিতে লাভ করেন তিনি। বিভা সেনগুপ্তের প্রয়াণ, বাংলা সাংস্কৃতিক জগতের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি রবিঠাকুরের সুর ও বাণীকে হৃদয়ে ধারণ করে গেছেন। তাঁর সুরের মূর্ছনা এবং শিক্ষাদানের সুমহান ঐতিহ্য তাঁর অগণিত ছাত্রছাত্রী ও রবীন্দ্রসংগীতপ্রেমীদের মাঝে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।

## ১৩ নভেম্বর প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির মূর্তি উন্মোচন, আমন্ত্রণ মমতা-বিমান-শিশির-সৌগতদের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৬ অক্টোবর ঃপ্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির স্মৃতিতে কলকাতায় তৈরি হওয়া তাঁর বহু প্রতীক্ষিত মূর্তি আগামী ১৩ নভেম্বর, ভাইফোঁটার পরের দিন, উন্মোচন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রিয়রঞ্জনের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের পাশাপাশি সংস্কৃতি ও ক্রীড়াজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের আমন্ত্রণ জানানোর পরিকল্পনা রয়েছে। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমান রাজনৈতিক বিভাজনের বাইরে প্রিয়রঞ্জনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এই অনুষ্ঠানকে ' রাখার ভাবনা রয়েছে। প্রস্তাবিত অতিথি তালিকায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়, প্রাক্তন সাংসদ শিশির অধিকারী, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়, বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। কংগ্রেস, বাম, তৃণমূল ও বিজেপির সঙ্গে যুক্ত প্রিয়রঞ্জনের অনুরাগী ও ঘনিষ্ঠদেরও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি সংস্কৃতি ও ক্রীড়াজগতের একাধিক পরিচিত মুখকেও অনুষ্ঠানে দেখা যেতে পারে।

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer (Civil)/Br-III/KMC** invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following works :-

**1. NIT No. : KMC/EE-III/29/2/26-27/US (1st Call)** Name of work : **Repair of Uttaran Sanitary Latrine at 45/H/6, 47D Canal East Road, 41/1, 103 N.N Road, 14 Chamru Singh Lane and others Uttaran Places in Ward No.29.** Estimated Cost : **Rs.2,89,914.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **28.10.2026 upto 12 noon.** Date and Time of opening of Tender : **30.10.2026 on or after 12 noon.** The bid forms and other details shall be available on and from **06.10.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

**2. NIT No. : KMC/EE-III/33/14/26-27/US (1st Call)** Name of work : **Repairing of sewer line at 91, 93 B.M. Road, 24 R.M.D.G. Lane, 45 C.P. Road, 100 S.S. Road and different Uttaran Location in Ward No.033.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,94,246.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **27.10.2026 upto 12 noon.** Date and Time of opening of Bid : **29.10.2026 after 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **06.10.2026 - 5 p.m.** from the website **https://wbetender.nic.in**

**3. NIT No. : KMC/EE-III/014/11/26-27 (1st Call)** Name of work : **Restoration of Paver Block passage at 16/1/1/41/11, B.B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No.14 Excavated by C.E.S.C.** Estimated Cost : **Rs.2,98,848.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

**4. NIT No. : KMC/EE-III/014/14/26-27 (1st Call)** Name of work : **Repairing of Asphaltum Road surface and concrete, I.P.S Passage at 15/8/1, M.P. Road, 39/2/A, B.B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No.14 disturbed by C.E.S.C.** Estimated Cost : **Rs.3,64,266.00.** Earnest Money : **Rs.7,500.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **27.10.2026 upto 12 noon (for Sl.No.3 & 4).** Date and Time of opening of Tender : **29.10.2026 on or after 12 noon (for Sl.No.3 & 4).** The bid forms and other details are available on and from **06.10.2026 - 12 noon (for Sl.No.3 & 4)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.3 & 4).**

The **Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

**1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/019/10/2026-2027/UTTARAN** Name of work : **Repairing of Uttaran Toilet and Privies at 2,9,6, Sen Lane, 5 Nather Bagan Lane, 15, 17, 18 Beniatola Street etc. in Ward No.19.** Estimated Cost (Including GST & CESS : **Rs.2,26,066.12.** Earnest Money : **Rs.4,600.00.** Period of Completion : **45 Days.**

**2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/018/07/2026-2027** Name of work : **Repairing of Labour Quarter at P-68 Durga Charan Mtira Street in Ward No.18.** Estimated Cost (Including GST & CESS : **Rs.2,84,766.31.** Earnest Money : **Rs.5,700.00.** Period of Completion : **30 Days.**

**3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/016/19/2025-2026/UTTARAN** Name of work : **Repairing of Uttaran Sewer Line, PITS, C.P. at 19, Goabagan Street, 153 APC Road, 32/2 Sahitya Parishad Street etc. in Ward No.16.** Estimated Cost (Including GST & CESS : **Rs.2,11,523.59.** Earnest Money : **Rs.4,300.00.** Period of Completion : **21 Days.** Last date and time of submission of Bid : **27.10.2026 upto 11 a.m. (for Sl.No.1 to 3).** Bid will be opened on : **29.10.2026 at 11 a.m. (for Sl.No.1 to 3).** The Bid forms and other details are available on and from **06.10.2026 at 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 3).**

The **Executive Engineer (Civil)/Br-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

**1. NIT No. : KMC/EEC/I/005/12/2026-2027** Name of work : **Repairing of IPS passage and footpath at 1/8, 1/10, 2 etc. Nitya Gopal Chatterjee Lane and 3, 12, etc. Khelat Babu Lane and other places in Ward No.005.** Estimated Cost (Including GST & CESS : **Rs.2,50,145.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.**

**2. NIT No. : KMC/EEC/I/007/04/2026-2027** Name of work : **Infrastructural overhauling of Community Kitchen II, KMC located at 78/1, Baghbazar Street in Ward No.007, Br-I.** Estimated Cost (Including GST & CESS : **Rs.4,95,868.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

**3. NIT No. : KMC/EEC/I/007/10/2026-2027** Name of work : **Painting of Kerbs along with relaying at Pashupati Bose Lane, Gopi Mohon Dutta Lane etc. in Ward No.007.** Estimated Cost (Including GST & CESS : **Rs.2,26,497.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **15 Days.**

**4. NIT No. : KMC/EEC/I/008/16/2026-2027** Name of work : **Painting of Kerbs along with relaying at DC Banerjee Street, Shyam Square etc. in Ward No.008.** Estimated Cost (Including GST & CESS : **Rs.2,29,463.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **15 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **02.11.2026 - 1 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** Tender will be opened on : **04.11.2026 - 1 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **09.10.2026 - 6 p.m. (for Sl.No.1 to 4)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 4).**

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

**1. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/124/013/26-27/2nd Call** Name of work : **Improvement of Road by laying Jhama and Hot-Mix at M.G. Road bye lane, near Sacred Heart Church in Ward No.124, under Br-XVI.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,91,912.58.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

**2. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/124/017/26-27** Name of work : **Development of C.C. Road at Gournagar Bye Lane, Jyotirmoy Nagar Bye Lane near Pre.No.196, 117B, & 11/3 in Ward No.124.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,29,926.34.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

**3. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/008/26-27/UTTARAN/2ND CALL** Name of work : **Maint. of road with C.Conc. at 22 Bigha Road Bye Lane slum area near Pre.No.23/29/4, 23/33 etc. in Ward No.143.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.1,77,194.32.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

**4. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/014/26-27/UTTARAN** Name of work : **Maint. of road with C.Conc. at 12 Feet Bye Lane Road Slum Area near Pre.No.39/2/3/3, 39/23/4/2 etc. in Ward No.143.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,85,099.67.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

**5. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/015/26-27** Name of work : **Maint. of surface drain at Satyen Park near Pre.No.A6/2 in Ward No.143.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.2,99,349.65.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 14.10.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 to 5).** The Tender will be opened on : **27.10.2026 - 12 noon (for Sl.No.1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **06.10.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 to 5)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 5).**

The **Executive Engineer (Civil), Br-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-

**NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/042/07/2026-2027** Name of work : **Repairing of stone sets footpath at Raja Woodmunt Street and surrounding areas in Ward No.042.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,86,947.14.** Earnest Money : **Rs.5,800.00.** Period of Completion : **60 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **28.10.2026 - 11 a.m.** Date and Time of opening of Tender : **30.10.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **06.10.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

**CORRIGENDUM**

**NIT No. : LTG/XIV/11/26-27/127** published in this newspaper on **30/09/2026 (Key No.553/26-27) of Electrical/Lighting/Z-V Department (for Sl.No.3).** NIT No. will be read as **LTG/XIV/13/26-27/127/UTTARAN** instead of NIT No.LTG/XIV/11/26-27/127. All other terms and condition remain unchanged.

**584 / 26-27**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩০৭ সংখ্যা, বুধবার , ১৯ আশ্বিন, ১৪৩৩

## শোভাবাজার রাজবাড়ি

শোভাবাজার রাজবাটির দুর্গোৎসবের শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ সম্বলিত সংবিধানকার মহামহোপাধ্যায় ছিলেন শ্রী জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, তিনি স্মৃতি পঞ্চানন ও । তবে তদানীন্তন ভারতবর্ষে সমধিক খ্যাতিলাভ করেছিলেন তর্কপঞ্চানন হিসাবে । একইসাথে মহারাজা নবকৃষ্ণের রাজদরবারে তিনি সভাপন্ডিতের আসনে আসীন ছিলেন, বৃত ছিলেন প্রধান পুরোহিতের গুরুত্বপূর্ণ আসনে। এই বাটির সংবিধান অনুযায়ী পদাধিকার বলে সভাপন্ডিতই প্রধান পুরোহিত বা পূজক। বঙ্গদেশ হ'ল স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন শাসিত। তাই রঘুনন্দনের দুর্গোৎসব তত্ত্বের বিধানের বাস্তব রূপ দেখা যায় এখানে। বৃহন্নন্দিকেশর পুরানের মতে শোভাবাজার রাজবাটির পুজো। দুর্গা পুজো উপলক্ষে সাতটি কল্পের কথা উল্লেখ করেছেন স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন তাঁর দুর্গোৎসব তত্ত্বে । ১) কৃষ্ণ নবম্যাদি, কৃষ্ণানবমী থেকে মহানবমী। ২) প্রতিপদাদি, শুক্লপ্রতিপদ থেকে মহানবমী। ৩) ষষ্ঠ্যাদি, শুক্লাষষ্ঠি থেকে মহানবমী। ৪) সপ্তম্যাদি, শুক্লাসপ্তমী থেকে মহানবমী। ৫) মহাষ্টম্যাদি, মহাষ্টমী থেকে মহানবমী । ৬) কেবল মহাষ্টমী। ৭) কেবল মহানবমী। মহারাজা নবকৃষ্ণ চেয়েছিলেন মহাপুজো মহাপুজোর মতোই হবে শাস্ত্রের নির্দেশমত। আর তাই কল্প হবে প্রথম কল্প কৃষ্ণা নবম্যাদি। উল্লেখ্য এই কল্পে কতিপয় পুজো হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি। তারপর তর্কপঞ্চানন মহারাজা কে বলেছিলেন রঘুনন্দন তাঁর তিথিতত্ত্বে স্কন্দ ও ভবিষ্যপুরান থেকে উদ্ধৃত করেন দুর্গাপুজো তিন প্রকার সাত্ত্বিক, রাজসী এবং তামসী। মহারাজা নবকৃষ্ণ সাত্ত্বিক রীতিতেই মায়ের পুজো করতে চান এই রীতিমতে সাত্ত্বিক হ'ল জপ নিরামিষ নৈবেদ্য ও ভোগ, দেবী মাহাত্ম্য (চন্ডী) সহ আনুষাঙ্গিক গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি। এবং তখনই ঠিক হয় এই পুজোর পূজক হবেন স্মার্ত অর্থাৎ স্মৃতি (ধর্ম) শাস্ত্রের পন্ডিত। আর তন্ত্রধারক হবেন নৈয়ায়িক অর্থাৎ ন্যায় (ন্যায়-তর্ক প্রভৃতি দর্শন) শাস্ত্রের পন্ডিত। প্রথম কল্প (কৃষ্ণ নবম্যাদি) অনুসারে শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গা পুজো শুরু হয় কৃষ্ণানবমীর দিন থেকে এবং সাত্ত্বিক রীতি মেনে। ঐ দিন মা চন্ডি মন্ডপ এবং ঘট স্থাপন করে নবমী অব্দি দুবেলা পুজো এবং আরতি হয় প্রতিমা পুজোর পূর্বে। এছাড়া ঠাকুরদালানে ঐ দিন থেকেই মায়ের বোধন শুরু হয়ে যায়। দেবীর বোধন উপলক্ষ্যে ১০ জন ব্রতী চন্ডীপাঠক ( এর মধ্যে ৫ জন ব্রতী ২০ বার করে ১০০ বার আর বাকি ৫ জন ব্রতী ২২ বার করে ১১০ বার মোট ২১০ বার চন্ডীপাঠ করেন ১৫ তিথিতে)। ১ জন ঋগ্বেদপাঠক, ১ জন যজুর্বেদ পাঠক, ১ জন দেবীসুক্ত ও শ্রীসুক্ত পাঠক, ১ জন বাল্মিকী রামায়ন পাঠক, ১ জন দুর্গা নাম এক লক্ষবার পাঠক, ১ জন মধুসূদন নাম দশহাজার বার জপ পাঠ করেন ঠাকুর দালানে দেবীর আগমনি হেতু। এই ব্যাপারে উল্লেখ্য শোভাবাজার রাজবাড়ির নিজস্ব পুঁথি বাল্মিকী রামায়ন যার বয়স দুইশত উনসত্তর বৎসর তা পাঠ করা হয়। বোধন পুজো শেষ হলে একশ আটজন ব্রাহ্মণ পন্ডিতকে দেওয়া হয় প্রণামী। ব্রতিদের একাদশীতে দেওয়া হয় হবিষ্যান্ন বাবদ টাকা।

## ভারতের গান্ধি বুড়ি

স্বাধীনতা সংগ্রামী, বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা গান্ধি বুড়ি নামে খ্যাত। ১৯৩০ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে শুরু হল লবণ সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলন। দেশবাসীর পক্ষে সমুদ্র-জল থেকে লবণ সংগ্রহ করা তখন বেআইনি ছিল। দেশের যে যে জায়গায় লবণ তৈরির সুযোগ ছিল সত্যাগ্রহীরা সেইসব জায়গায় লবণ তৈরি করে আইন-অমান্য করতে লাগলেন। মেদিনীপুরের কাঁথিতেই প্রথম লবণ তৈরি শুরু হল। খবর পেয়েই পুলিশ গ্রামে ঢুকল। ঘর-বাড়ি সব জ্বালিয়ে দিল। নানান অত্যাচার শুরু করে দিল। তবুও মেদিনীপুর শায়েস্তা হল না। শাসককুল চাইল লবণ তৈরির একচেটিয়া অধিকার তাদের হাতে থাকুক। কিন্তু দেশের মানুষ চাইল লবণ তৈরির ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা। আন্দোলনে মাতঙ্গিনীও ঝাঁপিয়ে পড়লেন। 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে আলিনান গ্রামের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। খবর পেয়েই পুলিশ এল। মাতঙ্গিনী গ্রেপ্তার হলেন। সঙ্গে রইলেন অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকরাও। তাঁরাও গ্রেপ্তার হলেন। এ দুর্ভোগ অবশ্য বেশিক্ষণ সইতে হয়নি। কিছুটা পথ হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে মাতঙ্গিনীকে ছেড়ে দেওয়া হল। পরবর্তী ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৩৪/৩৫ সালে। অবিভক্ত বাংলার লাটসাহেব মি. অ্যান্ডারসন গোঁ ধরেছেন তমলুকে দরবার করবেন। হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। মেদিনীপুরের বরাবরই রয়েছে বৈপ্লবিক ঐতিহ্য। মেদিনীপুরবাসীরা তাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লাটসাহেবকে এই দরবার করতে দেবে না। মেদিনীপুরবাসীরা দেখিয়ে দিতে চায় যে তারা আর কিছুতেই ইংরেজদের গোলামি করতে রাজি নয়। এদিকে ইংরেজ সরকারও তাদের সংকল্পে অটল। সুতরাং সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল। লাটসাহেব এলেন জেদের বশে। তমলুকে দরবার তিনি করবেনই। দরবার বসার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। কে তোয়াক্কা করে কয়েকটা কালো নেটিভের প্রতিবাদের। পুলিশ ও প্রশাসনের মনোভাব অনেকটা একই রকমের। এমন সময় হাজার কণ্ঠে ধ্বনি উঠল 'লাটসাহেব তুমি ফিরে যাও- ফিরে যাও। তোমার কোন কথা আমরা শুনতে রাজি নই। ঢের হয়েছে। তোমাদের দাসত্ব আর আমরা সহ্য করতে পারছি না। আমরা চাই তোমাদের হাত থেকে মুক্তি। বন্ধ করো তোমাদের শোষণ ও লুণ্ঠন। বন্ধ করো তোমাদের পুলিশি জুলুম। লাটসাহেব তুমি ফিরে যাও।' আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল, বন্দে মাতরম, ধ্বনিতে। শোভাযাত্রার পুরোভাগেই ছিলেন-মাতঙ্গিনী। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করল। এবার কিন্তু তাঁকে আর এমনিতে ছেড়ে দেওয়া হল না।

## শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন, মাতৃধর্ম পালন করাই হচ্ছে সন্তানদের মুখ্য কর্তব্য। মাতৃধর্মটা কি? আসলে সেটাকে আগে জানতে হবে। মাতৃধর্ম হচ্ছে সত্য পথে চলা। সত্য কথা বলা। এটা হচেছ প্রাথমিক শর্ত। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে। শ্রীকৃষ্ণ বহু স্থানে কূটকৌশল অবলম্বন করে পরাস্ত করেন বিরোধী শক্তিকে যে শক্তি সেই সময়ে মানবতা বিরোধী ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মানবতার প্রতীক। তিনি মানুষের স্বাধীন চিন্তার করার অধিকারকে স্থান দিয়েছিলেন। স্বাধীনভাবে জীবন যাপন কর।

## বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। বেলুড় মঠে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তার এটা কারণ হচ্ছে মাতৃপুজো।

# দেশপ্রেমিক মেঘনাদ সাহা বিশ্ব বিজ্ঞানী

**অনিকেত নস্কর**

বিশ্বনন্দিত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা (জন্মঃ- ৬ অক্টোবর, ১৮৯৩ সালে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়েছে। লর্ড কার্জনের বাংলা ভাঙার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নানারকম আন্দোলন চলছে দেশব্যাপী। একদিন স্কুলে যাবার পর অনেকের সাথে মেঘনাদকেও আলাদা করে লাইনে দাঁড় করানো হল। তাদের অপরাধ , তারা খালি পায়ে স্কুলে এসেছে। মেঘনাদের জুতো কেনার টাকা নেই। সে খালি পায়েই স্কুলে আসে প্রতিদিন। কিন্তু সেদিনটা ছিল অন্যরকম। বাংলার গভর্নর ফুলারের আগমণ উপলক্ষে ঢাকায় ছাত্ররা প্রতিবাদ-মিছিল বের করেছে। পায়ে জুতো না-পরাটাও ছিল প্রতিবাদের অংশ। কলেজিয়েট স্কুলে খালি-পায়ের ছেলেদের ধরে শাস্তির ব্যবস্থা করা হল। অনেকের সাথে মেঘনাদকেও স্কুল থেকে বহিস্কার করা হল। বাতিল করা হল তার বৃত্তি।

১৯২০ সালে philosophical Magazin -এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধ-এ মেঘনাদ সাহা যে সমীকরণ দেন, তা পরবর্তী কালে Saha Ionization Equation হিসেবে পরিচিত হয়েছে। সাহা ধরে নেন সূর্যের মধ্যে উচ্চ তাপমাত্রার জন্য পরমাণুরা আয়ন ও ইলেকট্রনে ভেঙে যায় এবং একই সঙ্গে আয়ন ও ইলেকট্রন যুক্ত হয়ে পরমাণু গঠন করে। এই দুই বিক্রিয়া তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকে। সাহার গবেষণার বৈশিষ্ট্য হল যে চিরায়ত তাপগতিবিদ্যা ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে দেখান পরমাণুর আয়নন বিভব Sionization potential এখানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কোনো পরমাণুকে আয়ন ও ইলেকট্রনে ভাঙতে গেলে যে পরিমাণ শক্তি দিতে হয়, তাকে বলে আয়নন বিভব।

সমীকরণ থেকে সাহা দেখাতে পারলেন যে সূর্যের বর্ণমণ্ডলে তাপমাত্রা, চাপ ও অন্যান্য ভৌত অবস্থা এমন যে সেখানে সমস্ত ক্যালসিয়াম পরমাণু একটি করে ইলেকট্রন ছেড়ে আয়নিত হয়ে যায়। আবার কেন্দ্রের আরো কাছের আলোকমণ্ডলে তাপমাত্রা বেশী বটে, কিন্তু চাপও অনেক বেশী। তাই সেখানে ক্যালসিয়াম পরমাণুর ইলেকট্রন ছাড়ার সম্ভাবনা কম। ফলে আলোকমণ্ডলের বর্ণালীতে নিস্তড়িৎ ক্যালসিয়াম পরমাণুর এবং বর্ণমণ্ডলে আয়নের চিহ্ন দেখার সম্ভাবনা বেশি।

সাহার গবেষণা আরো এক সমস্যার সমাধান করলো। সূর্যে রুবিডিয়াম, সিজিয়াম ইত্যাদি ধাতুর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সাহা বললেন, এদের আয়নন বিভব কম, তাই এরা সহজে আয়নিত হয়ে যায়। কোন মৌলের আয়ন যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে তা ঐ মৌলের পরমাণুর থেকে আলাদা। আয়নিত হয়নি এমন অবস্থায় ঐ মৌলের পরমাণুর চিহ্ন পেতে হলে অপেক্ষাকৃত শীতল অঞ্চলে দেখ তে হবে। সৌর কলঙ্কের তাপমাত্রা কম, তাই সেখান থেকে আসা আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করলে রুবিডিয়ামের চিহ্ন পাওয়া যাবে। অচিরেই দেখা গেল সাহার কথা ঠিক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী হেনরি নরিস রাসেল সৌরকলঙ্কের বর্ণালীতে রুবিডিয়ামকে খুঁজে পেলেন।

সাহা এই সময় অপর একটি গবেষণা পত্র প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। এর অল্প পরেই তিনি ইংল্যান্ডে আলফ্রেড ফাউলারের ল্যাবরেটরিতে যান। ফাউলারের পরামর্শে তিনি গবেষণাপত্রটি নতুন করে লেখেন। বিদেশের পরীক্ষাগারে কাজ করার সুবাদে সাম্প্রতিকতম তথ্য ব্যবহারের সুযোগ তিনি পান। তার ফলে মূল তত্ত্বটি অপরিবর্তিত থাকলেও প্রবন্ধটির মানের অনেক উন্নতি ঘটে। এটিও তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজের মধ্যে অন্যতম।

সমগ্র বিজ্ঞানের জগতে আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে উঠেছে যে ক'জন মানুষের মৌলিক তত্ত্বের ওপর , অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা তাঁদের অন্যতম। তার আবিস্কৃত সাহা আয়োনাই জেসন সমীকরণ নক্ষত্রের রাসায়নিক ও ভৌত ধর্মাবলী ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হয়। ১৯২০ সালে মেঘনাদ সাহার তাপীয় আয়নায়নের সমীকরণ (আয়নাই জেশান ইকুয়েশান) প্রকাশিত হবার পর থেকে জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে যত গবেষণা হয়েছে তাদের প্রায় সবগুলোই এই সমীকরণ দ্বারা প্রভাবিত। নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী আর্নল্ড সামার ফেল্ড, নীল্স বোর, ম্যাক্স বর্ন, আলবার্ট আইনস্টাইন, আর্থার এডিংটন, এনরিকো ফার্মি, আর্থার কম্পটন প্রমুখ দিকপাল মুগ্ধতার সাথে স্বীকার করেছেন মেঘনাদ সাহার অনন্য প্রতিভার কথা। গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে রয়েল সোসাইটির ফেলোশিপ পাবার পাশাপাশি মেঘনাদ সাহা নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন চার বার। দেশে নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান পড়ানো শুরু হয়েছে মেঘনাদ সাহার হাতে। নিরলস চেষ্টা ও পরিশ্রমে গড়ে তুলেছেন ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স, ইন্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি, ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশান , সবগুলো সংগঠনই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে। বাংলাদেশ ও ভারতের বিশ্ব বিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষার্থী দের প্রায় সবাই মেঘনাদ সাহার 'টেক্সট বুক অব হিট' বইটা পড়েছেন। মেঘনাদ সাহা মূলত পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না। তিনি বিএসসি ও এমএসসি পাশ করেছেন মিশ্র গণিতে। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় পদার্থবিজ্ঞান শুধু শিখেছেন তাই নয় , ক্রমশঃ পৌঁছে গেছেন এই বিষয়ের শিখরে। উপমহাদেশে প্রথম সাইক্লোট্রন স্থাপিত হয় মেঘনাদ সাহার প্রচেষ্টায়। অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার পরও থেমে থাকেন নি তিনি। সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করার লক্ষ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করে গেছেন তিনি। দরিদ্র অশিক্ষিত মা-বাবার সন্তান হয়েও মেধা, পরিশ্রম ও নিষ্ঠার জোরে একজন মানুষ যে কত বড় হয়ে উঠতে পারেন মেঘনাদ সাহা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। মেঘনাদ সাহার জন্ম ঢাকার কাছে শ্যাওড়াতলী গ্রামে। গরীব ঘরে জন্ম তার। গ্রামের দরিদ্র মুদিদোকানী জগন্নাথ সাহা ও ভুবনেশ্বরী দেবীর ঘরে মেঘনাদের জন্ম। ভীষণ ঝড়বৃষ্টির মধ্যে জন্মেছিলেন বলে ঠাকুরমা নাম রেখেছিলেন মেঘ নাথ। পরে স্কুলে যাবার সময় নাম বদলে মেঘনাদ করা হয়। আট ভাই-বোনের মধ্যে মেঘনাদ পঞ্চম। ছয় বছর বয়সে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করানোর পাশাপাশি মেঘনাদকে দোকানে নিজের পাশে বসিয়ে কাজও শেখাতে শুরু করলেন বাবা জগন্নাথ সাহা । তিনি জানেন তাঁর ছেলেদেরকে এই দোকান চালি য়েই ভরণপোষণ চালাতে হবে। তাই ছেলে যদি স্কুলে সামান্য একটু পড়তে এবং ছোটখাট হিসেব করতে শিখে তাতেই কাজ চলবে। কিন্তু দোকানে মন বসে না মেঘ নাদের, মন পড়ে থাকে স্কুলের বইতে, অংকের খাতাতে। মেঘনাদের প্রতিভায় মুগ্ধ প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকেরা। প্রাইমারি স্কুলের পড়াশোনা শেষ হবার পর তাঁরা মেঘনাদের বাবাকে অনুরোধ করলেন মেঘনাদের লেখাপড়া বন্ধ না করতে। কিন্তু বাবা ভাবলেন- অনেক হয়েছে, আর পড়াশোনার দরকার নেই। এবার পুরোপুরি দোকানে বসুক। বড়ছেলে জয় নাথকে হাইস্কুল পর্যন্ত পড়িয়ে অনেক শিক্ষা হয়েছে তাঁর। মাধ্যমিক-ই পাশ করতে পারলো না ছেলোটা। মাঝখান থেকে অতগুলো টাকা গচ্চা গেল। ম্যাট্রিক ফেল করে ছেলে এখন জুট মিলে কাজ করে মাসে বিশ টাকা পায়। সংসারের কী লাভ হল তাতে? জগন্নাথ সাহা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন, মেঘনাদকে আর পড়াবেন না।

কিন্তু মেঘনাদের চেয়ে তেরো বছরের বড় দাদা জয়নাথ ভাইয়ের কষ্টে চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি শিমুলিয়া গ্রামে গিয়ে সেখানকার অবস্থাপন্ন কবিরাজ অনন্ত কুমার দাসের হাতে পায়ে ধরে মেঘনাদকে তাঁর বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। কবিরাজবাবু দয়ালু মানুষ। মেঘ নাদকে বাড়িতে রাখতে রাজী হলেন। থাকা খাওয়ার জন্য কোন টাকা-পয়সা দিতে হবে না। কবিরাজবাবু যে তাকে বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন তাতেই সে কৃতজ্ঞ। মন দিয়ে লেখাপড়া করলো মেঘনাদ। নিম্ন-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সমগ্র ঢাকা জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে সরকার থেকে মাসিক চার টাকা বৃত্তি পেল মেঘনাদ। এবার বাড়ি থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে কোন আপত্তি করলেন না মেঘনাদের বাবা। দেশপ্রেমিক মেঘনাদ বিশ্ব বিজ্ঞানী হলেন। বাঙালির জয়যাত্রা হল

## গুসকরার চোংদার পরিবারের বনেদি দুর্গা পুজোর কাহিনী

**চিত্তজিৎ দত্ত**

বিভিন্ন বনেদি যে দুর্গাপুজো হয় সেই পুজোতে এমন সব আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে তার সাথে পুজোর আচার অনুষ্ঠানের কোনো সঙ্গতি নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্মের বা ধর্মাচরণের কোনো সম্পর্ক নেই।

পূর্ব বর্ধমান জেলার গুসকরা। সেখানে গুসকরা চোংদার জমিদার বাড়িতে প্রতি বছর দশমীর পুজোর পর অনুষ্ঠিত হয় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম, আজ থেকে বহু বছর আগে, কত বছর আগে তা বলতে পারলেন না, এই পরিবারের এক পূর্বপুরুষ চতুর্ভুজ চোংদার, যিনি এই বাড়ির দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন, তিনি কোনো এক বছরে দশমীর দিন ঠাকুরদালানে মারা যান। তার মৃত্যু সংবাদ শুনে তার স্ত্রী বিদ্যাধরী দেবী ঠাকুরদালানে এসে তার স্বামীকে মৃত অবস্থায় দেখে তিনিও মারা যান।

পুজোর পর নিয়মমাফিক তাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়। তার পরের বছর থেকেই শুরু হয় দশমীর পুজোর পরে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। এছাড়া দশমীর দিন আরো একটা নিয়ম পালিত হয়, যেটা কোনো বাড়িতেই হয় না। সেটা হল, দশমীর পুজোতে ঘটের বিসর্জন হয় না, হয় ঘটের আবাহন। প্রথা মেনে পুজোর পর সেই ঘট রেখে দেওয়া হয় পরের বছর যষ্ঠী পর্যন্ত, তাদের কুলদেবতা ভৈরবনাথের ঘরে। সেইদিন পুরোনো ঘট বিসর্জন দিয়ে নতুন ঘট পাতা হয়।

এই চোংদার পরিবার কবে গুসকরায় এসেছিলেন তা কেউ বলতে পারেন না। শোনা যায় আজ থেকে হাজার বছর আগে চোংদার পরিবার চট্টগ্রাম থেকে গুসকরায় চলে আসেন। তাদের আদি পদবী ছিল চট্টোপাধ্যায়। ব্রাহ্মণ পরিবার। তাদের কোনো এক পূর্বপুরুষ কোনো এক রাজার প্রধান সেনাপতি পদ লাভ করে চোংদার উপাধি লাভ করেন। সেই থেকে তাদের পদবী হয়ে যায় চোংদার। আবার কারো মতে এই পরিবারের পূর্বপুরুষরা ছিলেন বর্ধমানের মহারাজার রাজকর্মচারী। তাদের কর্মদক্ষতা, বিশ্বাসযোগ্যতায় খুশি বর্ধমানের মহারাজা তাদের জমিদারী প্রদান করেছিলেন।

গুসকরায় চোংদার পরিবারে দুর্গাপুজো কবে শুরু হয়েছিল তা কেউই সঠিক ভাবে বলতে পারেন না। কেউ বলেন ৪০০ বছর আগে, কেউ বলেন ৫০০ বছর আগে। তবে দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন চতুর্ভুজ চোংদার এবং তার স্ত্রী বিদ্যাধরী দেবী। তাও কত বছর আগে তা পরিবারের সদস্যদের অজানা।

প্রথম মাতৃ আরাধনা শুরু হয়েছিল পর্ণকুটিরে। এখন প্রাসাদোপম বাড়িতে উঁচু ভিতের ওপর সারি সারি সুউচ্চ গোলাকার থাম শোভিত যে চকমিলান ঠাকুরদালান, তা তৈরী হয় অনেক পরে। থামগুলো এককালে সাদা ছিলো, পরিবারের এক সদস্যের মুখ থেকে শুনলাম। কালের ছায়ায় তা এখন ধূসর, ফ্যাকাসে। তবে থামের গা গুলো এখনো খুব মসৃন। তিনি বলছিলেন, পঙ্খের কাজ যেভাবে হয়, প্রায় সেইরকম ভাবেই থামগুলোর গায়ে তা করা হয়েছিল। এবং তেলতেলে পালিশ করা হয়েছিল। সেই সদস্য থামের গায়ে হাত বুলিয়ে তা দেখালেন। তিনি আরো বললেন যে, এইভাবেই কলকাতার রাজবাড়িগুলোর থাম গুলো তৈরী হয়েছে। তবে এটা তার শোনা কথা। চোখে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি। এই ঠাকুরদালানের বয়স ১৫০-২০০ বছর হবে বলে মনে হল।

যাইহোক, রথের দিন কাঠামোতে মাটি লাগিয়ে মূর্তি গড়া শুরু হয়। একচালার প্রতিমা। আকারে বেশ বড়ো। বড়ো ঠাকুরদালানের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তা করা হয়। মায়ের সাথে চার সন্তান থাকলেও তাদের সাথে মূল মূর্তির দুইপাশে থাকে জয়া আর বিজয়া মূর্তি। এই বাড়ির মূর্তিতে সরস্বতীর মাথায় মুকুট থাকে না। কারণ তারা সরস্বতীকে, নীল সরস্বতী হিসেবে পুজো করেন। দশমহাবিদ্যার আটটি রূপের এক রূপ হল, দেবী তারা। আগে মহিষ বলি হতো। এখন সেসব বন্ধ । এখন আখ, চাল কুমড়ো, শসা ইত্যাদি বলি হয়।

মাকে রোজ অন্নভোগ দেওয়া হয়। রাতে আরতির পরে শীতলভোগ। পুজোতে বাড়ির পুরুষ সদস্যরা সব কাজ করলেও ভোগ রান্না করেন মহিলারা। দুপুরে অন্ন, ডাল, তার সাথে পাঁচ রকম ভাজা, দুরকম তরকারি, মাছের টক ও পায়েস মাকে ভোগ হিসেবে দেওয়া হয়। অষ্টমীতে মাকে দেওয়া হয় খিচুড়ি। আর রাতে লুচি, ডাল, পায়েস, নারকেলের নাড়ু, ক্ষীর প্রভৃতি।

এই বাড়িতে অষ্টমী পুজোর পর কুমারী পুজোর চল আছে। তবে তার জন্য আগে থাকতে কাউকে নির্দিষ্ট করা থাকে না। পুজোর সময় ঠাকুরদালানে আসা যে কোনো একজন মেয়েকে বেছে নেওয়া হয়, কুমারী পুজোর জন্য। তবে সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ বিচার করা হয় না। এটা ওনাদের পারিবারিক ঐতিহ্য। বহু বছর ধরে পালিত হয়ে আসছে এই প্রথা। পুজোর কটাদিন একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে, তাকে কাঁচের চিমনি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। যাতে তা কোনোমতেই নিভে না যায়।

আগে সন্ধিপুজো শুরু হতো কামানের গর্জনের মাধ্যমে। পরে তা রূপান্তরিত হয় বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে। পরে তাও বন্ধ হয়ে যায়। দশমীর পুজোর পর হয় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। যা আগেই বলেছি। এখনো পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধায় পালিত হয় সেই অনুষ্ঠান। পুজোতে জমিদারীর সমস্ত গ্রামের প্রজাদের পাত পেড়ে খাওয়ানো হতো। পুজো উপলক্ষে বাড়িতে বসতো কলকাতার নামকরা যাত্রাদল আসতো। বাড়ির পুজো দেখতে আসেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

# ধর্মের নামে নারী নিপীড়ন বন্ধ করেন রাজা রামমোহন

**অভিজিৎ ব্যানার্জি**

ভারতে প্রথম ধর্মের নাম করে নারী নিপীড়ন বন্ধ করেন রাজা রামমোহন রায়। তারপরে এগিয়ে আসেন বিদ্যাসাগর। অতীতে নারীরা কেন বারবণিতা হতেন বা এখন হন? কে তাঁদের এপথে টেনে নামতেন বা এখন নামান? সব নারীই কি ইচ্ছা করে এপথে আসতেন বা আসেন, নাকি সমাজ তাঁদের বিপথগামী করত বা করে? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যই এবিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে আগ্রহী হয়েছিলাম এবং সাফল্যের সাথে সেকাজ শেষ করেছি। প্রাচীন ভারত থেকে শুরু করে বৃটিশ ভারত বিশেষতঃ বৃটিশ আমলের বাংলা পর্যন্ত এই ইতিহাসের পরিধি। আর একাজ করতে গিয়ে যা কিছু খুঁজে পেয়েছি, সেসবের অনেক কিছুই শুধু অতীতের সাথে নয়, এযুগের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রাচীন ভারতের মধ্যে মৌর্যযুগের ইতিহাসে গণিকা বা বারবণিতা বা পতিতাদের সম্পর্কে তথ্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। তাছাড়া প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও দুটি মহাকাব্যেও এবিষয়ে যথেষ্ট উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে বলে দেখা যায়। আর সেসব উপাদান বিশ্লেষণ করলে যেসব তথ্য উঠে আসে, সেগুলো অত্যন্ত চমকপ্রদ। এই পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ ও প্রাচীন সভ্যতা পাওয়া যাবে না, যেখানে অতীতে এই আদিমতম পেশার চিহ্ন ছিল না। বিষয়বস্তু ভারত ও বাংলার ইতিহাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছি, প্রয়োজনের খাতিরে এবিষয়ে অন্যান্য দেশের ইতিহাস নিয়ে যতটুকু আলোচনা করবার দরকার পড়েছে, শুধু সেটুকুই করা হয়েছে। ইতিহাস বলে যে, ভারতে পতিতাবৃত্তির ইতিহাসের ধারা কিন্তু সবসময় এক পথেই চলে নি। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই বৃত্তিরও পথ পরিবর্তন ঘটেছিল। এবিষয়ে মধ্যযুগের ইতিহাসে সবথেকে কম তথ্য পাওয়া যায়। তবে যতটা পাওয়া যায়, সেটাও নেহাত কম কিছু নয়। সেই ইতিহাস স্পষ্টভাবে এটাও দেখিয়ে দেয় যে, তখন কিভাবে নারীরা এই পেশার চক্রব্যূহে প্রবেশ করতেন। আর বৃটিশ যুগে পৌঁছে এই ইতিহাস অত্যন্ত কদর্য হয়ে ওঠে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে যা রাজসিক ছিল, সেটাই আবার বৃটিশ আমলে পৌঁছে একেবারে নোংরা পাঁকে পরিপূর্ণ

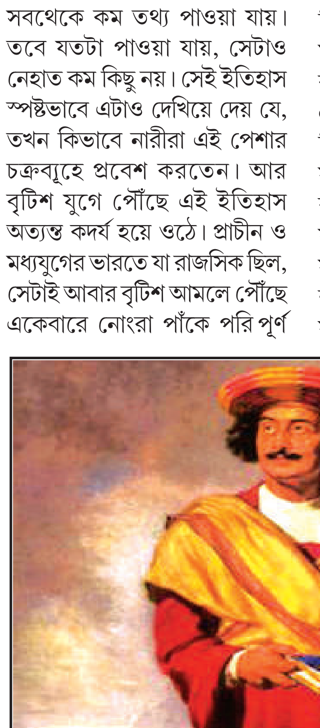

হয়ে উঠেছিল। সামান্য মুদির দোকানের মালিকও তখন বারবনিতার দরজায় হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতো। তবে সেই পাঁকে তখন যে, দু'-চারটে পদ্মফুলও জন্মায়নি;সেকথাও বলা চলে না। গোলাপসুন্দরী, মানদাসুন্দরী, সুকুমারী দেবী, বিনোদিনী, কাননবালা;এঁরা ছিলেন সেসব পদ্মফুল। আরো অনেক পদ্ম হয়ত তখন ফুটে ওঠবার আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মধ্যযুগ থেকে এই ইতিহাসের ধারায় অনেক কিছু যোগ হয়েছিল। এই বৃত্তির পরিপুষ্টি হয়ে ওঠবার পিছনে প্রাচীন ও মধ্যযুগের শাসকরা যেমন অবদান রেখে ছিলেন, তেমনি আধুনিক যুগের মানুষেরাও কম কিছু অবদান রাখেননি। বস্তুতঃ বৃটিশ আমলের ভারতের এমন কিছু দেশীয় শাসকের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়, যাঁদের নারী লালসার সামনে তো প্রাচীন ও মধ্যযুগের শাসকরাও শিশু বলে প্রতিপন্ন হন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ভোগ করবার জন্য নিজেদের হারেমে এত নারী রেখেন যে, তাঁদের চিহ্নিত করবার জন্য নাম নয়, সংখ্যা ব্যবহার করতে হয়েছিল। বাংলার ইতিহাসের ধারার সাথে যাঁরা পরিচিত রয়েছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, আঠারো শতকের মাঝখান থেকে শুরু করে সমগ্র ঊনিশ শতক পর্যন্ত সময়টা বাঙালি সমাজের জন্য অত্যন্ত খারাপ ছিল। সমাজ তখন ব্যাভিচারে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে যেসব ইংরেজরা বাংলায় ছিলেন, তাঁদের নৈতিক চরিত্র যেমন জঘন্য ছিল, তেমনি হিন্দুসমাজও তাঁদের অনুসরণ করে পঙ্কিল কদাচারের হ্রদে অবতীর্ণ হয়। এমনকি মুসলিম সমাজও সেই ব্যাভিচারের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। ইতিহাস বলে যে, একই জায়গায় অনেকগুলো সমাজ পাশাপাশি অবস্থান করলে, এক সমাজের গায়ে আরেক সমাজের ছোঁয়া লাগতে বাধ্য। আর মুসলিম সমাজের সাথেও তখন ঠিক সেটাই ঘটেছিল। নারীর উপরে অত্যাচার, ব্যাভিচার, যথেচ্ছ তালাক, দাসী প্রথা;এসবে তখন কার মুসলিম সমাজ জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি যে মুসলিম সমাজে প্রথম থেকেই বিধবাবিবাহ বৈধ ছিল;সেখানে তখন অনেক জায়গায় বিধবাবিবাহ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ের মুসলিম সমাজের নারীরা এসবের ফল ভুগেছিলেন। ঊনিশ শতকের বাংলার বিভিন্ন সংবাদপত্রে তৎ কালীন মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা এবিষয়ে সোচ্চার হওয়ার জন্য এসবের অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই সেই সমাজ থেকেও নারীরা ছিটকে বেরিয়ে এই বৃত্তিতে ঢুকে যেতে যে বাধ্য হননি; সেকথা কেউ জোর গলায় বলতে পারন না। বস্তুতঃ বৃটিশ আমলের ইতিহাসে মুসলিম পতিতাদের সন্ধানও পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তো আবার বাঈজি হয়েও ক্ষমতার অলিন্দে সদর্পে পদচারণা করতে পেরেছিলেন। আর হিন্দুরা; বাবু সংস্কৃতি, বাঈজি সংস্কৃতি, কুলীন প্রথা, বহুবিবাহ, ভারার মেয়ে;এসবে নিজেদের সমাজের নারীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিলেন। কত ফুলবাবু ও হাফবাবু ভদ্রঘরের কুলবধূদের পর্যন্ত এই পেশায় টেনে নামিয়েছিলেন, সে হিসাব ইতিহাস রাখেনি। বড় দুঃখের ও যন্ত্রণার সেই ইতিহাস। গুরুপ্রসাদী প্রথা তখন কত নারীর সর্বনাশ করে দিয়েছিল;সে হিসাবও ইতিহাসে লেখা নেই। যদিও ঊনিশ শতকের মাঝখান থেকেই বিদ্যা সাগরের প্রচেষ্টায় বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বিধবাদের বিবাহ করবার জন্য তেমন সংখ্যায় পাত্র ছিলেন কোথায়? সেসব দেখে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত সখেদে জানিয়েছিলেন যে; আগে নারীরা সতী হয়ে আগুনে পুড়ে মরতেন, আর এখন বিধবা হয়ে জীবিতাবস্থাতেই পুড়ে মরেন। বাস্তবে তখকার হিন্দুসমাজের বিধবা নারীদের অবস্থা হয়ে গিয়েছিল; হয় আত্মহত্যা করো, আর নয়ত বারবণিতা হও। আর সমকালীন ইউরোপীয় সমাজ? নারীদের নিয়ে ডুয়েল, 'গরমের হাত থেকে বাঁচতে চাও তো কোন দেশীয় নারীকে রক্ষিতা রাখো', নিজেদের সমাজের মেয়েদের নিয়ে মারামারি হতো নারীর সম্ভ্রমের মূল্য ঠিক করে দেওয়া, ভদ্রঘরের দেশীয় নারীদের নিয়ে তো বটেই;এমনকি মেথরানি ঝিদের নিয়ে পর্যন্ত ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়া, যথেচ্ছ গোলামী প্রথা; কিছুই তাঁরা বাদ দেননি। তাই ঊনিশ শতকের পতিতাবৃত্তির সাথে এসব ইতি হাসও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এগুলো সবই ঊনিশ শতকের পতিতাবৃত্তির কারণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেসব নারীরা কি স্বেচ্ছায় এই পেশায় এসেছিলেন? পদস্খলিতা হওয়ার পরে সমাজ কি তাঁদের ফিরিয়ে নেওয়ার কোন উপায় রেখেছিল? সেইসব অভাগিনীরা পতিতাপল্লী ছাড়া অন্য কোথাও জায়গা পাননি। এমনকি যে ব্রাহ্ম সমাজ বাংলার নারীদের শিক্ষা ও স্বাধীনতার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল, তাঁরাও তখন ঘৃণায় এঁদের দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল। বিংশ শতক পর্যন্ত এই একই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। ব্যতিক্রম ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর মত হাতে গোনা কিছু মানুষ; যাঁরা তখন পতিতাদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনবার জন্য লড়াই চালিয়েছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সেযুগের বারনিতাদের অনেকেই নাকি ঠাকুরের আসনে শিবনাথ শাস্ত্রীর ছবি বসিয়েছিলেন। এই ইতিহাস বড় হৃদয়বিদারক।

ভদ্রঘরের বাবুরা তখন নিজেদের ঘরের বৌ ছেড়ে উপপত্নীর কাছেই বেশি থাকতেন। এ ইতিহাস বড় লজ্জার, বড় যন্ত্রণার। আর সেই বাবুদের ঘরের স্ত্রীরা? উত্তর এই পিডিএফ-এ রয়েছে। ঊনিশ শতকের বাংলায় মদ্যপান ও পতিতাবৃত্তি;এ দুটো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। এগুলো তখন সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়। সেকালে মদ্যপান, রক্ষিতা রাখা, বাড়িতে বাঈজি নাচ দেওয়া;এসব 'সিম্বল স্ট্যাটাস' বলে গণ্য হত। তখনকার কলকাতার সব স্থানেই পতিতাপল্লীর দেখা পাওয়া যেত না।

# ওএসিস স্কলারশিপের টাকার দাবিতে উত্তাল ১৮ নম্বর জাতীয় সড়ক! পুরুলিয়ার কাসাই সেতুতে আড়াই ঘণ্টার পথঅবরোধ পড়ুয়াদের

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ৬ অক্টোবর ঃ দীর্ঘদিন ধরে ওএসিস (OASIS) স্কলারশিপের বকেয়া টাকার দাবিতে মঙ্গলবার তীব্র

বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত ছাত্রছাত্রী। বকেয়া স্কলারশিপ দ্রুত মেটানোর দাবিতে পুরুলিয়া- ধানবাদ সংযোগকারী ১৮ নম্বর জাতীয় সড়কের শিমুলিয়া কাসাই নদী সংলগ্ন এলাকায় বিশাল পথঅবরোধ কর্মসূচি পালন করেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। পড়ুয়াদের এই আচমকা অবরোধের জেরে টানা প্রায় আড়াই ঘণ্টা স্তব্ধ হয়ে পড়ে ব্যস্ততম এই জাতীয় সড়ক। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই ওএসিস স্কলারশিপের টাকা না পাওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ জমছিল। মঙ্গলবার সেই জমায়েত ক্ষোভ দাবানলের রূপ নেয়। জেলার একাধিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একজোট হয়ে জাতীয় সড়কের শিমুলিয়া কাসাই নদীর সেতু এলাকায় আড়াই ঘণ্টারও বেশি সময় অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় বসে স্লোগান দিতে শুরু করলে জাতীয় সড়কে যান চলাচল পুরোপুরি ঠপ হয়ে যায়। ব্যস্ততম জাতীয় সড়ক দীর্ঘক্ষণ স্তব্ধ থাকায় চরম বিপাকে পড়েন আমজনতা। রাস্তার দুই পাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শত শত বাস, ট্রাক ও ছোট গাড়ি। নিত্যযাত্রী, স্কুল শিক্ষক এবং সরকারি-বেসরকারি অফিসের কর্মচারীরা দীর্ঘক্ষণ যানজটে আটকে পড়েন। এমনকি জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত একাধিক স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসা সংক্রান্ত যানবাহনও জ্যামে ফেঁসে যায়। দীর্ঘক্ষণ রাস্তা অবরুদ্ধ থাকায় চরম ও ভোগান্তির মধ্যে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন যাত্রীরা। অবরোধকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে সাধারণ পথচারী ও যাত্রীদের বাকবিতণ্ডা ও তীব্র বচসা শুরু হয়, যা ঘিরে এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী, সেন্ট্রাল ফোর্স এবং র‍্যাফ। পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাওয়া থেকে আটকাতে ঘটনাস্থলে সরাসরি উপস্থিত হন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ জেলা প্রশাসন ও পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তাঁরা ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনায় বসেন। প্রশাসনিক আধিকারিকরা পড়ুয়াদের ওএসিস স্কলারশিপের টাকা দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার জন্য মৌখিক আশ্বাসের পাশাপাশি লিখিত প্রতিশ্রুতিও দেন। প্রশাসনের এই লিখিত ও মৌখিক আশ্বাস মেলার পর প্রায় আড়াই ঘণ্টা বাদে অবশেষে অবরোধ তুলে নেন শিক্ষার্থীরা। তবে অবরোধ উঠলেও আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যদি ওএসিস স্কলারশিপের বকেয়া টাকা অ্যাকাউন্টে না পৌঁছায়, তবে আগামী দিনে এর চেয়েও বড় আকারের পথঅবরোধ ও কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এদিকে অবরোধ চলাকালীন জাতীয় সড়কে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। আড়াই ঘণ্টা পর বর্তমানে ওই জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। তবে নতুন করে যাতে পুনরায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা বা উত্তেজনা না ছড়ায়, তার জন্য এলাকা জুড়ে কড়া নজরদারির পাশাপাশি অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়েছে।

# মাটিগাড়ায় বাংলাদেশি দুই যুবককে গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর ঃ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকার পর পরিচয় বদলে 'আত্মীয়' কয়েকদিন নির্দিষ্ট ঠিকানায় থাকার পর ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরির অভিযোগ। মাটিগাড়ার ১৮ খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শিবমন্দির বাজার সংলগ্ন এলাকায় এমনই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার আই ইন্টেলিজেন্সের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশের নীলফামারী থেকে আসা দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। একই ঘটনায় বাড়ির মালিকের স্ত্রীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে বাড়ির মালিক রিপন রায় এখনও পলাতক। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ওই বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরেই অপরিচিত ব্যক্তিদের যাতায়াত ছিল। অভিযোগ, বাংলাদেশ থেকে আসা ব্যক্তিদের কখনও অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে, আবার কখনও বৈধ ভিসায় ভারতে ঢোকার পর 'আত্মীয়' পরিচয়ে ওই বাড়িতে রাখা হত। এরপর প্রয়োজনীয় নথি তৈরি প্রক্রিয়া শেষ হলে তাঁরা অন্যত্র চলে যেতেন বলে অভিযোগ। বাড়িতে এমন অস্বাভাবিক যাতায়াত ঘিরেই তদন্তকারীদের সন্দেহ তৈরি হয়। সেই সূত্রে মঙ্গলবার বিকেলে ওই বাড়িতে অভিযান চালায় মাটিগাড়া থানার পুলিশ। সেখান থেকে বাংলাদেশের নীলফামারীর বাসিন্দা লিটু মোহন্ত এবং সুশীল রায়কে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা প্রায় ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে আধার কার্ড তৈরির উদ্দেশ্যে ওই বাড়িতে থাকার কথা জানিয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে আরও জানা গেছে, ধৃতরা বছর দুয়েক আগে একজন কাটিহার পেরিয়ে ভারতে ঢুকেছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

Office of the
**Banipur-1 Gram Panchayat**
Banipur, Sankrail, Howrah
**NOTICE INVITING E-TENDER**
The Executive Assistant, Banipur-I Gram Panchayat invites e-tender online percentage rate two bid system for the NIT No.- 1) Banu-1/225/5th SFC from bonafied eligible experienced contractors having 60% credential.
Bid Submission End Date: - **29/10/2026 at 12.00 P.M.**
Bid opening date and time for technical proposal 2/11/2026 at 12 P.M. The bid forms and other details are available in the website: - **https://wbtenders.gov.in**
**Sd/- Executive Assistant**
**Banipur-(1) Gram Panchayat**

**Notice Inviting E-Quotation**
E-Tendering Notice No. **WB/PUR/RNP-I/BDO/NIeQ-01/2026-27** dt. 01/10/2026
Last date of Bid Submission:- **09.10.2026 upto 6.00 PM**
Date of Opening of Bid:-**12.10.2026 at 10.00 AM**
e-Tendering website: **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
For details, intending contractors may also contact Engg. Dept. of this office and office notice board.
**Sd/-**
**Block Development officer**
**Raghunathpur-I, Development Block**
**Memo- 50/ADV/ICA/PURU dt.06/10/2026**

**রঙিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ**
টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ৬১-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ০১-১০-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। [illegible] টেন্ডার মূল্য ঃ [illegible] টাকা; বায়না মূল্য ঃ [illegible] টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৩-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ১৫:৩০ টায়। [illegible] অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ দেখুন।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**সংশোধনী নং. ০১**
টেন্ডার নোটিশ নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি/৪২ অফ ২০২৬, তারিখ ঃ ০৭-০৯-২০২৬-এর জন্য সংশোধনী নং ০১ জারি করা হয়েছে। বন্ধের তারিখ এবং ০৫-১০-২০২৬-এর পরিবর্তে ১২-১০-২০২৬ হিসেবে পড়তে হবে। উপরোক্ত টেন্ডারের অন্যান্য সমস্ত নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। আরও বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখুন।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ**
টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ইএল/২৯/৫৫-২০২৬/কে/১৫০৩; তারিখ: ০১-১০-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং ঃ ৫৫-২০২৬; কাজের নাম ঃ [illegible] টেন্ডার মূল্য ঃ [illegible] টাকা; বায়না মূল্য ঃ [illegible] টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৩-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনিয়র ডিইই (জি/আগু সি.এইচ.জি.), কাটিহার
**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে সংশোধনমূলক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা**
ই-টেন্ডার নোটিশ নং. এপিডিজে/৩৫/২৬-২৭ তারিখ ঃ ৩০-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার পদ্ধতি মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার সংখ্যা. এপিডিজে/৩৫/২৬-২৭। কাজের নাম। [illegible] টেন্ডার রাশি: [illegible] টাকা। বায়না রাশি: [illegible] টাকা। টেন্ডার বন্ধ এবং খোলার সময় [illegible] **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সহায়ক ডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি, আলিপুরদুয়ার জংশন
**উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-এর ব্যাপক এএমসি ও পরিচালনা**
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. **141-SGUD-CAMC-ETP-2026**; তারিখ ৩০-০৯-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য [illegible] ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: [illegible] টেন্ডার মূল্য ঃ [illegible] টাকা; [illegible] **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিএমই/ডিজেল, শিলিগুড়ি জং.
**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**কাটিহার মণ্ডলে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম**
কাটিহার মণ্ডলে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিট**ঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ক্যাটালগ নং**: ১০৯৬।
অঞ্চল ক্যাটালগ সংখ্যা. এনজেপি-পার্কিং

| এসাইনমেন্ট সংখ্যা | এলওটি সংখ্যা/শ্রেণী | বিবরণ |
|---|---|---|
| ৪৪/১ | পার্কিং-কেআইআর-কেডিপিবার-এমএলজি-১৯৬-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্রিত) | কাটিহার মণ্ডলের কুমেদপুর রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্য পার্কিং লট |
| ৪৪/২ | পার্কিং-কেআইআর-বিকেএভাইবি-এমএলজি-১৯৫-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্রিত) | কাটিহার মণ্ডলে ভালুকারোড রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্য পার্কিং লট |
| ৪৪/৩ | পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-এমএলজি-১৯৮-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্রিত) | কাটিহার মণ্ডলের নিউ জলপাইগুড়ি জংশন রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্য পার্কিং লট |
| ৪৪/৪ | পার্কিং-কেআইআর-এইচসিআর-এমএলজি-১৯৭-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্রিত) | কাটিহার মণ্ডলে হরিশ্চন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্য পার্কিং লট |

ই-নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৬-১০-২০২৬ তারিখে ১০.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হবেঃ ১১.০০ ঘণ্টায়। [illegible] **www.ireps.gov.in** [illegible]
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার
**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

# কেবল অপারেটরের অস্বাভাবিক মৃত্যু

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৬ অক্টোবর ঃ লাইনের কাজ করতে গিয়ে মই থেকে পড়ে এক কেবল অপারেটরের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের তামাঘাটা এলাকায়। মৃতের নাম বাপন পাল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, এদিন ইলেকট্রিক পিলারে কেবলের কাজ করছিলেন বাপন পাল। কাজ করার সময় আচমকাই মই থেকে পাশের একটি বাড়ির ছাদের উপর পড়ে যান তিনি। পড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই অচৈতন্য হয়ে পড়েন বাপন। বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয়রা ও পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে পূর্বস্থলী ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। তবে সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে বাপন পালকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আচমকা এই মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কী, তা নিশ্চিত করতে মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ঘটনাটি দুর্ঘটনা নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

# ৫৩তম পুজোয় জোড়া কুমারী ২৬ বছর ধরে শক্তির আরাধনা চকভৃগুর নবপ্রভাত সংঘে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ৬ অক্টোবর ঃ দেবীর আসনে একসঙ্গে দুই কুমারী। বালুরঘাটের চকভৃগুর নবপ্রভাত সংঘের দুর্গোৎসবে এ বারও থাকছে জোড়া কুমারী পুজো। পুজো কমিটির দাবি এই আয়োজনের পরম্পরা ২৬ বছরের। অর্থাৎ এ বার জোড়া কুমারী পুজোর ২৬তম বছর।

উদ্যোক্তাদের দাবি এই দীর্ঘ পরম্পরায় এমন ঘটনাও ঘটেছে যখন একই বছরে দু জোড়া অর্থাৎ মোট চার কুমারীকে নিয়ে পুজো হয়েছিল। এ বার নবপ্রভাত সংঘের দুর্গোৎসব ৫৩ তম বর্ষে। পুজোর ভাবনা শক্তি সংহতি-দেবশক্তির ঐক্যে মহাশক্তির জাগরণ। সেই ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই কুমারী পুজোর আয়োজন বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। তাঁদের বক্তব্য কুমারীর মধ্যে দেবীশক্তির প্রতীকী আরাধনার মাধ্যমে নারীশক্তির প্রতি শ্রদ্ধার বার্তা তুলে ধরা হচ্ছে। দীর্ঘদিনের এই আয়োজনই এখন পুজোর অন্যতম পরিচিত বৈশিষ্ট্য। চকরামের মৃৎশিল্পী অরুণ দেবনাথ প্রতিমা তৈরি করছেন। মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে পাগলীগঞ্জের শিল্পী ডেকোরেটরস। আলোকসজ্জা করবে দাড়ালহাটের সুজন মণ্ডলের মা মনসা ডেকোরেটরস। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক জয়ব্রত দাস ও শুভম সিংহ বলেন ২৬ বছর ধরে কুমারী পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে। এ বারও দুজন কুমারীকে নিয়ে পুজো হবে। অতীতে একবার একই দুর্গোৎসবে দু জোড়া কুমারী পুজো হয়েছিল। দীর্ঘদিনের এই পরম্পরাই এ বারও বজায় রাখা হচ্ছে।

## আত্রেয়ীর স্মৃতিতে দেবী মণ্ডপে রাইখরের খোঁজ

# নদীর অতীত-বর্তমানের গল্পে ৫৩তম বর্ষে বালুরঘাটের শিবতলি ক্লাবের দুর্গাপুজোর থিম প্রবাহিনী

রতন দে, বালুরঘাট, ৬ অক্টোবর ঃ আত্রেয়ীর বদলে যাওয়া চেহারা নদীকে ঘিরে এক সময়ের জীবন-জীবিকা এবং হারিয়ে যেতে বসা রাইখর মাছ-এই তিন বিষয়কে এক সুতোয় বেঁধে এ বার দুর্গাপুজোর থিম তৈরি করছে বালুরঘাট শিবতলি ক্লাব। ৫৩তম বর্ষে তাদের পুজোর থিম প্রবাহিনী মণ্ডপে আত্রেয়ীর অতীত থেকে বর্তমানের নানা ছবি তুলে ধরার পাশাপাশি নদী ও নদী-নির্ভর জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার বার্তাও থাকবে। মণ্ডপসজ্জার সঙ্গে প্রতিমাতেও থাকছে আত্রেয়ীর বিশেষ ছোঁয়া। এক সময় প্রবল স্রোতে ছুটত আত্রেয়ী। নদীকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল মানুষের জীবন-জীবিকা। নৌকা মাছ ধরা মাঝির জীবন এবং নদীর চর-সবই ছিল সেই যাপনের অংশ। সময়ের সঙ্গে নদীর চেহারা বদলেছে। কমেছে জল। হারিয়ে যেতে বসেছে এক সময়ের পরিচিত সুস্বাদু রাইখর মাছ। সেই পরিবর্তনের ধারাটিই এ বার মণ্ডপের বিভিন্ন অংশে তুলে ধরার পরিকল্পনা নিয়েছে ক্লাব। মণ্ডপে থাকবে নদীর চর মাছ ধরার জাল নৌকা ও নৌকার পাল। থাকছে আস্ত একটি কাঠের নৌকা। মাঝি-সহ নদীকেন্দ্রিক সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার নানা ছবিও ফুটিয়ে তোলা হবে। পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন নদী ও খাঁড়ির কথাও মণ্ডপের নানা অংশে তুলে ধরা হবে। হারিয়ে যেতে বসা রাইখর মাছকে দেওয়া হচ্ছে আলাদা গুরুত্ব। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমাতেও থাকছে নদীর ছাপ। নদী থেকে পাওয়া একটি প্রাচীন মূর্তির আদলে তৈরি হচ্ছে দুর্গাপ্রতিমা। নদী থেকে উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন মূর্তির আদলও প্রদর্শন করা হবে। এর সঙ্গে নদীর বুকে প্রদীপ জ্বেলে দেবীর আরাধনার দৃশ্য তৈরি করা হচ্ছে। ফলে মণ্ডপের নদী নদীজীবন এবং দেবীর আরাধনা-তিনটি বিষয় একই আবহে মিলবে। মণ্ডপ তৈরিতেও পরিবেশবান্ধব ভাবনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। লোহার স্ট্রাকচারের উপর কাঠের গুঁড়ি লোহা কাপগাছ ও শোলা দিয়ে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। প্লাস্টিক বা ক্ষতিকারক সামগ্রী ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উদ্যোক্তারা। বাজেট প্রায় সাত লক্ষ টাকা। থিম শিল্পী সুদীপ সাহা। প্রতিমাশিল্পী বিষ্ণু পাল। থাকছে বিশেষ আলোকসজ্জাও। পুজোর দিনগুলিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজনও রয়েছে। তবে গোটা আয়োজনের মূল বক্তব্য নদীকে ঘিরেই-আত্রেয়ীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা পুরনো জীবন ও স্মৃতিকে মনে করিয়ে দিয়ে জেলার নদীগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার বার্তা। পুজো কমিটির সম্পাদক সার্বিক চক্রবর্তী বলেন বালুরঘাট শিবতলি ক্লাব বরাবরই অন্য ধরনের পুজো করে। পুজোর মাধ্যমে দর্শনার্থীদের কাছে সামাজিক বার্তা তুলে ধরা হয়। এবারেও আত্রেয়ী-সহ জেলার অন্য নদীগুলিকে কী ভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায় সে কথা পুজো মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ক্লাবের সম্পাদক সুজয় চক্রবর্তী বলেন এবার বালুরঘাটের লাইফলাইন আত্রেয়ীর নানা অজানা কথা আমরা পুজো মণ্ডপে তুলে ধরেছি। প্রত্যেক বছর আমাদের পুজোকে ঘিরে বালুরঘাটবাসীদের আলাদা প্রত্যাশা থাকে। সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারব বলেই আমাদের আশা।

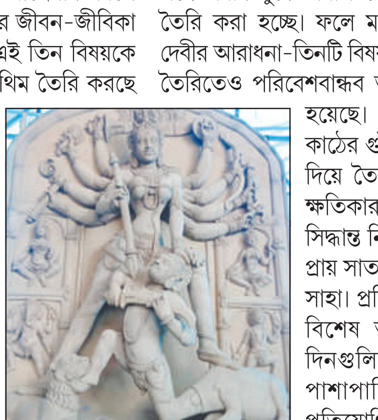

# ৮ অক্টোবর থেকে পঞ্চায়েতে কর্মবিরতির ডাক, পেন ডাউনের পথে জিআরএস, ভিএলই ও এসটিপি কর্মীরা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৬ অক্টোবর ঃ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দাবি পূরণ না হওয়ায় আগামী ৮ অক্টোবর থেকে পঞ্চায়েতগুলিতে পেন ডাউন বা কর্মবিরতির পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের GRS, VLE এবং STP কর্মীরা। তাদের দাবি, দীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর ধরে তারা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করলেও সেই অনুপাতে সম্মানজনক বেতন, চাকরির নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। আন্দোলনকারীদের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের দাবিগুলির সমর্থনে ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার কর্মীরা বিকাশ ভবনে ডেপুটেশন দিয়েছেন। পাশাপাশি প্রতিটি ব্লক থেকে সংশ্লিষ্ট বিডিওকে লিখিতভাবে কর্মবিরতিতে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথাও জানানো হয়েছে। আন্দোলনকারীদের দাবি, সেই আবেদনপত্র বিডিওরা গ্রহণও করেছেন। কর্মীদের বক্তব্য, গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়নে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অথচ দীর্ঘদিন কাজ করার পরেও তাদের কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা, ন্যায্য পারিশ্রমিক এবং ভবিষ্যত সুরক্ষা নিয়ে স্থায়ী সমাধান হয়নি। তাই দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। আন্দোলনকারীদের তরফে আরও জানানো হয়েছে, VB-G RAM-G প্রকল্পের কাজেও তারা আর অংশ নেবেন না, যতক্ষণ না তাদের দাবিগুলি পূরণ করা হচ্ছে। তাদের স্পষ্ট বক্তব্য, এই আন্দোলন কোনও রাজনৈতিক সরকারের বিরুদ্ধে নয় বরং ন্যায্য অধিকার ও দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতেই এই কর্মসূচি। তবে প্রশাসনিক সূত্রে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও সিদ্ধান্তের কথা জানা যায়নি। সূত্রের খবর, GRS, VLE এবং STP কর্মীদের দাবির বিষয়ে সরকার ইতিবাচক পদক্ষেপের কথা ভাবতে পারে। তাদের কাছ থেকে কিছুটা সময় চাওয়া হতে পারে বলেও জল্পনা রয়েছে। এমনকি আগামী সপ্তম বেতন কমিশনে তাদের বেতন বৃদ্ধি-সহ একাধিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বিবেচনা করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। যদিও এ বিষয়ে সরকারের তরফে এখনও কোনও চূড়ান্ত ঘোষণা হয়নি। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, তারা সরকারের বিরুদ্ধে নন। আলোচনার মাধ্যমে তাদের দীর্ঘদিনের সমস্যার ন্যায্য ও স্থায়ী সমাধান চান। তবে দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ৮ অক্টোবর থেকে কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে তারা অনড়।

# কালীপুজোর পরই বদলাবে হাওড়ার বাঁধাঘাট ও শিবপুর শ্মশানঘাট, আধুনিকীকরণে বড় উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৬ অক্টোবর ঃ কালীপুজোর পরই বদলাবে হাওড়ার বাঁধাঘাট ও শিবপুর শ্মশানঘাট, আধুনিকীকরণে বড় উদ্যোগ। কালীপুজোর পরই আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হতে চলেছে হাওড়ার সালকিয়ার বাঁধাঘাট ও শিবপুর শ্মশানঘাটে। মঙ্গলবার হাওড়া পুরনিগমের টাউন হলে প্রেরণা ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের পর এই কথা জানান রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। দুই ব্যস্ত শ্মশানঘাটে আধুনিক সকার ব্যবস্থা, উন্নত বসার জায়গা, অপেক্ষারত পরিবারের জন্য পরিকাঠামো এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কলকাতার নিমতলা ও খিদিরপুরের ধাঁচে গোটা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্য রয়েছে। বাঁধাঘাটের কাজ এক বছরের মধ্যে এবং শিবপুরের কাজ দেড় বছরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রেরণা ফাউন্ডেশন। সংস্থাটি ইতিমধ্যেই প্রকল্পের প্ল্যান, এস্টিমেট ও থ্রিডি ভিজ্যুয়াল তৈরি করেছে। কাজ শেষের পর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও তারাই নেবে বলে জানান মন্ত্রী। হাওড়া পুরনিগম প্রশাসনিক সমন্বয় ও পুরকর্মীদের মাধ্যমে সহযোগিতা করবে। বাঁশতলা শ্মশানঘাটের উন্নয়নের পর এবার ধাপে ধাপে শহরের অন্যান্য শ্মশানঘাটকেও আধুনিক করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান উমেশ রাই।

# কৃষিকাজকে লাভজনক করতে আধুনিক যন্ত্র ক্রয় এবং কৃষি যন্ত্র ভাড়া কেন্দ্র তৈরির আবেদন

কলকাতা, ৬ অক্টোবর ঃ রাজ্যের কৃষিকাজ কে আরও লাভজনক ও প্রযুক্তি নির্ভর করে গ্রামীণ যুবক- যুবতীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার সরকারি ভর্তুকি মূল্যে আধুনিক যন্ত্র ক্রয় এবং কৃষি যন্ত্র ভাড়া কেন্দ্র তৈরির জন্য আবেদন চেয়েছে। কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মন্ডল আজ নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন এই জন্য পাওয়ার টিলার, পাওয়ার উইডার, কম্বাইন হারভেস্টার, কৃষি ড্রোন এর মত যন্ত্র কিনতে চলতি অর্থবছরে ভর্তুকি বাবদ ৪০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যেখানে ৫০০ টি কৃষি যন্ত্রের ভাড়া কেন্দ্র, ১০৮৫ টি ফার্ম মেশিনারী ব্যাংক তৈরি করা হবে। এর ফলে ৬৭ হাজার ৫৮৫ জন কৃষক উপকৃত হবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। পাশাপাশি কৃষকদের মধ্যে অচিরাচরিত শক্তি ব্যবহারের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে পাঁচশো টি সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্প সেট চালু করার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer (Electrical) / Lighting / Crematorium Deptt., KMC** invites e-tender online in two bid system for following work :

**NIT No. : KMC/LTG/CRM/19/SBG/26-27**

Name of the work : **Renovation & restoration of existing electric furnaces No. 1 & 2 including allied electrical and refractory works at the old complex of Sirity Burning Ghat**; Estimated Amount : ₹ **2,98,701.00**; Earnest Money : **Lum sum amount of ₹ 6,000.00**; Period of completion : **10 Days**; Last date and time of submission of bid : **14.10.2026 at 5 pm**; The bid form and other details are available on and from **06.10.2026 at 5 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical) / Lighting / Zone-I, KMC** invites e-tender online percentage bid system for the following works :

**(1) NIT No. : LTG/69/INST/BR-III/Z-I/26-27**

Name of the work : **Operation and maintenance of electrical installation and D.G. Set at E-Governance and Assessment Collection Centre (N) and other institutions in Ward No. 31 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **4,17,119.90**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**.

**(2) NIT No. : LTG/68/MKT/BR-III/Z-I/26-27**

Name of the work : **Operation and maintenance of electrical installation like H.T. Breaker A.C.B. Diff. electrical panels, water supply pump etc. at Kankurgachi Municipal Market at P-187, C.I.T. Sch. VI-M Kol-54 KMC**; Estimated Amount : ₹ **4,17,119.90**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of completion : **240 Days (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date of submission of bid : **27.10.2026 (11 am) (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid form and other details are available on and from **06.10.2026 (4 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**.

**(3) NIT No. : LTG/79/WD-30/BR-III/Z-I/26-27**

Name of work : **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system for different Uttarans in Ward No. 30 under Br.-III, KMC**; Estimated Amount : ₹ **1,45,476.80**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**.

**(4) NIT No. : LTG/93/WD-29/BR-III/Z-I/26-27**

Name of the work : **Improvement of illumination by installalling LED light fittings and allied electrical works at 55, Sastitala, 3, Patuapara Lane Uttarans & other Uttarans in Ward No. 29 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **1,89,552.94**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.

**(5) NIT No. : LTG/78/WD-29/BR-III/Z-I/26-27**

Name of work : **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system for different Uttarans in Ward No. 29 under Br.-III, KMC**; Estimated Amount : ₹ **1,46,301.97**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**.

**(6) NIT No. : LTG/91/WD-34/BR-III/Z-I/26-27**

Name of the work : **Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at different Uttarans in Ward No. 34 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **1,88,967.42**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.

**(7) NIT No. : LTG/92/WD-30/BR-III/Z-I/26-27**

Name of the work : **Improvement of illumination by installing LED light fitings and allied electrical works at different Uttarans in Ward No. 30 under Br.-III**; Estimated Amount : ₹ **1,93,213.32**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.

**(8) NIT No. : LTG/80/WD-34/BR-III/Z-I/26-27**

Name of work : **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system for different Uttarans in Ward No. 34 under Br.-III, KMC**; Estimated Amount : ₹ **1,46,675.67**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 3 to 8)**; Last date of submission of bid : **31.10.2026 (1 pm) (For Sl. No. 3 to 8)**; The bid form and other details are available on and from **09.10.2026 (5 pm) (For Sl. No. 3 to 8)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 8)**.

The **Executive Engineer (Electrical) / LTG / Zone-III, KMC** invites e-tender online, two part / percentage rate two bid system for the following works :

**(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2026-2027/51**

Name of work : **Urgent restoration of street light poles at Bijoy Basu Road, D.L. Khan Road and surrounding areas damaged due to storm on 23.06.2026 in Ward No. 71 under Br.-IX**; Estimated Amount : ₹ **1,27,183.24**; Earnest Money : ₹ **2,600.00**; Period of completion : **15 Days**; Last date and time of completion of bid : **14.10.2026 upto 2 pm**; The bid form and other details are availabler on and from **06.10.2026 from 2 pm**.

**(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/56**

Name of work : **Arrangement of temporary lighting on the occasion of Kali Puja and Chat Puja - 2026 in Ward No. 84 under Br.-VIII**; Estimate Amount : ₹ **1,47,950.00**; Earnest Money : ₹ **3,000.00 (L.S.)**; Period of completion : **10 Days**.

**(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/66**

Name of work : **Repairing, Replacement of spare parts, Gas charging including allied work of up to 2.0TR capacity split type AC machine at Gariahat Tolly Tax Department under Br.-VIII**; Estimate Amount : **Open Quotation**; Earnest Money : ₹ **3,100.00 (L.S.)**.

**(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/67**

Name of work : **Repair and replacement of electrical materials for the Smoothly maintenance at AB Block in Gariahat Market Complex under Br.-VIII**; Estimate Amount : ₹ **1,97,095.44**; Earnest Money : ₹ **4,000.00 (L.S.)**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 3 & 4)**; Last date and time of submission of bid : **27.10.2026 (2 pm) (For Sl. No. 2 to 4)**; Bid opening date for technical proposal on : **27.10.2026 (2.30 pm) (For Sl. No. 2 to 4)**.

**(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/70**

Name of work : **Repairing of Uttaran lighting system at 6, Shyamananda Road, 13 Bakul Bagan Row, 130 Bakul Bagan Road Uttaran areas in Ward No. 72 under Br.-VIII**; Estimate Amount : ₹ **1,87,727.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

**(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/71**

Name of work : **Supply of services of electrical system for operation and routine upkeeping of electrical installation at various Ward Health Units and NUHM Centre at different Wards under Br.-VIII & 118 Hazra Road Br.-IX**; Estimate Amount : ₹ **4,98,672.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

**(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/69**

Name of work : **Supply of services of electrical system for operation and routine upkeeping of DG set and electrical system at R.I. project at 36 Ballygunge Circular Road and allied Health Units under Br.-VIII, Institution**; Estimate Amount : ₹ **4,98,672.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **365 Days (For Sl. No. 6 & 7)**; Last date and time of submission of bid : **28.10.2026 (2 pm) (For Sl. No. 5 to 7)**; Bid opening date for technical proposal on : **28.10.2026 (2.30 pm) (For Sl. No. 5 to 7)**; The bid form and other details are available on and from **06.10.2026 (6 pm) (For Sl. No. 2 to 7)**; The website **https://etender.wb. nic.in (For Sl. No. 1 to 7)**.

The **Executive Engineer (Electrical) / LTG / Zone-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for following works :

**(1) NIT No. : LTG/Z2/INST/VI/92/26-27**

Name of work : **Replacement of Wiring, Lights, Fans at KMCP School at Rafi Ahmed Kidwai Road Ward No. 62 under Br.-VI, KMC**; Estimated Amount : ₹ **1,57,543.84**; Earnest Money : ₹ **3,500.00**; Period of completion : **10 Days**; Bid submission starting date and time : **07.10.2026 from 11 am**; Last date and time of submission of bid : **14.10.2026 upto 11 am**; Bid opening date for technical proposal : **14.10.2026 at 2 pm**; The bid form and other details are available on and from **07.10.2026 after 11 am**.

**(2) NIT No. : LTG/45/47/VI/Z-II/26-27**

Name of the work : **Supply and delivery of LED light fittings at different places in Ward No. 47**; Estimate Amount : ₹ **2,87,106.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

**(3) NIT No. : LTG/44/46/VI/Z-II/26-27**

Name of the work : **Supply and delivery of LED light fittings at different places in Ward No. 46**; Estimate Amount : ₹ **2,93,245.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **7 Days (For Sl. No. 2 & 3)**; Last date and time of submission of bid : **31.10.2026 upto 1 pm**; Bid opening date : **02.11.2026 (For Sl. No. 2 & 3)**; The bid form and other details are available on and from **09.10.2026 (1 pm) (For Sl. No. 2 & 3)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3)**.

**(4) NIT No. : KMC/LTG/68/WD24/IV/ZII/26-27**

Name of work : **Repairing and replacement of street lighting system at Brajodulal Street, Halwasia Road and other places in Ward No. 24 under Br.-IV, KMC**; Estimated Amount : ₹ **2,88,964.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

**(5) NIT No. : KMC/LTG/67/WD26/IV/ZII/26-27**

Name of work : **Repairing and replacement of street lighting system at Jogen Dutta Lane, Umesh Dutta Lane and other places in Ward No. 26 under Br.-IV, KMC**; Estimated Amount : ₹ **2,88,517.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 4 & 5)**.

**(6) NIT No. : KMC/LTG/INST/50/BRIV/ZII/26-27**

Name of work : **Comprehensive maintenance for room air conditioning machine installed at different places of Br.-IV, KMC**; Estimated Amount : ₹ **1,62,323.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **181 Days**; Last date and time of submission of bid (Online) : **30.10.2026 upto 11 am (For Sl. No. 4 to 6)**; The bid form and other details are available on and from **09.10.2026 (2 pm) (For Sl. No. 4 to 6)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 4 to 6)**.

582/26-27

## চলুন বেড়াতে যাই

# পুজোর ছুটিতে ঘুরে আসুন কেরলের এই ড্রাইভ-ইন বিচে

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ সমুদ্র দেখতে গেলে সাধারণত গাড়ি পার্ক করে বেশ খানিকটা পথ হেঁটেই পৌঁছাতে হয় সৈকতে। কিন্তু এমন একটি সমুদ্রসৈকত রয়েছে, যেখানে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম। গাড়ি নিয়ে সরাসরি পৌঁছে যাওয়া যায় সমুদ্রের একেবারে কাছে। আসন্ন পুজোর ছুটিতে কেরল ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে তাই তালিকায় রাখতে পারেন মুঝাপ্পিলাঙ্গাড় সমুদ্রসৈকতকে। কেরলের কন্নুর জেলার থালাসেরির কাছে অবস্থিত মুঝাপ্পিলাঙ্গাড় এশিয়ার দীর্ঘতম ড্রাইভ-ইন সমুদ্রসৈকতগুলির অন্যতম হিসেবে পরিচিত। এখানে পর্যটকরা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে সৈকতের শক্ত বালির উপর দিয়ে গাড়ি চালাতে পারেন। ফলে একদিকে আরব সাগরের ঢেউ, অন্যদিকে খোলা আকাশ-এই দুইয়ের মাঝেই গাড়ি নিয়ে উপভোগ করা যায় দীর্ঘ সমুদ্রপথ। প্রায় চার কিলোমিটার বিস্তৃত এই সৈকতের অন্যতম আকর্ষণই হল ড্রাইভ-ইন অভিজ্ঞতা। গাড়ির জানলা দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে চলা, মাঝেমধ্যে নোনা হাওয়ার ঝাপটা এসে মুখে লাগা-সব মিলিয়ে এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা তৈরি করে। শুধু গাড়ি নয়, বাইক নিয়েও এই সৈকতে ঘোরেন বহু পর্যটক। স্থানীয়দের কাছেও অবসর কাটানোর অন্যতম জনপ্রিয় জায়গা মুঝাপ্পিলাঙ্গাড়। তবে সৈকতে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। এখানে কোনও নির্দিষ্ট ড্রাইভিং ট্র্যাক নেই। প্রবেশপথ দিয়ে সৈকতে ঢোকার পর শক্ত বালির উপর দিয়ে গাড়ি চালানো যায়। কিন্তু সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার সময় খেয়াল থেকে জেনে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাটার সময় সৈকতের বড় অংশ জলের উপরে উঠে আসে এবং বালি তুলনামূলক শক্ত থাকে। ফলে গাড়ি চালানোর জন্য পরিস্থিতি অনেকটাই অনুকূল। অন্যদিকে জোয়ারের সময় সৈকতের কিছু অংশে জল জমে বালি পিচ্ছিল ও কাদাময় হয়ে যেতে পারে। এই অবস্থায় অসাবধানভাবে গাড়ি চালালে চাকা পিছলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা কম থাকলে সৈকতের বালিতে ড্রাইভ না করাই নিরাপদ। শুধু ড্রাইভিং নয়, প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতেও মুঝাপ্পিলাঙ্গাড়ের জুড়ি মেলা ভার। সৈকতের পিছনে রয়েছে সারি সারি ক্যাসুয়ারিনা গাছ। সমুদ্রের নীল জল, বিস্তীর্ণ বালুচর এবং সবুজ গাছপালার মেলবন্ধনে জায়গাটি হয়ে ওঠে ছবি তোলার জন্যও আদর্শ।

# দক্ষিণ পূর্ব রেলের আওতাধীন এলাকায় 'স্বচ্ছতা পক্ষ-২০২৬' পালন

কলকাতা, ৬ অক্টোবর ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেল জুড়ে ১ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত 'স্বচ্ছতা পক্ষ-২০২৬' পালন করা হচ্ছে। এই প্রচার অভিযানের সময় সমগ্র রেল এলাকা জুড়ে পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন বা স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। রেলের চারটি ডিভিশনেই বিভিন্ন পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে এই উদ্যোগে অংশগ্রহণ করছে। ৫ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে আদ্রা ডিভিশনের প্ল্যাটফর্ম, ফুট-ওভারব্রিজ, কনকোর্স এবং প্রবেশ ও প্রস্থান পথগুলিতে গভীর পরিচ্ছন্নতা (ডিপ স্ক্রাবিং) ও উচ্চ-চাপের জল দিয়ে ধোয়ার (প্রেশার-ওয়াশিং) কাজ করা হয়। এছাড়া যাত্রীদের অপেক্ষার স্থান, চলাচলের এলাকা (সার্কুলেটিং এরিয়া) এবং পার্কিংয়ের জায়গাগুলিও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করা হয়। পাশাপাশি, বাঁকুড়া স্টেশনের ক্যাটারিং ইউনিটেও বিশেষ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালানো হয়। ৫ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে খড়্গপুর ডিভিশনের স্টেশনগুলিতে-যার মধ্যে প্ল্যাটফর্ম, ফুট-ওভারব্রিজ, সিঁড়ি, প্রবেশ ও প্রস্থান পথ, চলাচলের এলাকা এবং পার্কিংয়ের জায়গা

অন্তর্ভুক্ত ছিল-নিবিড় পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালানো হয়। পাবলিক ও কমিউনিটি টয়লেটগুলিতে গভীর স্যানিটেশন বা জীবাণুমুক্তকরণের কাজ করা হয় এবং এর আওতায় টাইলস, ফিটিংস, ওয়াশ-বেসিন ও ফ্লাশ সিস্টেম পরিষ্কার করার পাশাপাশি দুর্গন্ধ দূর করার ব্যবস্থাও নেওয়া হয়।রাঁচি ডিভিশনে ৫ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে স্টেশন ও রেল চত্বরে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালায়। প্ল্যাটফর্ম, চলাচলের এলাকা, ওয়েটিং হল এবং যাত্রীদের ব্যবহারের অন্যান্য স্থানগুলি ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়। ডাস্টবিন ও তার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার করা হয় এবং সেই সঙ্গে কর্মী ও যাত্রীদের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য উৎসাহিত করা হয়। চক্রধরপুর ডিভিশন ৫ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে স্টেশন ও রেল চত্বরে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করে। নিবিড় ঝাড়ু দেওয়া ও ঘষে পরিষ্কার করার (স্ক্রাবিং) মাধ্যমে প্ল্যাটফর্ম, অপেক্ষার স্থান এবং চলাচলের এলাকাগুলি পরিষ্কার করা হয়। এছাড়া টয়লেট, নর্দমা এবং অন্যান্য জন-সুবিধার জায়গাগুলির পরিচ্ছন্নতার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়। চারটি ডিভিশনের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দক্ষিণ পূর্ব রেল দায়িত্বশীল পরিচ্ছন্নতা অনুশীলনের প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করছে এবং একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে।

# মন্ত্রিসভা 'ইন্টিগ্রেটেড ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড লজিস্টিকস অথরিটি' গঠনের অনুমোদন দিয়েছে

৬ অক্টোবর ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ 'ইন্টিগ্রেটেড ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড লজিস্টিকস অথরিটি' নামক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য-চালিত সংস্থা গঠনের অনুমোদন দিয়েছে। পরিবহন ও লজিস্টিকস খাতের সামগ্রিক পরিসরে গবেষণা, পরিকল্পনা, মূল্যায়ন, তদারকি এবং প্রভাব বিশ্লেষণের কাজকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই সংস্থাটি গঠন করা হচ্ছে।পরিবহন-সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রক ও সংস্থার মধ্যে বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ফলে দীর্ঘকাল ধরে যে সমস্যাগুলি তৈরি হয়েছে, তার সমাধানের লক্ষ্যেই এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। উন্নত সমন্বয় ও বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যমের মধ্যে সংহতি সাধনের মাধ্যমে ITLA ভারতে পরিবহন পরিকাঠামো উন্নয়নের দক্ষতা, স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ITLA-র প্রধান ভূমিকা ও দায়িত্বগুলি হবে নিম্নরূপজাতীয় শীর্ষ সংস্থা ITLA সমন্বিত পরিবহন ও লজিস্টিকস পরিকল্পনা, গবেষণা, প্রকল্প মূল্যায়ন ও তদারকি, নীতিগত সহায়তা এবং ডেটা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শীর্ষ সংস্থা হিসেবে কাজ করবে।দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় পরিবহন মহাপরিকল্পনা ITLA দশ বছর বা তার বেশি সময়সীমার একটি সামগ্রিক 'জাতীয় পরিবহন মহাপরিকল্পনা' প্রস্তুত করবে। এতে স।ক, রেলপথ, বন্দর ও জাহাজ চলাচল, অসামরিক বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ জলপথ, উপকূলীয় নৌ-পরিবহন, শহুরে যাতায়াত ব্যবস্থা এবং লজিস্টিকস অন্তর্ভুক্ত থাকবে।সমন্বিত পরিকল্পনা কাঠামোঃ জাতীয় পরিবহন মহাপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য ও সংহতি নিশ্চিত করতে এবং বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যমের সমন্বয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে ITLA পরিবহন মন্ত্রকগুলির স্বল্পমেয়াদী খাতভিত্তিক পরিকল্পনা (প্রায় ৫ বছর) ও বার্ষিক পরিকল্পনাগুলি পর্যালোচনা করবে।ব। প্রকল্পগুলির কারিগরি মূল্যায়নঃ ৫০০ কোটি টাকা বা তার বেশি ব্যয়ের ভারত সরকারের পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির কারিগরি মূল্যায়ন ITLA সম্পন্ন করবে।আর্থিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি বিদ্যমান আর্থিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমেই অব্যাহত থাকবে।তদারকি ও প্রভাব বিশ্লেষণঃ ৫০০ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ের পরিবহন ও পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের ওপর ITLA নজর রাখবে এবং সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সমন্বিত ব্যবস্থা প্রদান করবে। পাশাপাশি, এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের পরবর্তী প্রভাব বিশ্লেষণও সংস্থাটি পরিচালনা করবে। ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ডেটা রিপোজিটরি ITLA বিভিন্ন উস (যেমন-GSTN ই-ওয়ে বিল, FASTag, বাহন, জিপিএস-ভিত্তিক ব্যবস্থা, শহুরে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ডেটাবেস) থেকে পরিবহন ও লজিস্টিকস সংক্রান্ত ডেটাসেট সংগ্রহ করে একটি সমন্বিত পরিবহন ডেটা ভাণ্ডার বা রিপোজিটরি গড়ে তুলবে। এছাড়া, পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়নের জন্য এটি ডেটা বিশ্লেষণ পরিচালনা করবে।জাতীয় লজিস্টিকস নীতি (২০২২) পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করার ক্ষেত্রে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান। লজিস্টিকস খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন।পরিবহন ও লজিস্টিকস খাতে গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উসাহিত করা।মাল্টি-মোডাল সংযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, অবকাঠামোগত দক্ষতা বৃদ্ধি, লজিস্টিকস খরচ কমানো এবং বিশ্ববাজারে ভারতের লজিস্টিকস প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে ভারতের 'ভিশন ২০৪৭' বাস্তবায়নে ITLA-র প্রতিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

# কামারপুকুরে লাহা বাড়ির ৪৫০ বছরের পুজোয় জড়িয়ে রয়েছে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের চক্ষুদান

মলয় সুর, কামারপুকুর ঃ কামারপুকুরের লাহা বাড়ির দুর্গাপুজো শুধু একটি পারিবারিক পুজো নয়, এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে এক ইতিহাস। এক পরম্পরা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস স্মৃতি। সেই স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরেই চলছে তাঁর সেই স্পর্শের দুর্গাপুজো। হুগলির কামারপুকুরে সবচেয়ে প্রাচিন এই পুজো। শতাব্দী প্রাচিন কামারপুকুরের লাহা বাড়ির দুর্গাপুজো আজও মহাসমারোহে পালিত হয়। কামারপুকুরের লাহা বাড়ির দুর্গাপুজো চালু করেছিলেন জগন্নাথ লাহা। সে প্রায় আনুমানিক ৪৫০ বছর আগের কথা। তারপর কালক্রমে পুজো চললেও বন্ধ হয়ে যায় ২০-২৫ বছর। তারপর ২৪০ বছর আগে সেই পুজো পুনরায় শুরু করেন জগন্নাথ লাহার বংশধর ধর্মদাস লাহা। তারপর থেকে আজ অবধি মহাসমারোহে এই পুজো পালন করে আসছেন হুগলির কামারপুকুরের লাহা পরিবার। শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র জন্মভূমি এই কামারপুকুরে। প্রথা মেনে এই পুজোর কাঠামো পুজো শুরু হয় বিপত্তারিণী পুজোর দিন আর ঘট উত্তোলন হয় মহালয়ার পরের দিন। প্রতিপদের দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় মহাচণ্ডীর পুজো। উল্লেখ্য, এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণ হল ৮ দিন ব্যাপী যাত্রা পালা, যা চলে মহালয়ার দিন থেকে ষষ্ঠীর দিন অবধি। আগে লাহা বাড়ির পাঠশালাতেই হতো এই যাত্রা পালা, তবে এখন এই পাঠশালার আটচালার পাশে মঞ্চ বানিয়ে চলে যাত্রা পালা। এই লাহা বাড়ির পাঠশালাতেই স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষা নিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। পাঠশালাটি আজও এখানে আছে। যাত্রা উপলক্ষে গ্রামবাসীদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। এই শতাব্দী প্রাচীন পুজো নিয়ে রয়েছে এক জনশ্রুতি। জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদে একবার মামলায় জড়িয়ে পড়েন ধর্মদাস লাহা। একদিন গ্রামের মেঠোপথ ধরে সেই মামলার শুনানিতে হাজিরা দিতে চুঁচুড়া আদালতে যাচ্ছিলেন তিনি, পথে ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের নীচে বিশ্রামের সময়ে ঘুমিয়ে পড়েন, এবং ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে মা তাকে বললেন, মামলায় জয়ী হবি তুই, বাড়ি গিয়ে আমার পুজো করিস। খানাকুল থেকে দুজন মৃৎশিল্পী যাচ্ছে। তারপর সত্যি মামলায় জিতে আনন্দে। মায়ের স্বপ্নবাণীর কথা ভুলে যান তিনি, কিন্তু বাড়ি ফিরে চমকে যান তিনি যখন দেখেন খানাকুল থেকে দুজন মৎশিল্পী হাজির, তারা ধর্মদাসবাবুকে বললেন, একটি মেয়ে এসে আমাদের বলল এখানে দুর্গা প্রতিমা গড়তে হবে, তাই আমরা এসেছি। রামকৃষ্ণদেব যাত্রা পালা শুনতে ভালোবাসতেন, তাঁর সেই পছন্দের কথা মাথায় রেখেই জমিদার লাহাবাবু দুর্গাপুজোয় যাত্রাপালার আয়োজন করতেন। কিন্তু লাহা বাড়ির দুর্গাপুজোয় এখনও থেকে গিয়েছে সেই পুরোনো দিনের আবহ। মায়ের আরাধনার পাশাপাশি ফিরে আসে ইতিহাসের পাতায় থাকা কিছু গল্প কিছু স্মৃতি আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা বিশ্বাস। এই পুজো তাই শুধু লাহা পরিবারের সদস্যদের কাছে নয়, কামারপুকুরে আসা পর্যটকদের কাছেও এক বিশেষ আকর্ষণ।

# উপনির্বাচন তপ্তই, ভোট

**১-র পাতার পর**-কী ছিল!' বেলা গড়াতেই পুলিশকে হুমকি, প্ররোচনা দেওয়া ও বিধিভঙ্গের অভিযোগে গ্রেফতার হন হুমায়ুন। রেজিনগরের পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে বুথে এজেন্ট বসতে না দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। ১৫ মিনিটের একটি রেকর্ড ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় (সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা)। যেখানে এক ব্যক্তি অভিযোগ করেন, তকিপুর এলাকার চারটি বুথে তাঁদের পোলিং এজেন্টদের বসতে দেওয়া হয়নি। এবং সেখানে থানার বড়বাবু স্বয়ং উপস্থিত রয়েছেন। এর জবাবে অপর প্রান্তের ব্যক্তি তাঁকে বিবাদে না গিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন। মনে করিয়ে দেন, এটি উপনির্বাচন, তাই যেন কথা না বাড়ানো হয়। দুপুর ১টা নাগাদ রেজিনগরে ৫৬ শতাংশের বেশি ভোট পড়লেও বেলা বাড়তেই বিজেপি-বিরোধী সমস্ত শিবির একজোট হয়ে ভোটলুটের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। 'মমতা তৃণমূল কংগ্রেস', কংগ্রেস এবং সিপিএম যৌথভাবে বুথ দখল ও ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ এনে অবিলম্বে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানায়। মমতা তৃণমূলের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী ও ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল প্রার্থী শফিউজ্জামান শেখ আলাদাভাবে জানান।

# অভিষেকের নিরাপত্তা প্রত্যাহার নিয়ে রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

**১-র পাতার পর**-সোনারপুরে তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়। আগে থেকে জানানো সত্ত্বেও কলকাতা পুলিশের মাত্র ২ জন আধিকারিক ছাড়া আর কোনও নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি। এরপর আবেদনকারীর ওপর আরও ৪টি পৃথক হামলার ঘটনা ঘটেছে। বিমানবন্দরেও একবার তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছিল, যেখানে একজন হামলাকারীর হাতে রিভলবার ছিল। তাঁর ডায়মন্ড হারবার এবং ক্যামাক স্ট্রিটের কার্যালয়েও হামলা হয়েছে। অতীতে তাঁর চোখে গুরুতর আঘাতের ইতিহাস রয়েছে।'' ''নিরাপত্তা নিয়ে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, নিরাপত্তা প্রত্যাহারের নির্দেশ কোথায়? এত তাড়াহুড়ো করে নিরাপত্তা কেন তুলে নেওয়া হল? ৪টি হামলার ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এর দায় কে নেবে? যদি পাথর লাগত ফলাফল কী হত?'' বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর কার্যত ধাপে-ধাপে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে সাংসদের নিরাপত্তা। মে মাসে অতিরিক্ত সমস্ত নিরাপত্তা সরিয়ে দেয় রাজ্য সরকার। জেড প্লাস সরানোর পর কেন্দ্রীয় সরকারের যে নিরাপত্তা সকল সাংসদরা পেয়ে থাকেন সেইটুকুই রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর সম্প্রতি বাড়ির সামনে সরিয়ে ফেলা হয় পুলিশ কিয়স্ক। এরপর হাইকোর্টের একক বেঞ্চের দ্বারস্থ হন অভিষেক।

# 'এই ভাবে রাস্তায় হকারি

**১-র পাতার পর**-পাবেন। আদালতের আরও বক্তব্য, গোটা দেশেই প্রথমে রাস্তার ধারে ঝুপড়ি করে বসবাস। প্রথমে হুকিং করে বিদ্যুৎ নেয়। কিছুদিন পরে বৈধ বিদ্যুতের আবেদন করে কারেন্ট নেয়। সেটা কি বৈধ বসবাসের জায়গা হয়ে যায়? কলকাতায় এটা বহু জায়গায় হচ্ছে। এদিন শুনানিতে বলা হয়, ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে কলকাতা পুরসভা চিহ্নিত করে দেওয়া জায়গায় সপ্তাহে একদিন বসেন। রঙিন মাছ, কুকুর বিক্রি এই আইনের আওতায় নেই। শুধু এই নয়, ইনডোর, আউট ডোর প্ল্যান্ট ও বিক্রি করা হয় সেখানে। সব বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ বলে, কুকুরের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। কেন্দ্রীয় সরকারের আইন আছে। হাইকোর্টের এও পর্যবেক্ষণ, 'স্টেট অ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার' বোর্ড আছে। তাদের থেকে প্রতি কুকুর বিড়ালের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। কেউ সেই রেজিস্ট্রি করায় না। আগামী ১৪ অক্টোবর মামলার পরবর্তী শুনানি। ওইদিন ফের সব পক্ষকে রিপোর্ট দিতে হবে। পুলিশকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিয়ে গ্যালিফ স্ট্রিটে প্রকৃত কারা ব্যবসা করার অধিকারী, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

# রাহুল-প্রিয়াঙ্কাকে আটক করল দিল্লি

**১-র পাতার পর**-দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সাংবিধানিক সংস্থাকে অপমান করে দেশে চরম অরাজকতা তৈরি করা এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে পুনরায় রাজনৈতিকভাবে লঞ্চ করাই এই গোটা প্রতিবাদের মূল উদ্দেশ্য! তিনি বলেন, ''বারবার চেষ্টা করেও যখন গণতান্ত্রিক উপায়ে রাহুল গান্ধিকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা গেল না, তখন কংগ্রেস ও তার সহযোগীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে - দেশে অরাজকতা ছড়িয়ে এবং গণতন্ত্রকে কালিমালিপ্ত করে হলেও যে কোনও মূল্যে রাহুল গান্ধীকে পুনরায় লঞ্চ করতে হবে। সেই ছকের অংশ হিসেবেই তারা কখনও ভারতীয় সেনাবাহিনী, কখনও সুপ্রিম কোর্ট, আবার কখনও ইভিএম-কে আক্রমণ করেছে।'' প্রায় ৮ ঘণ্টা পরে সন্ধ্যায় রাহুল-প্রিয়াঙ্কাকে ভবনের সামনে থেকে সরিয়ে দেয় দিল্লি পুলিশ। তাঁদের আটক করে নিয়ে গিয়ে বাসে তোলা হয়। দলীয় সূত্রে দাবি, কেসি বেণুগোপাল, দীপেন্দর সিং হুডা-সহ একদল কংগ্রেস নেতা-কর্মীকেও আটক করা হয়েছে। তবে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, এটা প্রিভেনটিভ ডিটেনশন। অর্থাৎ সম্ভাব্য অশান্তি ঠেকাতে আগাম আটক করা হয়েছে তাঁদের।

# 'চোর জ্ঞানেশ কুমারের

**১-র পাতার পর**-জানিয়ে তিনি সাফ বলেন, বিজেপি নির্বাচন কমিশন ও সিইসি-কে বাঁচাতে যে ধর্মীয় রাজনীতি টানার চেষ্টা করছে, তা দেশের জনগণ ধরে ফেলেছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় জনতা পার্টিকে আক্রমণ করে তীব্র কটাক্ষের সুরে মন্তব্য করেন, ''কেউ যদি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে 'ভগবান গণেশ'-এর মর্যাদা দিতে চান, তবে সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার! কিন্তু বিজেপির মনে রাখা উচিত, তারা রামমন্দির নিয়েও চরম রাজনীতি করেছিল, অথচ অযোধ্যায় পরাজিত হয়েছে। এবার তারা প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নাম ভেঙে স্বয়ং ভগবান গণেশকেও রাজনীতির ময়দানে টেনে এনেছে। কিন্তু রামমন্দিরের নামে যেমন রামের ভূমি অযোধ্যায় তারা হার মেনেছে, তেমনই গণেশকে টেনে এনেও শেষ রক্ষা হবে না!'' সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে একতরফা সিদ্ধান্ত ও ইভিএমভোটার তালিকার বেআইনি রদবদলের অভিযোগ পুনর্ব্যক্ত করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনকে চরম চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। তিনি দাবি করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ১০০টি গণনা কেন্দ্রের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করার সাহস দেখাক কমিশন। তিনি প্রশ্ন তোলেন যে, ওই সমস্ত গণনা কেন্দ্রে বিকেল ৫টার পর বিরোধীদের কোনও গণনা এজেন্ট আদতে উপস্থিত ছিলেন কি না, তার ফুটেজ প্রকাশ্যে আনলেই বিজেপির কারচুপি ও কমিশনের সহযোগী ভূমিকা প্রমাণিত হয়ে যাবে। জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ এবং এসআইআর অবিলম্বে স্থগিত না হওয়া পর্যন্ত 'ইন্ডি' জোট রাজপথে এই লড়াই চালিয়ে যাবে বলে অভিষেক স্পষ্ট জানিয়ে দেন।

**AFFIDAVIT**

I, Rafijul Rahaman, S/O. Sabbur Miya , Residing at Vill. Chilakhana , P.S. Tufanganj, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736177. That in my father's full, good and correct name is Sabbur Miya , Which is recorded in my Voter Id Card and my PAN Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2009 0868222, Wherein my father's name has been recorded as Sabbur Miah . That Said Sabbur Miya and Sabbur Miah, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No.49 , Date. 06/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

**AFFIDAVIT**

I, Alamgir Hoque, S/O. Joynal Miah , Residing at Vill. Katamari, Elajanerkuthi , P.S. Kotwali, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736157. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2011 0890392, Wherein my and my father's name has been recorded as Alomgir Hoque , S/O. Jaynal Abedin. That Said Alamgir Hoque, S/O. Joynal Miah and Alomgir Hoque,S/O. Jaynal Abedin , is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 48, Date. 06/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

**ULUBERIA MUNICIPALITY**

**TENDER NOTICE**

**Notice Inviting e-Tender No. - WBMAD/UM/126/e-Tender/2026-27 Dated : 06.10.2026,**

(Reparing of B/T & Cement Concrete Road at different ward under Uluberia Municipality)

Details are available in the **www.wbtender.gov.in**

Sd/-
EXECUTIVE OFFICER
ULUBERIA MUNICIPALITY

# নতুন মিনি মার্ট-সহ সন্তোষপুর রেলওয়ে স্টেশনকে আধুনিক যাত্রী পরিষেবা কেন্দ্রে রূপান্তরিত করছে শিয়ালদহ ডিভিশন

কলকাতা, ৬ অক্টোবরঃ যাত্রী পরিষেবা সম্প্রসারণ, স্থানীয় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের নেতৃত্বে পূর্ব রেল, সন্তোষপুর রেলওয়ে স্টেশনে ৪,০০০ বর্গফুটের একটি মিনি মার্টের উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগটি রেল পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং রেলের জমির উৎপাদনশীল ব্যবহারের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি নন-ফেয়ার রেভিনিউ (ভাড়া-বহির্ভূত রাজস্ব) সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিয়ালদহ ডিভিশনের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। একইসঙ্গে, এর মাধ্যমে ভারতীয় রেলের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হবে। শিয়ালদহ (দক্ষিণ)-বজবজ সেকশনে অবস্থিত সন্তোষপুর স্টেশনটি প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন এলাকায় অননুমোদিত দোকানের ব্যাপক দখলের কারণে দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন ছিল। এর ফলে শুধুমাত্র গত এক বছরেই তিনটি পৃথক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সম্প্রতি এই অবৈধ দখলদারিত্ব অপসারণের পর, শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাক্সেনা স্থানটি স্থায়ীভাবে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে মিনি মার্টের চুক্তি প্রদানের প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেন। এই কৌশলগত পরিবর্তনের ফলে নিরাপত্তাজনিত বিপদ ও অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি দূর করার পাশাপাশি বিশৃঙ্খল অবৈধ কাঠামোর পরিবর্তে একটি সুসংগঠিত বাণিজ্যিক পরিকাঠামো গড়ে উঠবে। এর ফলে স্টেশনের সামগ্রিক পরিবেশ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নান্দনিক সৌন্দর্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে। যাত্রীদের চলাচলের পথেই একটি সুবিধাজনক সর্বসুবিধাযুক্ত বাজার গড়ে তোলার মাধ্যমে নতুন এই পরিকাঠামো যাত্রী পরিষেবার মান সরাসরি উন্নত করবে। যাত্রী ও আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের জন্য দৈনন্দিন ব্যবহারের পণ্য এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী একই ছাদের নিচে সহজে পাওয়া যাবে।

**বিজ্ঞপ্তি**

আমার মক্কেলগন ১) অমরনাথ সিং, পিতা- ভীম সিং, ২) টিঙ্কু কুমার সিং, পিতা- ভীম সিং, ৩) গুলসান মাহাতো, পিতা- লালবাবু মাহাতো, ২০২৬ সালে হাওড়া D.S.R.-I অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৩৮১ নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ২৫২/২০১৭ নং (D.S.R. হাওড়া) আমমোক্তার (সুমিত রায়) দলিল দ্বারা মৌজা- চামরাইল (১০৫); হাল- ৪০৩৩ নং খতিয়ানে, সাবেক ১৩৫৪, ১৩৫৫ নং ও হাল-১৩৯১, ১৩৯২ নং, দাগে মোট ৯.৯০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বালী-জগাছা B.L.&.L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্তী, অ্যাডভোকেট

**NAME CHANGE**

I, Mojammel Hoque Seikh (Old Name) S/O–Ajijul Hoque residing at Pulinda , PS-Beldanga , Dist-Murshidabad, West Bengal 742134 do hereby declared that I have changed my name from Mojammel Hoque Seikh to Mojammel Hoque and henceforth I shall be known as Mojammel Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 06/10/2026 . My name Mojammel Hoque & Mojammel Hoque Seikh both are same and one identical person

**NAME CHANGE**

I, Habibur Rahaman (Old Name) S/O–Ajijur Rahaman Mondal residing at Chhotoandulia , PS-Chapra , Dist-Nadia, West Bengal 741124 do hereby declared that I have changed my name from Habibur Rahaman to Habibur Rahaman Mondal and henceforth I shall be known as Habibur Rahaman Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 06/10/2026 . My name Habibur Rahaman Mondal & Habibur Rahaman both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Sohidul Sekh (Old Name) S/O–Jaynal Sekh residing at Matiari , PS-Kaliganj , Dist-Nadia, West Bengal 741153 do hereby declared that I have changed my name from Sohidul Sekh to Sahidul Sekh and henceforth I shall be known as Sahidul Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 06/10/2026 . My name Sahidul Sekh & Sohidul Sekh both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Mainul Hoque (Old Name) S/O–Ajahar Saikh residing at Panchgram Hatpara , Panchgram , PS-Nabagram , Dist-Murshidabad, West Bengal 742181 do hereby declared that I have changed my name from Mainul Hoque to Md Mainul Hoque and henceforth I shall be known as Md Mainul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 06/10/2026 . My name Md Mainul Hoque & Mainul Hoque both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Mariyam Khatun (Old Name) W/O–Anisul Hoque residing at Panchgram Hatpara , Panchgram , PS-Nabagram , Dist-Murshidabad, West Bengal 742184 do hereby declared that I have changed my name from Mariyam Khatun to Mariam Khatun and henceforth I shall be known as Mariam Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 06/10/2026 . My name Mariam Khatun & Mariyam Khatun both are same and one identical person.

**বিজ্ঞপ্তি**

আমার মক্কেল রাখী আগরওয়াল, স্বামী- সঞ্জয় কুমার আগরওয়াল, ২০১১ সালে D.S.R. হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৫০৫৪নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ২১৬/২০১১নং (A.D.S.R. ডোমজুড়) আমমোক্তার (গৌতম মিত্র) দলিল দ্বারা মৌজা- ভান্ডারদহ (৩২), সাবেক- ১০৩১নং এবং হাল- ১৩৭২, ১৬২৪, ১৩১৩নং, খতিয়ানে, সাবেক - ৩৫৬৭নং, হাল - ৩৬৫৫নং দাগে ৭.৪৮ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&.L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্ত্তী, অ্যাডভোকেট

**বিজ্ঞপ্তি**

আমার মক্কেল রাকেশ বেরা, পিতা- রনজিত বেরা, ২০২৪ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০৫০৪০৫১১৮নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ০৫০৪০৩০৯২/২৩নং (A.D.S.R. ডোমজুড়) আমমোক্তার (জগন্নাথ দত্ত) দলিল দ্বারা মৌজা- ডোমজুড় (৩০), সাবেক- ২৮০২নং, হাল- ৫০১৪, ৫০৪১, ৫০৫৭নং, খতিয়ানে, সাবেক-৩৬৩৫নং, হাল-৩৬৭৯নং দাগে ১.৫৮ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&.L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্ত্তী, অ্যাডভোকেট

**NAME CHANGE**

I, Prabhati Debnath (Old Name) W/O–Asit Debnath resident of Vill & Po-Palsunda, Ps-Tehatta, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741156 do hereby declared that I have changed my name from Prabhati Debnath to Mamoni Debnath and henceforth I shall be known as Mamoni Debnath (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 28/09/2026 . My name Mamoni Debnath & Prabhati Debnath both are same and one identical person.

**বিজ্ঞপ্তি**

আমার মক্কেলগন ১) অরূপ রায়, পিতা – জয়দেব রায়, ২) অপর্না রায়, স্বামী- অরূপ রায় ২০১০ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২১৫৭নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ১১৭/২০১০নং (A.D.S.R. ডোমজুড় হাওড়া) আমমোক্তার (কাশীনাথ নস্কর) দলিল দ্বারা মৌজা- প্রশস্থ (২৯), সাবেক- ১৬২নং, হাল- ১৫৯/১, ৪৮৫/১, ৭২১/১নং, খতিয়ানে, সাবেক ৫৫৮নং ও হাল- ৫৮৬নং দাগে মোট ২.৪৮ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&.L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্ত্তী, অ্যাডভোকেট

**বিজ্ঞপ্তি**

আমার মক্কেল অজয় চৌধুরী, পিতা- উত্তম চৌধুরী, ২০২৬ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪০৩৪ নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ২৩৫২/২৬নং (A.D.S.R. ডোমজুড় হাওড়া) আমমোক্তার (বিকাশ কর্মকার) দলিল দ্বারা মৌজা- ভাস্কুর (৪১), হাল- ৩৮৯৭নং, খতিয়ানে, সাবেক ও হাল- ১৫৮০নং দাগে মোট ৪.৯৬ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&.L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্ত্তী
অ্যাডভোকেট

**NAME CHANGE**

I, Bhagapati Biswas my father old name Nakul Chandra Biswas R/O Kaikhali P.O Haritala P.S Hanskhali Nadia have changed my father name Nakul Chandra Biswas to Nakul Biswas and hence forth be known as Nakul Biswas in all purpose vide Affidavit Judicial Magistrate at Ranaghat Court on 29-9-26. My father Lt. Nakul Biswas and Lt Nakul Chandra Biswas both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, JHUMA KHATUN W/O SAMRAT SEKH D/O JULU SARDAR MY FATHER NAME HAS BEEN WRONGLY RECOARDED IN MY BIRTH CERTIFICATE AS JULY SARDAR AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 8/8/2025 I JULY SARDAR AND JULU SARDAR BOTH ARE SAME PERSON. MY FATHER ACTUAL NAME IS JULU SARDAR R/O VILL+ PO SUTIA P'S CHAPRA DIST NADIA

**নাম পরিবর্তন**

আমি, POLI MANDAL (old name), পিতা- Swaraj Mandal, Vill-Narendrapur, P.O.- Sonarpur, P.S.-Sonarpur, Dist-24 Parganas(S), Pin-700150 West Bengal,-এর বাসিন্দা, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে আমি আমার নাম 'POLI MANDAL' থেকে পরিবর্তন করে 'ALI MANDAL' (new name) রেখেছি এবং এখন থেকে সর্বক্ষেত্রে 'ALI MANDAL' নামেই পরিচিত হব। বারুইপুর (কলকাতা-১৪৪)-এরLd. Judicial Magistrate 1st Class-এর নিকট ১৯.০৫.২০২৬ তারিখে ২৩৭ নম্বর হলফনামা সম্পাদনের মাধ্যমে এই নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। POLI MANDAL এবং ALI MANDAL-উভয় নামেই আমি একই ব্যক্তি।

**NAME CHANGE**

I, Bipad Taran Mondal (old Name), S/O Late Dayamoy Mondal, resident of Vill: Fulidanga, PO: + PS : Tarapith, Birbhum 731233, wb, do hereby declare that I have changed my name from Bipad Taran Mondal, (Aadhar card 7352 8849 9997) to Bipadtaran Mondal (correct name) and henceforth I shall be known as Bipadtaran Mondal in all purpose, vide affidavit No 27426 sworn before the Executive Magistrate at Rampurhat on 05.10.2026 Bipadtaran Mondal and Bipad Taran Mondal both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, DIPU DAS S/o-Biren Das residing at Bairagi Para, PO-Mohitnagar, PS-Kotwali, Jalpaiguri West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare my son's actual name RUPAYAN DAS instead of PUPAYAN DAS, vide an affidavit No. 23677 sworn before the Ld. Executive Magistrate at Jalpaiguri dated 30/09/2026. RUPAYAN DAS and PUPAYAN DAS both are same and one identical child.

**NAME CHANGE**

I, N Roy(old name) S/o- Narbadeshwar Roy residing at 146/1B, Dr. G.Shekhar Bose Road, Kolkata-700039 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from N Roy to Narendra Roy and henceforth I shall be known as Narendra Roy(new name) in all purpose vide an affidavit No. 11433 sworn before the Notary Public at Kolkata dated 06/10/2026. N Roy and Narendra Roy both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Ikbal Hossain (Old Name) S/O–Ismail Hoque Mondal residing at Vill & PO-Palsunda , PS-Tehatta , Dist-Nadia, West Bengal 741156 do hereby declared that I have changed my name from Ikbal Hossain to Ikbal Hossain Mondal and henceforth I shall be known as Ikbal Hossain Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 06/10/2026 . My name Ikbal Hossain Mondal & Ikbal Hossain both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Abdus Salam (Old Name) S/O–Chhedu residing at Vill & PO-Kaladanga , PS-Daulatabad , Dist-Murshidabad, West Bengal 742304 do hereby declared that I have changed my name from Abdus Salam to Abdus Salam Seikh and henceforth I shall be known as Abdus Salam Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 06/10/2026 . My name Abdus Salam Seikh & Abdus Salam both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, ASHA SHING (old name) W/o-Aditya Singh D/o Late Ashok Singh residing at 16/H/4, Ultadanga Road, Shyambazar, Kolkata-700004 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ASHA SHING to ASHA SINGH and henceforth I shall be known as ASHA SINGH(new name) in all purpose vide an affidavit No. 33458 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore dated 19/09/2026. ASHA SHING and ASHA SINGH both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, FARKHANDA ASIF (old name) D/o- Mohammed Asif Ali residing at 33/1P, Hare Krishna Konar Road, Entally, Kolkata-700014 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from FARKHANDA ASIF to FARKHANDAH ASIF and henceforth I shall be known as FARKHANDAH ASIF(new name) in all purpose vide an affidavit No. 20604 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah dated 05/10/2026. FARKHANDA ASIF and FARKHANDAH ASIF both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Piyari Mohan Mandal (old name) D/o- Sajani Mandal(Old Name) residing at Vill-Hemaitpur, Hatubhanga, P.O.-Hatbahirgachi, P.S.-Dhantala, Dist-Nadia, Pin-741501 West Bengal, have changed our name and shall henceforth be known as Chittaranjan Roy(new name)S/o Lt. Brajeswar Roy(new Name) in all purpose vide an affidavit No. 32961 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Ranaghat, Nadia dated 14/08/2026. Piyari Mohan Mandal D/o- Sajani Mandal and Chittaranjan Roy S/o Lt. Brajeswar Roy both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Smt. Basanti Bauri W/o-Mohan Bauri residing Vill-Bahadurpur, P.O. Chhatarkanali, P.S. & Dist.-Bankura West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare my husband's actual name Mohan Bauri instead of Madan Mohan Bauri, vide an affidavit No. 913 sworn before the Ld. Judicial Magistrate at Bankura dated 05/07/2026. Mohan Bauri and Madan Mohan Bauri both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Lakshmi Saren (old name) W/o-Late Balai Saren(Old Name) residing at Vill-Hairagram, P.S.-Memari, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713407 West Bengal, have changed our name and shall henceforth be known as Lakshi Soren(new name)S/o Balai Soren(new Name) in all purpose vide an affidavit No. 119 sworn before the Ld. Executive Magistrate at Purba Bardhaman dated 25/09/2026. Lakshmi Saren (old name) W/o- Late Balai Saren(Old Name) and Lakshi Soren(new name)S/o Balai Soren(new Name) all are same and identical person.

**NAME CHANGE**

I, Tanusri Datta, W/o.- Dibyendu Datta, residing at Vill.- Kulateghari, P.O.- Keshabchak, P.S.- Tarakeswar, Dist.- Hooghly, Pin-712410, do hereby declare that I have been changed my name from Tanusri Datta to Tanusri Datta Panja. I also state that I would like to changed my name, which has been wrongly recorded as Tanusri Datta in my son Diptarshi Datta's passport(Passport No.-C0343371 Date of issue-19.8.2024) and henceforth I shall be known as Tanusri Datta Panja in all purposes, vide affidavit no.-02 & 8663 sworn before the Notary Public at Chandannagar court & First Class Judicial Magistrate at Chinsurah court(District-Hooghly), on same date-05/10/2026 Tanusri Datta Panja and Tanusri Datta both are same and one identical person.

**নাম পরিবর্তন**

আমি Ali Hasan, S/O Lt. Golam Murtuza, গ্রামঃ হৈদরপুর, পোঃ বারা, থানাঃ নলহাটি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার সঠিক নাম Ali Hasan, যা আমার এবং মেয়ে Nafisa Sultana - র আধার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু মেয়ের স্কুল সার্টিফিকেটে আমার নাম Ali Hossain Kholifa লেখা রয়েছে। ২৮.০৯.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২৭১৯৪ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Ali Hasan and Ali Hossain Kholifa এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

**AFFIDAVIT**

I, Aparna Das Sarkar, W/o - Sri Samir Kumar Das, residing at Vill. - Vivekananda Pally, P.S. - English Bazar, P.O. & Dist. - Malda - 732101, (W.B.) do hereby declare that I have changed my name from Aparna Das Sarkar to Aparna Das and henceforth I shall be known as Aparna Das in all purpose, vide affidavit No. - 04/26 sworn before the Notary Public, Malda, Dated - 03/10/2026. **Aparna Das** and **Aparna Das Sarkar** both are same and one identical person.

# রেলওয়ান অ্যাপে শেয়ারযোগ্য ইউটিএস সিজন টিকিট উপলব্ধ
## রেলওয়ান অ্যাপের মাধ্যমে পরিবার ও অন্যদের জন্য সিজন টিকিট বুকিং সুবিধা

মালিগাঁও, ৬ অক্টোবর ঃ রেলওয়ান অ্যাপে 'শেয়ারযোগ্য ইউটিএস সিজন

টিকিট' সুবিধা চালু করা হয়েছে। এটি যাত্রীদের অধিক সুবিধা প্রদান করে। কারণ রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারীরা শুধু নিজেদের জন্যই নয়, বরং পরিবারের যোগ্য সদস্য বা অন্যান্য ভ্রমণকারীদের জন্যও সিজন টিকিট বুক করতে পারেন। ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে চালু হওয়া এই সুবিধার লক্ষ্য হলো রেলওয়ে টিকিটিং ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক করার পাশাপাশি সিজন-টিকিট বুকিং প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর করে তোলা। নতুন এই ব্যবস্থার অধীনে, একজন রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারীর প্রযোজ্য নিয়মাবলি সাপেক্ষে নিজের জন্য একটি সিজন টিকিট এবং পরিবারের সদস্য বা অন্যান্য যোগ্য যাত্রীর জন্য সর্বোচ্চ আরও পাঁচটি সিজন টিকিট বুক করতে পারবেন। RailOne-এর মাধ্যমে নিজের জন্য সিজন টিকিট বুক করার ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর যেখানে অন্য ব্যবহারকারী যে যাত্রীর জন্য টিকিট বুক করবেন, তার বয়স কমপক্ষে ৫ বছর হতে হবে। নিজের জন্য বুকিং-এর ক্ষেত্রে, জিও-ফেন্সিং-এর সফল যাচাইয়ের পর টিকিটটি সেই দিন থেকেই কার্যকর হয় অন্যদিকে, অন্য যাত্রীদের জন্য বুক করা টিকিট পরের দিন থেকে কার্যকর হয়। সুরক্ষিত সুবিধাজনকভাবে টিকিট যাচাইয়ের সুবিধার্থে 'শেয়ারযোগ্য সিজন টিকিট'-এ ছবি ও কিউআর- কোড আধারিত যাচাইকরণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। টিকিটে যাত্রীর ছবি প্রদর্শিত থাকে এবং তা কিউআর কোডের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত থাকে, যার ফলে টিকিট পরীক্ষক কর্মীরা যাত্রীর পরিচয় যাচাই করতে পারেন। ভ্রমণের সময় যাত্রীরা বৈধ 'শেয়ারযোগ্য সিজন টিকিট'- এর একটি স্পষ্ট প্রিন্ট করা কপি অথবা মোবাইল ডিভাইসে এর পিডিএফ সংস্করণ সাথে রাখতে পারেন। RailOne অ্যাপের মাধ্যমে তৈরি বুকিং রসিদ ও ইনভয়েস এবং ইউটিএস পেপার টিকিটের কপি ভ্রমণের বৈধ নথিপত্র নয়। যাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যেন তাঁরা নিশ্চিত করেন যে, টিকিট বৈধ থাকা সময় পর্যন্ত ছবি ও কিউআর কোডটি পরিষ্কার, অক্ষত ও পাঠযোগ্য থাকে। যদি কিউআর কোডটি ক্ষতিগ্রস্ত বা বিকৃত হয়, সেখানে কোনো পরিবর্তন বা বিকৃত করা হয় অথবা তা পাঠযোগ্য না থাকে, তবে নির্ধারিত ডিজিটাল যাচাইকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না সেক্ষেত্রে রেলওয়ের প্রযোজ্য নিয়ম অনুযায়ী যাত্রীকে বৈধ টিকিট বিহীন ভ্রমণকারী হিসেবে গণ্য করা হতে পারে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার টিকিট-পরীক্ষক কর্মীদেরও এই নতুন সুবিধা এবং নির্ধারিত যাচাইকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন করেছে। ট্রেন ও স্টেশনের টিকিট পরীক্ষক এবং চেকিং স্কোয়াডসহ টিকিট পরীক্ষকারী কর্মীদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যেন তাঁরা 'শেয়ারযোগ্য সিজন টিকিট'-এর ক্ষেত্রে কিউআর- কোড স্ক্যানিং সুবিধাযুক্ত আপডেটেড 'হ্যান্ড-হেল্ড টার্মিনাল' (এইচএইচটি) অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করেন। এই নতুন ব্যবস্থা ডিজিটাল টিকেটিং ব্যবস্থা ও যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতীয় রেলের চলমান প্রচেষ্টারই একটি অংশ একই সাথে এতে টিকিটের সত্যতা যাচাই ও নিশ্চিতকরণের জন্য যথাযথ সুরক্ষাব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের 'RailOne' অ্যাপ ব্যবহার করতে এবং ভ্রমণের সময় যাত্রীর বিবরণ ও কিউআর কোড স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান এমন বৈধ 'শেয়ারযোগ্য সিজন টিকিট' সাথে রাখতে উৎসাহিত করেছে।

# মানুষ-হাতি সংঘাত রুখতে গরুমারায় এআই ক্যামেরা, নেটওয়ার্কহীন এলাকাতেও বিপদে পৌঁছবে খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৬ অক্টোবর ঃ মানুষ হাতি সংঘাত রুখতে এবার ময়দানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। তাই বন্যপ্রাণীর আক্রমণের ভয়কে সরিয়ে এবার জঙ্গলের ট্যুর হতে চলেছে নিশ্চিন্তের। অ্যাডভেঞ্চারের জন্য গভীর জঙ্গলে জঙ্গল সাফারিতে ঢুকলেই কিংবা জঙ্গলের নেটওয়ার্কহীন কোনও এলাকায় অতর্কিত বিপদে পড়লে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে এআই ক্যামেরা। গরুমারা জঙ্গলে নেটওয়ার্কহীন এলাকায় এআই ক্যামেরা, বন্যপ্রাণীর হামলা ও আইনভঙ্গের উপর কড়া নজর রাখছে বন দফতরের। পুজোর পর্যটন মরশুমে গরুমারা জঙ্গলে পর্যটকদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। কিন্তু জঙ্গলের বেশ কিছু এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক ঠিকমতো না থাকায় বন্যপ্রাণীর হামলা বা অন্য কোনও বিপদ ঘটলে দ্রুত খবর পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে। সেই সমস্যা মোকাবিলায় এবার নেটওয়ার্কহীন এলাকাগুলিতে এআই ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে বন দফতর। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ২০ টি এমন এলাকা প্রাথমিক ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে গরুমারা জঙ্গলের মহাকাল মন্দির সংলগ্ন এলাকা, লাটাগুড়ি- মূর্তি রাস্তা-সহ বিভিন্ন নেটওয়ার্ক দুর্বল এলাকায় এই ক্যামেরা বসানো হবে। কোনও এলাকায় হাতি বা অন্য বন্যপ্রাণীর আক্রমণের ঘটনা ঘটলে ক্যামেরার মাধ্যমে বিষয়টি নজরে আসবে এবং সংশ্লিষ্ট বনকর্মীদের কাছে দ্রুত বার্তা পৌঁছবে। এরই সঙ্গে নর্থ রেঞ্জ ডিভিশনের বন দফতর অফিসে বসেই ক্যামেরাগুলির নজরদারি করা হবে। বন্যপ্রাণীর গতিবিধির উপর নজর রাখা তো হবেই এরই সঙ্গে জঙ্গলের নির্দিষ্ট এলাকায় মানুষের অনুপ্রবেশ এবং বন আইন লঙ্ঘনের ঘটনাতেও নজর রাখবে এই ক্যামেরা। জঙ্গলের রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রিল বা ভিডিও তৈরি করা কিংবা নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশের মতো ঘটনাও ক্যামেরায় ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে বন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। পর্যটকদের নিরাপত্তা এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের পাশাপাশি জঙ্গলে অনিয়ম বন্ধ করতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছে বন দফতর।

# সুকনায় বড়সড় অভিযান, আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে উদ্ধার প্যাঙ্গোলিনের আঁশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর ঃ একদিকে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র, অন্যদিকে বিপন্ন বন্যপ্রাণী প্যাঙ্গোলিনের দেহাংশ-একই অভিযানে দুই ধরনের অপরাধের যোগসূত্র সামনে এল শিলিগুড়ি সংলগ্ন সুকনায়। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি এবং বিপুল পরিমাণ প্যাঙ্গোলিনের আঁশ উদ্ধার করেছে বন দফতর। ঘটনায় গ্রেফতার ১ জন। বন দফতর সূত্রে খবর, গত ৫ তারিখ রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ সুকনা রেঞ্জের বনকর্মীরা অভিযান চালিয়ে একটি SBBL বন্দুক, তিন রাউন্ড গুলি এবং প্রায় আড়াই কেজি প্যাঙ্গোলিনের আঁশ উদ্ধার করেন। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৫৫ বছর বয়সী দিলীপ দার্জেকে। তিনি মাটিগাড়া থানা এলাকার বাসিন্দা। উদ্ধার হওয়া প্যাঙ্গোলিনের আঁশ কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং এর পিছনে কোনও পাচারচক্র সক্রিয় রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। একইসঙ্গে উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলির উৎস নিয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে। বন দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধৃতের বিরুদ্ধে Arms Act, ১৯৫৯ এবং Wildlife Protection Act, ১৯৭২-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মঙ্গলবার ধৃতকে কার্শিয়াং আদালতে পেশ করা হলে আদালত তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। এরপর তাঁকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্যাঙ্গোলিনের আঁশ পাচারের সঙ্গে কোনও বড় চক্রের যোগাযোগ রয়েছে কি না, সেই সম্ভাবনাও এড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। প্রয়োজন হলে ধৃতকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে বন দফতর সূত্রে জানা গেছে। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও বন্যপ্রাণীর দেহাংশের সূত্র ধরে তদন্ত আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

# নিম্নমানের মিড-ডে মিল, বেহাল শৌচাগার, সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের সমস্যা নিয়ে অভিভাবকদের অভিযোগ

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৬ অক্টোবর ঃ মরা শালগাছ, অস্বাস্থ্যকর শৌচাগার, বেহাল মিড-ডে মিলের রান্নাঘর, নিরাপত্তার অভাব, নিম্নমানের খাবার এবং পর্যাপ্ত শিক্ষিকার অভাব-এমন নানা সমস্যা নিয়ে জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ জানালেন ঝাড়গ্রাম রানি বিনোদ মঞ্জরী রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের কয়েকজন অভিভাবক। মঙ্গলবার লিখিত অভিযোগে সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের দাবি জানানো হয়েছে। অভিভাবকদের অভিযোগ, বিদ্যালয় চত্বরে ৩-৪ টি মরা শালগাছ দীর্ঘদিন ধরে বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুকনো ডাল ভেঙে পড়ে যে কোনও সময় ছাত্রীদের আঘাত লাগার আশঙ্কা রয়েছে। বিদ্যালয়ের শৌচাগারও অত্যন্ত অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর বলে অভিযোগ। মিড-ডে মিলের রান্নাঘরের বেহাল দশা এবং চারপাশে নোংরা-আবর্জনা পড়ে থাকার কথাও অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যালয় চত্বরে কুকুর ও গরুর অবাধ প্রবেশ এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তাকর্মী না থাকার অভিযোগ করেছেন অভিভাবকেরা। ছাত্রীদের নিম্নমানের মিড-ডে মিল দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ। পর্যাপ্ত শিক্ষিকা না থাকায় নিয়মিত ক্লাস নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না এবং পঠন-পাঠন ব্যাহত হচ্ছে বলেও তাঁদের দাবি। অভিযোগের বিষয়ে প্রধান শিক্ষিকা পুষ্পলতা বারুই মুখোপাধ্যায় বলেন, জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ জমা দেওয়ার বিষয়ে তাঁকে সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি। সাংবাদিকদের কাছ থেকেই প্রথম বিষয়টি জানতে পেরেছেন তিনি। তাঁর কথায়, সন্তানদের নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে অভিভাবকেরা জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ বা আশঙ্কার কথা জানাতেই পারেন। প্রধান শিক্ষিকা জানান, জেলাশাসক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হলেও তাঁর তরফে এখনও কোনও সরকারি তদন্তের নির্দেশ আসেনি। কোনও প্রতিনিধি দলও বিদ্যালয়ে আসেনি। তাঁর দাবি, স্কুলে পরিদর্শন খাতা রয়েছে। সাম্প্রতিক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, অভিভাবক মায়েরা স্কুলে এসে পরিস্থিতি পরিদর্শনের পাশাপাশি ছাত্রীদের দেওয়া খাবার চেখে দেখতে পারবেন। নিরাপত্তা ও শালীনতার কারণে বাবাদের দীর্ঘ সময় স্কুলে দাঁড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি। বিদ্যালয়ে বার বার তৈরি হওয়া সমস্যা ও জটিলতার কারণে তিনি ইতিমধ্যেই বদলির আবেদন করেছেন বলেও জানান প্রধান শিক্ষিকা। তাঁর বক্তব্য, সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। এবিষয়ে জেলাশাসকের প্রতিক্রিয়া জানতে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। অভিযোগপত্রের গ্রহণপত্র হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে প্রতিক্রিয়া চাওয়া হলেও খবর লেখা পর্যন্ত জেলাশাসকের তরফে কোনও জবাব মেলেনি।

# শুশুক দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৬ অক্টোবর ঃ নদীর জীববৈচিত্র্য ও গাঙ্গেয় শুশুক সংরক্ষণের বার্তা নিয়ে উলুবেড়িয়ায় পালিত হল জাতীয় গাঙ্গেয় শুশুক দিবস। ৫ অক্টোবর উলুবেড়িয়া ১ নম্বর ব্লকের উদ্যোগে এবং হাওড়া বনবিভাগ ও হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের সহযোগিতায় কালীনগর নেতাজি পার্কে হুগলি নদীর তীরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গঙ্গা ও হুগলি নদী-সহ সংলগ্ন জলপথে গাঙ্গেয় শুশুকের উপস্থিতি থাকলেও নদীদূষণ, প্লাস্টিক বর্জ্য এবং মৎস্যজীবীদের অসচেতনতার কারণে এই জলজ প্রাণীর অস্তিত্ব ক্রমশ সংকটের মুখে পড়ছে বলে জানান পরিবেশকর্মীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার জেলাশাসক ডঃ পি. দীপাপপ্রিয়া, উলুবেড়িয়ার মহকুমাশাসক সোহম টেব্রিয়াল, হাওড়ার বিভাগীয় বনাধিকারিক সুজিত কুমার দাস, উলুবেড়িয়া ১ নম্বর ব্লকের বিডিও অলোক্তা সেন, রেঞ্জার রাজেশ মুখার্জী, হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের সম্পাদিকা কল্যাণী পালুই-সহ অন্যান্যরা। শুশুক ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন গবেষক- শিক্ষক তথা পরিবেশ মঞ্চের কোষাধ্যক্ষ সায়ন দে। তাঁর পরিচালনায় আমতার গাজীপুর থাকময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা 'বাঁচাও শুশুক, বাঁচাও নদী' শীর্ষক নাটিকা পরিবেশন করে। বৃক্ষরোপণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সমাপ্তি হয়। পাশাপাশি বনদফতরের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের হাতে নদীদূষণ রোধ ও শুশুক সংরক্ষণের বার্তা সম্বলিত লিফলেট তুলে দেওয়া হয়।

**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার**

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জিনিয়ার)/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে সেগুলি বিকেল ৩টেয় খোলা হবে: **ক্র. নং.; ই-টেন্ডার নং.; কাজের বিবরণ এবং টেন্ডার মূল্য এবং প্রদেয় বায়না অর্থ** যথাক্রমে : (১); **ই-কেজিপিডব্লু-ডিইএন-১১-২০২৬;** এডিইএন/ডব্লুএসপি/ খড়গপুরের অধিক্ষেত্রের অধীনে খড়গপুর মেন ওয়ার্কশপের হুইলশপের পরিকাঠামোগত সুবিধার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন। ৬,৪২,৪০,৭৮৩.৫৪ টাকা; ১২,৮৪,৮০০.০০ টাকা; (২); **ই-কেজিপিডব্লু-ডিইএন-১২-২০২৬;** এডিইএন/ডব্লুএসপি/ খড়গপুরের অধিক্ষেত্রের অধীনে খড়গপুর ওয়ার্কশপের প্লেট শপ এবং হুইল শপের রক্ষণাবেক্ষণ, সিইটিএল বিল্ডিং এবং পুরোনো পে অফিসের মেরামতির কাজ; ৬৬,৩২,০৫০.২৯ টাকা; ১,৩২,৭০০.০০ টাকা; (৩); **ই-কেজিপিডব্লু-ডিইএন-১৩-২০২৬;** এডিইএন/ডব্লুএসপি/ খড়গপুরের অধিক্ষেত্রের অধীনে ২০২৬-২০২৭ এবং ২০২৭-২০২৮ সালের জন্য (দুই বছর) প্রধান ওয়ার্কশপ, নিউ ওয়াগন শপ ও এনএস ইয়ার্ড কমপ্লেক্স-এর অভ্যন্তরে ও বাইরে বিবিধ (পি-ওয়ে জোনাল) ট্র্যাকের কাজ ; ২,২২,০৪,৪৩৬.৮৩ টাকা; ৪,৪৪,১০০.০০ টাকা; (৪); **ই-কেজিপিডব্লু-ডিইএন-১৪-২০২৬;** এডিইএন/ ডব্লুএসপি/ খড়গপুরের অধিক্ষেত্রের অধীনে খড়গপুর ওয়ার্কশপে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের কাজ; ১৪,৩৫,৬৭৯.৮৬ টাকা; ২৮,৭০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্য :** ০.০০ টাকা (ক্র. নং. ১ থেকে ৪ -এর জন্য); **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** ১২ মাস (ক্র. নং. ১ ও ২ -এর জন্য), ২৪ মাস (ক্র. নং. ৩ -এর জন্য) এবং ৬ মাস (ক্র. নং. ৪ -এর জন্য)। **খোলার তারিখ :** ২৬/১০/২০২৬ তারিখ (ক্র. নং. ১ থেকে ৪ -এর জন্য); **দরপত্র প্রদান শুরুর তারিখ :** ক্র. নং. ১ থেকে ৪ -এর জন্য ১২/১০/২০২৬ থেকে ২৬/১০/২০২৬ বিকেল ৩ টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিলকৃত টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.:** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন।
(PR-862)

**Government of West Bengal**
Sumangalam Home for Boys
Bishnupur, Bankura
2nd Call for NIet No.
02/E/ SKH/2026
Dt. 29/07/2026 under
Sumangalam Home for Boys
Sealed e-Tenders are invited by the Superintendent, Sumangalam Home for supplying of Dietary, Clothing, Bedding and such other articles to Sumangalam Home for Boys for the period of one year. Other details will be available in the office of the undersigned on any working days and also in the website www.bankura.gov.in. For further details please visit the Government Website: http://wbtenders.gov.in.
Sd/-
Superintendent,
Sumangalam Home for Boys
Kharikasuli, Morar, Bankura
Memo No-310/(3)/ADV/DICO/BNK
Dt.-06.10.2026

**NIQ, Govt. of West Bengal.**
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.
1. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructure arrangement for the programme to be attended by VVIP at the Lok Bhavan, Kolkata, on 7th and 8th October, 2026 " **[Job No. KIT/RW/ 203 of 26-27]**
**SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-113/KIT/Q of 26-27)**
Bid Submission Closing : 07.10.2026 up to 03.00 PM
2. Name of Work: "Provision for temporary High Speed Internet for the programme to be attended by VVIP at the Lok Bhavan, Kolkata, on 7th and 8th October, 2026 "
**[Job No. KIT/RW/204 of 26-27]**
**SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-114/KIT/Q of 26-27)**
Bid Submission Closing : 07.10.2026 up to 03.00 PM
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

**NORTH DUM DUM MUNICIPALITY**
163, M.B.ROAD, BIRATI, KOLKATA - 700051
PHONE: (033) 2514-2101/2514-2494, FAX - (033) 2514-2990
Website: http://www.northdumdummunicipality.org
E-mail ID: northdumdum@gmail.com
Memo No. NDDM/PWD/4620 Date: 06.10.2026
**NOTICE INVITING e-TENDER**
Please visit Municipal web site as stated above and e- Procurement portal i.e. https://tenders.wb.gov.in for apply to the tender floated for Civil Works vide NIeT No. WBMAD/NDDM/PWD/NIeT-301_2/26-27 Dated: 06.10.2026
Sd/-
Executive Officer
North Dum Dum Municipality

# পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ালেন কংগ্রেস প্রার্থী আবদুল্লাহিল কাফি, থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৬ অক্টোবর ঃ রেজিনগর উপনির্বাচনে এলাকা পরিদর্শনে বেরিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়লেন রেজিনগরের কংগ্রেস প্রার্থী আবদুল্লাহিল কাফি। পুলিশ তাঁকে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট করানোর জন্য এবং ভোটারদের প্রভাবিত না করার অনুরোধ জানিয়ে এলাকা ফাঁকা করার আর্জি জানালেও তিনি পুলিশের অনুরোধ না শুনে রেজিনগর থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসে পড়েন। মঙ্গলবার সকাল থেকেই রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে। সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথ পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী, কাফি। আবদুল্লাহিল কাফি প্রশাসন এবং বিজেপি কর্মী- সমর্থকদের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, উপনির্বাচনকে লক্ষ্য করে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। পুলিশের দ্বারা যেভাবে ভোট লুট করা হচ্ছে তা গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক। এই ভোট লুণ্ঠনের প্রক্রিয়াকে ধিক্কার জানাই। প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলে তিনি জানিয়েছেন, কোনও বুথে কংগ্রেসের এজেন্টকে বসতে দেওয়া হচ্ছে না। এখানে একাধিক বিজেপির এজেন্ট এবং আরএসএসের লোকেরা অবাধে ভোট লুট করছে। তাঁর মতে, বিজেপি বুঝে গেছে কংগ্রেস নিশ্চিতভাবে এইসব বুথগুলোতে জিতবে। তাই রাহুল গান্ধী, অধীর চৌধুরীকে যেমন ভয় পেয়েছে, তেমনই আমাকেও ভয় পেয়ে এলাকা ছাড়া করতে চাইছে। তাঁর আরও দাবি, পুলিশ অফিসাররা ফোন বন্ধ করে রেখেছেন এবং পুলিশ সুপার, সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়ে অবাধে ভোট লুটে সাহায্য করছে। প্রার্থীর দাবি, পুলিশ প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশনের সাহায্য না পেয়ে তিনি রেজিনগর থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর দাবি, বারবার নির্বাচন কমিশনকে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এদিকে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সমগ্র রেজিনগর জুড়ে ভোট শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ঘটলেও বেশিরভাগ জায়গায় মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিচ্ছেন। পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, কিছু মানুষ অযথা শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে। তাই তাঁদের এলাকা ছাড়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আমরা চাই ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হোক। কোনও প্রার্থী যদি ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন, তাহলে তা নির্বাচনী বিধিভঙ্গ। কংগ্রেস প্রার্থীর রেজিনগর থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। কংগ্রেস কর্মীরা প্রার্থীর সমর্থনে স্লোগান দিতে শুরু করেন।

# ভাগীরথীতে তলিয়ে গেল কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ৬ অক্টোবর ঃ জেঠুর বার্ষিক পারলৌকিক কাজ উপলক্ষে পরিবারের সঙ্গে নবদ্বীপের বড়ালঘাটে এসে ভাগীরথীর জলে তলিয়ে গেল ১৫ বছরের এক কিশোর। মঙ্গলবার সকাল আনুমানিক ১০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। তলিয়ে যাওয়া কিশোরের নাম সুজিত সাহা। তার বাড়ি কৃষ্ণনগরের বৌবাজার এলাকার অরবিন্দ রোডে। তার বাবা প্রদীপ সাহা পেশায় ব্যবসায়ী। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, জেঠুর বার্ষিক পারলৌকিক কাজ উপলক্ষ্যে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বড়ালঘাটে এসেছিল সুজিত। স্নান করতে নদীতে নামার পর কোনওভাবে সে জলে তলিয়ে যায়। ঘটনার পর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রাও দ্রুত উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করেন। পাশাপাশি প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়। পরিবার ও স্থানীয়দের অভিযোগ, ঘটনার প্রায় তিন ঘণ্টা পরেও ডুবুরি না আসায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত ডুবুরি এনে নদীতে তল্লাশি চালিয়ে কিশোরকে উদ্ধারের দাবি জানান তাঁরা। পরে বেলা একটা নাগাদ ডুবুরি এসে নদীতে তল্লাশি শুরু করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কিশোরের সন্ধানে ভাগীরথীর জলে তল্লাশি চলছে।

# বোনাস ও বকেয়া মজুরির দাবিতে ডুয়ার্সে জাতীয় সড়ক অবরোধ চা শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৬ অক্টোবর ঃ দুর্গাপূজার প্রাক্কালে বোনাস এবং বকেয়া মজুরির দাবিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ডুয়ার্সের চা বলয়। ২০ শতাংশ পূজা বোনাস এবং দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা বকেয়া মজুরি অবিলম্বে মেটানোর দাবিতে মঙ্গলবার সকালে কাজ বন্ধ রেখে আন্দোলনে নামলেন সোনগাছি চা বাগানের শতাধিক শ্রমিক। আন্দোলনকারীরা জাতীয় সড়ক-১৭ অবরোধ করায় সড়কের দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে অসংখ্য যানবাহন, যার ফলে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় যান চলাচল। শ্রমিকদের গুরুতর অভিযোগ, বিগত কয়েক মাস ধরে তাঁদের ন্যায্য পাওনা মজুরি আটকে রেখেছে বাগান কর্তৃপক্ষ। এর পাশাপাশি শারদীয় উৎসবের মুখে চা বাগানের কর্মীদের বোনাস দেওয়ার বিষয়েও সুনির্দিষ্ট কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। উৎসবের ঠিক মুখেই এই তীব্র আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়ে বাধ্য হয়েই রাজপথে নামতে হয়েছে বলে জানান ক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা। এদিনের এই বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচিতে পুরুষ শ্রমিকদের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক মহিলা চা শ্রমিকও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। আন্দোলনকারী শ্রমিক অরবিন্দ কার্কেট্টা কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, পূজার আগে বকেয়া মজুরি এবং ন্যায্য বোনাস নিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষের এই ঢিলেঢালা মনোভাব ও টালবাহানা আমরা কোনোভাবেই মেনে নেব না। দাবি না মেটা পর্যন্ত আমাদের এই প্রতিবাদ চলবে। জাতীয় সড়ক অবরোধের খবর পাওয়া মাত্রই মেটেলি ও মালবাজার থানার পুলিশ বিশাল বাহিনী নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ তোলার চেষ্টা চালায়। জাতীয় সড়ক স্তব্ধ হয়ে পড়ার কারণে বীরপাড়া, জলপাইগুড়ি এবং মালবাজারগামী বাস, লরি এবং জরুরি পরিষেবা সহ একাধিক যানবাহন বহুক্ষণ আটকে পড়ে সাধারণ যাত্রী দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।

**পূর্ব রেলওয়ে**

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ (জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১৩৯২-২০২৬-২৭, তারিখ ০১.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ :** অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় পূর্ব রেলওয়ের এসডিএইচ ডিভিসনে ডিডিজে ও বিপি স্টেশনে উন্নয়নের অবশিষ্ট কাজের সঙ্গে যুক্ত সাধারণ বিদ্যুৎ পরিষেবা কাজ। **টেন্ডার মূল্য :** ২,১৬,০৩,২০৩.৩৯ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৪,৩২,১০০ টাকা। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১৪০১-২০২৬-২৭, তারিখ ০১.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ :** এসপিআর কারশেডে একটি ১৫ কোচ স্টেবলিং লাইনের সম্প্রসারণের প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত সাধারণ বিদ্যুৎ পরিষেবা কাজ। **টেন্ডার মূল্য :** ২১,৮৮,৬২২ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৪৩,৮০০ টাকা। **ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১৩৮৪-২০২৬-২৭, তারিখ ০১.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ :** (i) এসএসই/ই/জি/আইসি/ এসডিএইচ-১-এর আওতাধীন পানীয় জল সরবরাহ, জল নিষ্কাশন ও ফোয়ারার কাজে ব্যবহৃত সাবমার্সিবল পাম্প ও মোটর সেটের ১ বছর মেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতি চুক্তি। (ii) এসএসই/ই/জি/আইসি/এসডিএইচ-১-এর আওতাধীন ইউজিআর-এর ২০ এইচপি ক্ষমতার ওপেন ওয়েল পাম্প-মোটর সেটের ব্রেকডাউন মেরামতি ও সংশোধনের জন্য ১ বছরের চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য :** ৩৮,৩৬,৪৮০ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৭৬,৭০০ টাকা। **ক্র.নং ৪, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১৩৯৪-২০২৬-২৭, তারিখ ০১.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ :** অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় পূর্ব রেলওয়ের এসডিএইচ ডিভিসনে এনএইচ, কেওয়াইআই ও কেএলওয়াইজি স্টেশনে উন্নয়নের অবশিষ্ট কাজের সঙ্গে যুক্ত সাধারণ বিদ্যুৎ পরিষেবা কাজ। **টেন্ডার মূল্য :** ২,৩৫,০৬,৬৪১ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৪,৭০,১০০ টাকা। **ক্র.নং ৫, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১৩৭৩-২০২৬-২৭, তারিখ ০১.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ :** এনএইচ/আরওএইচ শেড ও আশপাশের এলাকার আলোকসজ্জার উন্নয়ন এবং আনুষঙ্গিক কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য :** ২০,৮১,৩৮৩ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৪১,৬০০ টাকা। **ক্র.নং ৬, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১৪০৭-২০২৬-২৭, তারিখ ০১.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ:** শিয়ালদহ ডিভিসনের এসএসই/ই(জি) /এসডিএইচ-১ ও এসএসই/ই(জি) /এসপিআর-এর আওতাধীন ৩৪টি স্টেশনের আলোকসজ্জা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য :** ৪,৮৭,৫৫,৮৫০ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৯,৭৫,১০০ টাকা। **ক্র.নং ৭, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১৩৯৫-২০২৬-২৭, তারিখ ০১.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ :** অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় পূর্ব রেলওয়ের এসডিএইচ ডিভিসনে এসপিআর ও সিজি স্টেশনে উন্নয়নের অবশিষ্ট কাজের সঙ্গে যুক্ত সাধারণ বিদ্যুৎ পরিষেবা কাজ। **টেন্ডার মূল্য :** ১,৭৪,৯৬,৯৯৬ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৩,৪৯,৯০০ টাকা। **সমাপ্তির মেয়াদ:** ১২ মাস (ক্র.নং ১,৩,৬ ও ৭-এর জন্য), ১৮ মাস (ক্র.নং ২-এর জন্য), ৬ মাস (ক্র.নং ৪-এর জন্য) ও ৫ মাস (ক্র.নং ৫-এর জন্য)। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ১২.১০.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৬.১০.২০২৬, দুপুর ২টো। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
(SDAH-247/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/ ২১(নোটিস)/৭৮৬, তারিখ : ০৫.১০.২০২৬।** ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৭১০। কাজের নাম:** পাকুড় ইয়ার্ডে রোলিং ইন/আউট সুবিধার সংস্থান এবং পরিকাঠামো সুবিধার উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ১৩,৯১,২৪১ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা) :** ২৭,৮০০ টাকা। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৭০৪। কাজের নাম:** এইএন/ডিকেএই-র অধিকারক্ষেত্রের আওতায় যোগ্যতা ও নির্ধারিত প্রবেশ-গম্যতা সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুসারে বলরামবাটী, বারুইপাড়া, বেগমপুর, বেলানগর, বেলমুড়ি, চন্দনপুর, ডানকুনি, গোবরা, গুড়াপ, হাজীগড়, জনাই রোড, জৌগ্রাম, ঝাপনডাঙ্গা, কামারকুণ্ডু, মধুসুদনপুর, মির্জাপুর-বাঁকিপুর, পোড়াবাজার, শিবাইচণ্ডী, ধনেখালি হল্ট ও রাজচন্দ্রপুর স্টেশনে দিব্যাঙ্গজন সুবিধার সংস্থানের সঙ্গে যুক্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৩২,৯২,৫০৭ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ৬৫,৯০০ টাকা। **ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬২৬-আর১। কাজের নাম:** হাওড়া ডিভিসনে এবিকেএ, এনডিএই, কেডব্লুএই, এজেড ও কেজিএলই-তে এফওবি-র সঙ্গে সংযোগকারী যাত্রী লিফ্টের সংস্থান। **টেন্ডার মূল্য:** ৩,৮০,৯৫,৫১৩ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ৭,৬১,৯০০ টাকা। **ক্র.নং ৪, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬০২। কাজের নাম:** এইএন/বিডিসি-র অধিকারক্ষেত্রের আওতাধীন ব্রিজ নং ৮২, ১০১, ১০২, ১০৭, ১০৯, ১১২, ১১৬, ১২৪, ১২৭ এবং ১৬৫-এর সাবওয়েগুলোর উভয় প্রবেশপথের উপর ছাদ নির্মাণ এবং সেগুলির সাম্প ও জল সংরক্ষণের আধার পরিষ্কার করার মাধ্যমে বিদ্যমান সাবওয়ের উন্নয়ন ও আপগ্রেডেশনের সঙ্গে যুক্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ২৬,১৭,৫৮১ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ৫২,৪০০ টাকা। **ক্র.নং ৫, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৯৬-আর২। কাজের নাম:** হাওড়া ডিভিসনের আওতাধীন বিডিসি, বিডব্লুএন, এজেড, আরপিএইচ-এর রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৯৫,০৯, ৯৬০ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ১,৯০,২০০ টাকা। **ক্র.নং ৬, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬৬৪। কাজের নাম:** এইএন/এলএলএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের আওতাধীন টিএকে স্টেশনে রিটায়ারিং রুম নির্মাণ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সঙ্গে যুক্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৭২,৭৬,৪৬৩ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ১,৪৫,৫০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১৮০ দিন প্রতিটির জন্য। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৬.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে (ক্র.নং ১ থেকে ৩-এর জন্য) এবং ২৮.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে (ক্র.নং ৪ থেকে ৬-এর জন্য)। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবেনা কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর যে কোনও সুবিধামতো তারিখে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে।
(HWH-370/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer(E)/(Water Supply) (MGPS/ WPS), KMC** invites e-tender in two part Bid system for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/WS/TKG/07/2026-27 (1st Call)**
Name of work: **Repairing and overhauling of delivery end sluice valves for pump unit-3 and 4 with other allied works installed at Tuktaghat raw water intake pumping station.** Estimated Amount: ₹ **1,95,000.70.** Earnest Money: ₹ **3,950.00.** Period of completion : **20 Days.** Last Date and Time for Submission of Bid (Online): **02.11.2026 up to 2 p.m.**

**(2) NIT No. : KMC/WS/TKG/08/2026-27 (1st Call)**
Name of work: **Dehydration and filtering of transformer oil including testing, commissioning of 2 nos 500 KVA transformer at Tuktaghat raw water pumping station.** Estimated Amount: ₹ **1,39,528.56.** Earnest Money: ₹ **2,800.00.** Period of completion : **15 Days.** Last Date and Time for Submission of Bid (Online): **03.11.2026 up to 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer/Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/WS/PG_67/T-16/26-27**
Name of work: **Restoration of F.W. Supply by repairing of leaks on 150 & 100 MM. DIA. pipe at 29, 33/1A, 601/A, 16/1B Raj Krishna Chatterjee Road in Ward No. 67.** Estimated Amount: ₹ **2,10,276.00.** Earnest Money: ₹ **4,300.00.** Period of completion : **09 Days.**

**(2) NIT No. : KMC/WS/PG_67/T-15/26-27**
Name of work: **Restoration of filtered water supply against contamination at 11B/1, 11/J, 11H Bedia Danga 2nd Lane with some allied works in Ward No. - 67.** Estimated Amount: ₹ **2,71,125.00.** Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of completion : **12 Days.** Last Date of receipt/opening of Tender (Online) : **04.11.2026 at 1 p.m./06.11.2026 at 1 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2).

**(3) NIT No. : KMC/WS/West/W87/T-01/2026-27**
Name of work: **Restoration of F.W supply by repairing of damaged, choked F.W S/Mains with otherallied works along Southern Ave., Laketemple Rd. and its surrounding areas in Ward No. 87.** Estimated Amount: ₹ **2,90,754.00.** Earnest Money: ₹ **5,815.00.** Period of completion : **25 Days.**

**(4) NIT No. : KMC/WS/West/W85/T-03/2026-27**
Name of work: **Restoration of F.W supply by repairing leakages, replacing the damaged portion ofs/main, G.I Service pipe and others alliedworks along Monohar Pukur Rd., Tilakrd., Mahanirban Rd. and others different spots in Ward No. 85.** Estimated Amount: ₹ **2,92,255.00.** Earnest Money: ₹ **5,850.00.** Period of completion : **25 Days.** Last Date of receipt/opening of Tender (Online) : **04.11.2026 at 12.30 p.m./06.11.2026 at 1 p.m.** (for Sl. No. 3 to 4). The bid forms and other details are available from the website: **https://etender.wb.nic.in http://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The **Executive Engineer (Water Supply)/Jai Hind Jal Prakalpa, KMC** invites e-tender online in two-bid system for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/WS/JHJP/07/2026-2027**
Name of the work: **Maintenance of areas of the plant premises at Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount: ₹ **2,43,510.60.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion : **14 Days.**

**(2) NIT No. : KMC/WS/JHJP/08/2026-2027**
Name of the work: **Desiltation of sludge from clarifier unit-1 at Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount: ₹ **1,98,104.94.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **28 Days.** Last date and Time of submission of Bid: **31.10.2026 and 1 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). For detailed information please visit website: **https:// wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Water Supply)/(ARSM Sq. BPS), KMC** invites e-tender online in two-bid system for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/WS/ARSM/35/2026-27 (1st Call)**
Name of the work: **Replacement of defunct capacitor bank for pump-motor unit no. 3 at Auckland SQ. BPS.** Estimated Amount: ₹ **4,78,352.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **20 Days.**

**(2) NIT No. : KMC/WS/ARSM/38/2026-27 (1st Call)**
Name of the work: **Replacement of broken rotating assembly with bearings of KBL make 16UPH-2 pump unit no.- 6 at Auckland Sq. BPS.** Estimated Amount: ₹ **3,96,194.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of completion : **15 Days.** Last date and Time of submission of Bid: **31/10/2026 at 2 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **02.11.2026 at 2 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from : **9.10.2026 at 1 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2).

**(3) NIT No. : KMC/WS/ARSM/41/2026-27 (1st Call)**
Name of the work: **Replacement of defunct motor protection relay, HT Panel wiring including installation of multifunction meter, Annunciator of HT pump unit No. - 4 at Auckland SQ BPS.** Estimated Amount: ₹ **2,36,716.00.** Earnest Money: ₹ **4,800.00.** Period of completion : **21 Days.**

**(4) NIT No. : KMC/WS/ARSM/42/2026-27 (1st Call)**
Name of the work: **Arrangement for daily cleaning to have hygienic working atmosphere inside pumping station and plant premises at Auckland Sq. BPS.** Estimated Amount: ₹ **3,68,805.00.** Earnest Money: ₹ **7,400.00.** Period of completion : **365 Days.**

**(5) NIT No. : KMC/WS/ARSM/40/2026-27 (1st Call)**
Name of the work: **Dismantling, inspection and ultrasonic testing of shaft of old heavy-duty pump for assessment of reusability of components prior to condemnation at Auckland Sq BPS.** Estimated Amount: ₹ **1,05,989.00.** Earnest Money: ₹ **2,200.00.** Period of completion : **10 Days.**

**(6) NIT No. : KMC/WS/ARSM/43/2026-27 (1st Call)**
Name of the work: **Supply and delivery carbon brush and carbon brush holder for HT Slipring induction Motor No. - 1 at Auckland Sq. BPS.** Estimated Amount: ₹ **1,81,273.00.** Earnest Money: ₹ **3,700.00.** Period of completion : **30 Days.** Last date and Time of submission of Bid: **29.10.2026 at 2 p.m.** (for Sl. No. 3 to 6). Tender will be opened on: **31.10.2026 at 2 p.m.** (for Sl. No. 3 to 6). The bid forms and other details are available on and from : **7.10.2026 at 1 p.m.** (for Sl. No. 3 to 6). For detailed information please visit website: **https:// wbteners.gov.in** (for Sl. No. 1 to 6).

The **Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works:

**(1) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/26-27/65**
Name of work: **Strengthening of two nos. 1500 MM DIA PSC, CC Grid and Two Nos. 900 MM DIA PSC, SS Grid near Century Ply, IHM Kolkata Campus, WBTC Main Gate and Deep Bhawan on Taratala Road with other allied works.** Estimated Amount: ₹ **2,98,591.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **15 Days.** Last date and Time of receipt of Tender (Online): **28.10.2026 at 2 p.m.** Last date and Time of opening of Tender (Online): **30.10.2026 at 2 p.m.**

**(2) NIT No. : KMC/WS/GRWW/PH-I/eT-18/2026-27**
Name of work: **Application of corrosion resistant primer and epoxy resin based painting on two nos. SS Grid Pipe lines, by pass arrangement, Valves, Platform etc. and MS structure of inter connection valves shed on the western side of PLM Room under GRWW.** Estimated Amount: ₹ **4,67,149.00.** Earnest Money: ₹ **9,350.00.** Period of completion : **15 Days.**

**(3) NIT No. : KMC/WS/GRWW/PH-I/eT-17/2026-27**
Name of work: **Strengthening of the leaky blank plate on the extended portion of the 1500 MM DIA. Manifold pipeline of CWPS PH-I, GRWW along with installation of blank flange, AIR valve and washout assembly on the same pipeline with other ancillary works.** Estimated Amount: ₹ **4,78,203.00.** Earnest Money: ₹ **9,600.00.** Period of completion : **05 Days.**

**(4) NIT No. : KMC/WS/GRWW/PH-I/eT-19/2026-27**
Name of work: **Replacement of defective spares with new ones suitable for the existing V.T. Pump No. - 4 including reassembling and alignment of the pump-motor set at low lift pumping station under GRWW.** Estimated Amount: ₹ **4,75,401.00.** Earnest Money: ₹ **9,550.00.** Period of completion : **10 Days.** Last date and Time of receipt of Tender (Online): **28.10.2026 at 11 a.m.** (for Sl. No. 2 to 4). Last date and Time of opening of Tender (Online): **30.10.2026 at 11 a.m.** (for Sl. No. 2 to 4). The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The **Executive Engineer (WS/TPS), KMC** invites e-tender on-line in two-bid system for the following work:

**NIT No. : KMC/WS/TPS/35/2026-2027**
Name of the work: **Restoration of Entrance Gate Road of Chlorine Plant at Station No. 4 under TPS from Approach Road for movement of Chlorine Cylinder Loaded Truck.** Estimated Amount: ₹ **4,97,602.43.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **30 Days.** Last date and Time of submission of bid: **17.11.2026 up to 2 p.m.** For detail information please visit website: **https://wbtenders.gov.in** (586/26-27)

# জাতীয় দলের সব ফরম্যাটের নেতৃত্ব ছাড়লেন হরমনপ্রীত

**সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৬ অক্টোবরঃ** ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সব ফরম্যাটের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন হরমনপ্রীত কৌর। মঙ্গলবার আচমকা এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। খবর নিশ্চিত করে হরমন জানিয়েছেন, দেশের হয়ে সাধারণ খেলোয়াড় হিসেবে লড়াই চালিয়ে যাবেন। নেতৃত্ব ছাড়ার এই সিদ্ধান্ত একেবারেই সহজ ছিল না বলে স্বীকার করেছেন তারকা ব্যাটার। তাঁর মতে, এই যাত্রাপথে বহু স্মৃতি, আবেগ এবং ব্যক্তিগত আত্মত্যাগ জড়িয়ে রয়েছে। ইনস্টাগ্রামে দীর্ঘ পোস্টে নিজের মনের কথা তুলে ধরেছেন হরমনপ্রীত। লিখেছেন, 'এই সিদ্ধান্ত নেওয়াটা মোটেও সহজ কাজ নয়। এর সঙ্গে আমার বহু বছরের স্মৃতি, আবেগ এবং অনেক ত্যাগ জড়িয়ে।' দেশের ক্রিকেটের জন্য নিজের সেরাটা দিয়েছেন বলে দাবি তারকা ব্যাটারের। তাঁর কথায়, 'এই দলকে এবং ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটকে আমি আমার সর্বস্ব দিয়েছি। নিজের রক্ত, ঘাম, সময়-সবই দলের জন্য ব্যয় করেছি। অনেক সময় নিজের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও খেলাকেও বিসর্জন দিতে হয়েছে।' হরমনপ্রীত মনে করেন, তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পূর্ণ করেছেন। অধিনায়ক হিসেবে দলকে আর সবকিছুর উপরে রেখেছেন। তাঁর মন্তব্য, 'এমন অনেক মুহূর্ত এসেছে, যখন নিজের পারফরম্যান্স ও উন্নতির কথা ভুলে যেতে হয়েছে। কারণ আমি বিশ্বাস করতাম, দলই সবার আগে।' কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে অনেক সময় ভুলও বুঝেছেন কেউ কেউ। হরমনপ্রীতের কথায়, 'অধিনায়ক হিসেবে নেওয়া সব সিদ্ধান্ত সবাই বোঝেননি। এর জন্য আমাকে ব্যক্তিগত মূল্যও চোকাতে হয়েছে। তবে প্রতিটি পদক্ষেপের পিছনে একটিই উদ্দেশ্য ছিল, এই দলকে আরও উন্নত করা। যাতে অন্য খেলোয়াড়রা নিজেদের মেলে ধরার সুযোগ পায় এবং সেরা পারফর্মার হয়ে ওঠে।' শেষে যোগ করেন, 'আমার মনে হয়, আমি নিজের কর্তব্য পালন করেছি। দলকে আমার সবটুকু দিয়েছি।' নেতৃত্ব ছাড়লেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে এখনই বিদায় জানাচ্ছেন না। হরমন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দেশের হয়ে খেলা চালিয়ে যাবেন। বলেন, 'অধিনায়কত্বের শেষ হল ঠিকই, তবে আমার যাত্রা অব্যাহত থাকবে।' গত বছর নভেম্বরে তাঁর নেতৃত্বেই প্রথমবার ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। সম্প্রতি টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাটে এশিয়ান গেমসেও টানা দ্বিতীয়বার সোনা জিতেছে দল। সাফল্যের এই শিখরে দাঁড়িয়েও অত্যন্ত শান্তভাবে ব্যাটন হাতবদল করছেন। বিদায়বেলায় হরমনের উপলব্ধি, 'আবেগপূর্ণ হৃদয় নিয়ে নেতৃত্ব ছাড়ছি। তবে মনে একটা অদ্ভুত শান্তিও রয়েছে। কারণ আমি বিশ্বাস করি, আমার দল এখন একটা খুব ভালো জায়গায় পৌঁছেছে।'

## আগরকর জমানা শেষ!

# বিসিসিআইয়ের 'অন্তর্বর্তীকালীন' প্রধান নির্বাচক প্রজ্ঞান ওঝা

**সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৬ অক্টোবরঃ** অজিত আগরকরের মেয়াদ ফুরিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অন্দরে এখন নতুন প্রধান নির্বাচক খোঁজার চরম তৎপরতা। আপাতত অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন স্পিনার প্রজ্ঞান ওঝাকে। গত ৪ অক্টোবর শেষ হয়েছে আগরকরের চুক্তি। এরপর গুয়াহাটিতে বসেছিল জাতীয় দলের নির্বাচক কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। সেখানে তিনি গরহাজির। ক্রিকবাজের রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই বৈঠকেই ওঝাকে সাময়িকভাবে দায়িত্ব সামলাতে বলা হয়। ২৪টি টেস্ট খেলা এই প্রাক্তন বাঁ-হাতি স্পিনারই নাকি এখন স্থায়ী পদে বসার দৌড়ে এগিয়ে! বর্তমান নির্বাচক কমিটিতে সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রজ্ঞানেরই। ঝুলিতে ২৪টি টেস্ট ম্যাচ। নিয়ম অনুযায়ী, কমিটির সদস্যদের মধ্যে যাঁর টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি, তিনিই প্রধান নির্বাচক হন। সেই হিসেবে প্রজ্ঞানই স্বাভাবিক পছন্দ। বাকি সদস্যদের পরিসংখ্যান দেখলে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হবে। বর্তমান প্যানেলে থাকা শিবসুন্দর দাস দেশের হয়ে খেলেছেন ২৩টি টেস্ট। প্রাক্তন পেসার আরপি সিংয়ের নামের পাশে রয়েছে ১৪টি টেস্ট খেলার রেকর্ড। অন্যদিকে অজয় রাত্রা মাত্র ৬টি। তাই অভিজ্ঞতা ও পরিসংখ্যানের নিরিখে বাকিদের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে প্রজ্ঞান।

বোর্ডের এক সূত্রের কথায়, ''বিসিসিআইয়ে কখন কী হয়, কেউ বলতে পারে না। তবে সকলের কাছে ওঝাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য প্রার্থী।'' এমনিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে নাটকের অভাব নেই। প্রজ্ঞান ওঝা স্থায়ীভাবে এই পদে বসবেন, নাকি সম্পূর্ণ নতুন কাউকে বাইরে থেকে আনা হবে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রাক্তন উইকেটকিপার ব্যাটার পার্থিব প্যাটেলের নামও আলোচনায় আসছে। তবে তিনি শেষ পর্যন্ত এই গুরুদায়িত্ব পাবেন কি না, তা সময়ই বলবে। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি বেশ ঘোরালো। বোর্ডের শীর্ষকর্তারা সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছেন। খুব দ্রুত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। নতুন প্রধান নির্বাচকের সামনে শুরুতেই জোড়া চ্যালেঞ্জ অপেক্ষমান। চলতি সপ্তাহেই ফের বৈঠকে বসবে নির্বাচক কমিটি। আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজের দল চূড়ান্ত করতে হবে। কিউয়িদের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে পাঁচটি টি-টোয়েন্টি, পাঁচটি ওয়ানডে এবং দু'টি টেস্ট খেলবে ভারত। এই বিশাল টুর্নামেন্টের জন্য নিখুঁত স্কোয়াড বেছে নেওয়াই প্রথম ও প্রধান কাজ। তবে আসল বড় পরীক্ষা অপেক্ষা করছে আগামী বছর। ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য স্কোয়াড গড়ার প্রাথমিক রূপরেখা তৈরি করতে হবে নতুন প্রধান নির্বাচককে। বিশ্বকাপের দল বাছতে গিয়ে বেশ কিছু কঠিন প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে নির্বাচক কমিটিকে। অধিনায়ক রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ কী? দলে কোন কোন অলরাউন্ডার ও ফাস্ট বোলারকে প্রাধান্য দেওয়া হবে? এই সমস্ত জটিল সমীকরণের উত্তর খুঁজতে হবে প্রজ্ঞান ওঝা বা যিনি স্থায়ী পদে বসবেন, তাঁকে। ভারতীয় ক্রিকেটের জরুরি সন্ধিক্ষণে প্রধান নির্বাচকের চেয়ারে বসা যে কোনও ব্যক্তির জন্যই বড় চাপের। একদিকে অভিজ্ঞদের সম্মান, অন্যদিকে তরুণদের সুযোগ দেওয়া-এই ভারসাম্য বজায় রাখাই হবে আগরকরের উত্তরসূরির মূল লক্ষ্য।

# আমেরিকান তরুণদের মধ্যে প্রিমিয়ার লিগের দর্শকসংখ্যা বেড়েছে '২০ শতাংশ'

এই বছরের বিশ্বকাপ আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবলের জনপ্রিয়তার ঢেউ তীব্র হয়েছে আগের চেয়ে। সেটির সুফল পেয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। নিলসেন স্পোর্টসের সোমবার প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই মরসুমে এখনও পর্যন্ত ১৮ থেকে ৩৪ বছর বয়সীদের মধ্যে ইংলিশ শীর্ষ লিগের দর্শকসংখ্যা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

**সংবাদ সংস্থা, নিউ ইয়র্ক, ৬ অক্টোবরঃ** মার্কিন সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান এনবিসি এবং ইউএসএ নেটওয়ার্ক এই মরসুমে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচগুলোর জন্য গড়ে পাঁচ লাখ দর্শক পেয়েছে। আগের চেয়ে যা বেড়েছে তিন শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের জনপ্রিয়তা বাড়ার নির্দেশক এটি। নিলসেন স্পোর্টসের বৈশ্বিক মহাব্যবস্থাপক জন স্টেইনার বলেন, বিশ্বকাপের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। ''বিশ্বকাপ একটি শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও বিস্তৃত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রিমিয়ার লিগের প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের তথ্য দেখাচ্ছে যে, সমর্থক সংখ্যা রেকর্ড উচ্চতায়ই পৌঁছাচ্ছে তো বটেই, পাশাপাশি তরুণ ও বিভিন্ন ঘরানার দর্শকদের মধ্যে দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে এবং প্রধান ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক লিগগুলোতেও এর প্রভাব পড়ছে।'' গত ২৯শে আগস্ট টটেনহ্যাম হটস্পারের বিপক্ষে

নিউক্যাসল ইউনাইটেডের ২-০ গোলে ঘরের মাঠের পরাজয়ের ম্যাচটি দশ লাখেরও বেশি আমেরিকান দেখেছে। এই মরসুমে এখনও পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রিমিয়ার লিগের সবচেয়ে বেশি দর্শকের দেখা ম্যাচ সেটি। এই মরসুমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি দেখা ছয়টি প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচের মধ্যে তিনটিই টটেনহ্যাম হটস্পারের ম্যাচ। ব্রেন্টফোর্ডের কাছে তাদের ৩-০ গোলে হার এবং এভারটনের সঙ্গে ঘরের মাঠে ০-০ গোলে ড্রয়ের ম্যাচও এই তালিকায় স্থান পেয়েছে। বিশ্বকাপকে ঘিরে ফুটবলের ক্রমবর্ধমান প্রচারের ফলে মেজর লিগ সকারও লাভবান হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ফুটবল লিগে ১৬ থেকে ৩৪ বছর বয়সীদের মধ্যে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩ শতাংশ। নিলসেন ফ্যান ইনসাইটস-এর তথ্য অনুযায়ী, জুলাই মাসে বিশ্বকাপের প্রতি আগ্রহ সর্বোচ্চ ৮ কোটি ৭০ লাখ ভক্তে পৌঁছেছিল, যার মধ্যে মোট ভক্তসংখ্যার ৪৪ শতাংশ ছিলেন নারী সমর্থক। যুক্তরাষ্ট্রে ৩ হাজার জনের নমুনা নিয়ে আধ ঘণ্টার অনলাইন সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে নিলসেন ফ্যান ইনসাইটস।

# দিল্লি ক্যাপিটালসের হেডকোচ সৌরভ, ডানহাত সেই যুবরাজ

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবরঃ** মেন্টর থেকে সোজা হেডকোচ! ২০২৭ সালের আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের রিমোট কন্ট্রোল এবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে। হেমাঙ্গ বাদানিকে সরিয়ে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে এই গুরুদায়িত্ব দিল ফ্র্যাঞ্চাইজি। এর আগে রিকি পন্টিংয়ের জমানায় সাপোর্ট স্টাফ ছিলেন তিনি। সামলেছেন ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট ও মেন্টরের পদও। তবে আইপিএলের আঙিনায় প্রথমবার হেডকোচের হটসিটে 'দাদা'। সম্প্রতি এসএ২০ লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসকে কোচিং করিয়েছেন তিনি। এবার আইপিএলে সৌরভের ক্ষুরধার মস্তিষ্ক এবং আগ্রাসী নেতৃত্বে বাজি রাখল দিল্লি। যারা ২০০৮ সাল থেকে এখনও ট্রফির স্বাদ পায়নি। সেই খরা কাটাতেই সৌরভের শরণাপন্ন ক্যাপিটালস ম্যানেজমেন্ট। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ধামাকাদার ভিডিও পোস্ট করে খবরটি ঘোষণা করেছে দিল্লি। সেখানে সৌরভের স্পষ্ট বার্তা, ডাগআউটের বাইরে বসে খেলা দেখার দিন শেষ। ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'মানুষের জীবনে

এমন একটা সময় আসে, যখন মনে হয়, অনেক তো হল। অনেক কিছু অর্জন করেছি, এবার একটু পিছিয়ে গিয়ে সাইডলাইন থেকে শুধু খেলা দেখি, গাইড করি। কিছুদিন এটা ঠিকই লাগে। আমারও সেটাই মনে হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই কোনও একটা কারণ আবার মনে করিয়ে দেয়, কেন শুরু করেছিলাম। আমার ক্ষেত্রে এই দলটা সেই কাজ করেছে। দিল্লি নিজেদের সময়ের জন্য অপেক্ষা করছে। দিল্লির সময় এসে গিয়েছে। টাইগার ইজ ব্যাক।' সৌরভ একা নন, তাঁর সঙ্গী তারকাখচিত সাপোর্ট স্টাফ। দলের ব্যাটিং কোচ হচ্ছেন যুবরাজ সিং। ফাস্ট বোলিংয়ের দায়িত্বে শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন পেসার চামিন্ডা ব্যাস। স্পিন বোলিং সামলাবেন আইপিএল স্পেশালিস্ট অমিত মিশ্র।

# শুধু আর্জেন্তিনার 'ফুটবল' নয়, মার্কিনি 'সকার'কেও আমূল বদলে দিয়েছেন মেসি!

**ফ্লোরিডা, ৬ অক্টোবরঃ** আন্তর্জাতিক ফুটবলে লিওনেল মেসির কেরিয়ারের অবসান আসন্ন। আগামিকাল, বুধবার, বেনিনের বিরুদ্ধে আর্জেন্তিনার জার্সিতে শেষবার মাঠে নামছেন ৩৯ বছরের মহাতারকা। তবে জাতীয় দলকে বিদায় জানালেও ক্লাব ফুটবলে তিনি এখনও সচল। বর্তমান ঠিকানা ইন্টার মায়ামি। মাত্র তিন বছরে আমেরিকার মেজর লিগ সকার বা এমএলএস-কে ইউরোপের প্রথম সারির লিগগুলোর সমকক্ষে তুলে এনেছেন লিও। মার্কিন মুলুকে 'সকার'-এর ভোলবদলে মেসির এই ৬টি যুগান্তকারী প্রভাব সত্যিই অবিশ্বাস্য।

**১. দৃষ্টিভঙ্গির বদল**

আমেরিকার লিগ আগে ছিল ইউরোপের তারকাদের 'অবসরকালীন ঠিকানা'। ডেভিড বেকহ্যাম থেকে জ্লাটান ইব্রাহিমোভিচ- কেরিয়ারের সায়াহ্নে সবাই ভি। জমাতেন এখানে। মেসি সেই মিথ ভেঙেছেন। ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের পর, ফর্মের মগডালে থেকেই এমএলএস-এ যোগ দেন। নিজেই বলেছিলেন, ''আমার মানসিকতা বদলাবে না। নিজের ও নতুন ক্লাবের জন্য সর্বোচ্চ স্তরে পারফর্ম করার চেষ্টা চালিয়ে যাব।'' বাস্তবে তাই-ই হয়েছে। তাঁর হাত ধরেই মায়ামি লিগস কাপ এবং এমএলএস কাপ জিতেছে। এমএলএস কমিশনার ডন গার্বারের মতে, আর্জেন্তিনীয় মহাতারকার জন্যই আজ বিশ্ববাজারে উত্তর আমেরিকার লিগ এতখানি প্রাসঙ্গিক!

**২. চুক্তি ও দলবদলের নিয়ম শিথিল**

মেসিকে সই করাতে গিয়ে নিজেদের বহু নিয়ম বদলেছে এমএলএস কর্তৃপক্ষ। বেকহ্যামের সময় চালু হয়েছিল 'ডেজিগনেটেড প্লেয়ার রুল'। পরে মেসিকে আনতে চুক্তির শর্ত শিথিল করে, ট্রান্সফার বাজেট বাড়িয়ে প্লেয়ার কেনাবেচায় বিপুল ছাড় দেওয়া হয়। মেসির চুক্তিটি ক্রীড়াবিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম সেরা। বছরে ৭০ থেকে ৮০ মিলিয়ন ডলারের পারিশ্রমিক। সঙ্গে অ্যাপল টিভির লভ্যাংশ, অ্যাডিডাসের লাভের ভাগ এবং অবসরের পর ক্লাবের মালিকানার অংশীদার হওয়ার লোভনীয় সুযোগ।

**৩. অবিশ্বাস্য বাণিজ্যিক বৃদ্ধি**

মেসি আসতেই লিগে যেন কুল-ছাপানো টাকার বন্যা! ২০২২ সালে ইন্টার মায়ামির বাজারদর ছিল ৫৮৫ মিলিয়ন ডলার। এখন তা বেড়ে ১.৩ বিলিয়ন! লিগের সবচেয়ে দামি ফ্র্যাঞ্চাইজি। অ্যাপল টিভির সাবস্ক্রিপশন দ্বিগুণ। অ্যাওয়ে ম্যাচগুলোতে ভিড় সামলাতে এনএফএল স্টেডিয়াম ভাড়া করতে হচ্ছে। টিকিটের দাম স্বাভাবিকের চেয়ে একশো নয়... হাজার শতাংশ বেড়েছে! মায়ামির গোলাপি জার্সি বিক্রির নিরিখে এখন পাল্লা দিচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ বা বার্সেলোনার মতো হেভিওয়েটদের সঙ্গে।

**৪. লিগের কাঠামোগত সংস্কার**

মেসির জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে খোলনলচে বদলাচ্ছে লিগের। ইউরোপীয় ফুটবলের সঙ্গে তাল মেলাতে ২০২৭ সাল থেকে ক্যালেন্ডার পাল্টেছে। ফেব্রুয়ারি-ডিসেম্বরের বদলে লিগ চলবে জুলাই-মে উইন্ডোতে। কনফারেন্সের বদলে আসছে ডিভিশন। সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে প্লে-অফ ফরম্যাটও।

**৫. আগামী দিনের রদবদল**

সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এখনও বাকি। এমএলএস-এর খরচ সংক্রান্ত নিয়মাবলি নতুন করে লেখা হচ্ছে। দলগুলোর খরচ করার সীমা একধাক্কায় অনেকটা বাড়ছে। এই নিয়মটি পাশ হয়ে গেলে আগামী চার-পাঁচ বছরে এমএলএস সম্পূর্ণ নতুন রূপ পাবে। মাঠে মেসির জাদুর চেয়েও লিগের কাঠামোর ওপর এই প্রভাব অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী।

**৬. বিদায়বেলার উন্মাদনা**

সর্বকালের সেরাকে মাঠে বসে দেখার এটাই শেষ সুযোগ। আর্জেন্তিনার হয়ে বুটজোড়া তুলে রাখার পর মায়ামির ম্যাচগুলোই অনুরাগীদের একমাত্র ভরসা। অ্যাওয়ে ম্যাচগুলোতে মেসির টানে ভিড় উপচে পড়বে। মায়ামির নতুন স্টেডিয়ামে তাঁকে দেখতে টিকিটের চাহিদা আকাশছোঁয়া হতে বাধ্য।

# তুরস্ককে আবার হারিয়ে দুইয়ে ইতালি

**বোলোগনা, ৬ অক্টোবরঃ** বোলোগনায় সোমবার উয়েফা নেশন্স লিগের ম্যাচে ৩-১ গোলে জিতেছে আয়োজকরা। জানলুকা স্কামাক্কার গোলের পর আরাল শিমশিরের নৈপুণ্যে সমতা টানে তুরস্ক। পরে রিকার্দো কালাফিওরির গোলে ইতালি আবার এগিয়ে যাওয়ার পর, জয় নিশ্চিত করা গোলটি করেন পিও এস্পোজিতো। 'এ' লিগের এক নম্বর গ্রুপে চার ম্যাচে দুই জয় ও এক ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে ইতালি। একই সময়ে শুরু আরেক ম্যাচে বেলজিয়ামকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে ফ্রান্স। তিন জয় ও এক ড্রয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফরাসিরা। ৬ পয়েন্ট নিয়ে তিনে বেলজিয়ানরা। এখনও কোনো পয়েন্ট না

পাওয়া তুরস্কের কোয়ার্টার-ফাইনালে ওঠার আশা শেষ হয়ে গেছে। আগের তিন ম্যাচে আটটি গোল খেয়ে কেবল একটি করতে পারা তুরস্ক এবার শুরুটা বেশ আত্মবিশ্বাসী করে। চার মিনিটের মধ্যে তিনটি সুযোগ তৈরি করে তারা, তবে জানলুইজি দোন্নারুম্মার দেয়াল ভাঙতে পারেনি। ত্রয়োদশ মিনিটে ওজান কাবাকের ডি-বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শট ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে আটকে দেন ইতালির গোলরক্ষক। ষোড়শ মিনিটে সালিহ ওজকানের শটও আটকে দেন তিনি। পরের মিনিটে নিজেদের ভুলেই বিপদে পড়তে যাচ্ছিল আয়োজকরা তবে অরক্ষিত আকগুনের হেড ঠেকাতে বেগ পেতে হয়নি আগের ম্যাচে ফ্রান্সের বিপক্ষে সাতটি সেভ করা দোন্নারুম্মার। ২৬তম মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগেই এগিয়ে যায় ইতালি। ডান দিক থেকে সতীর্থের ক্রসে ছয় গজ বক্সের বাইরে প্রতিপক্ষের একজনের গায়ে লেগে বল পেয়েই শট নেন জানলুকা স্কামাক্কা, ক্রসবারে লেগে জালে জড়ায় বল। জাতীয় দলের হয়ে এটা তার দ্বিতীয় গোল। প্রথমটি করেছিলেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ইউরো বাছাইয়ে। দ্বিতীয়ার্ধের নবম মিনিটে সমতায় ফিরতে পারতো তুরস্ক, কিন্তু ছয় গজ বক্সের বাইরে অরক্ষিত শিমশিরের হেড রক্ষণে প্রতিহত হয়। চার মিনিট পর অন্যপাশে ইসা দুম্বিয়ার শট রুখে দেন তুর্কি গোলরক্ষক। ৬১তম মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোল পেয়ে যায় তুরস্ক। সতীর্থের ব্যাকহিল পাস গোলমুখে ফাঁকায় পেয়ে অনায়াসে জালে ঠেলে দেন শিমশির। জাতীয় দলের হয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে এবং প্রথমবার শুরুর একাদশেই খেলতে নেমে গোলের খাতা খুললেন এই উইঙ্গার। সফরকারীদের স্বস্তি অবশ্য তিন মিনিটের বেশি স্থায়ী হয়নি। ডান দিকে ফ্রি কিক পেয়ে ডি-বক্সে ক্রস বাড়ান নিকোলো বারেল্লা, আর লাফিয়ে কোনাকুনি হেডে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন রিকার্দো কালাফিওরি। জাতীয় দলের জার্সিতে ১৭ ম্যাচে প্রথম গোল করলেন এই ডিফেন্ডার। ৭৮তম মিনিটে আবারও ভীতি ছড়ায় তুরস্ক। জোরাল শট নেন ওজকান, দারুণ ক্ষিপ্রতায় বল বাইরে পাঠান দোন্নারুম্মা। নির্ধারিত সময়ের তিন মিনিট বাকি থাকতে সব অনিশ্চয়তার ইতি টেনে দেন এস্পোজিতো। আলেস্সান্দ্রো রোমানোর শট প্রায় লক্ষ্যেই ছিল, তবে মাঝপথে পা বাড়িয়ে বলের দিক পাল্টে স্কোরলাইনে নাম লেখান ২১ বছর বয়সি স্ট্রাইকার। তুরস্কের বিপক্ষে আগের ম্যাচেও একটি গোল করেন তিনি। ইতালির ডাগআউটে দ্বিতীয় মেয়াদে এসে ঘরের মাঠে প্রথম জয় পেলেন রবের্তো মানচিনি।

# বেলজিয়ামকে ৪ গোলে হারাল ফ্রান্স

**সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ৬ অক্টোবরঃ** ঘরের মাঠে সোমবার রাতে উয়েফা নেশন্স লিগের ম্যাচে ৭৬তম মিনিট পর্যন্ত ১-০ গোলে পিছিয়ে ছিল ফ্রান্স, শেষ পর্যন্ত তারা জিতেছে ৪-১ গোলে। জয়ীদের সবকটি গোল করেছেন তিন বদলি খেলোয়াড় মিলে। দদি লুকেবাকিওর গোলে পিছিয়ে পড়া ফ্রান্সকে সমতায় ফেরান দেজিরে দুয়ে। একটু পরই দলকে এগিয়ে নেন রায়ান শের্কি। আর শেষ সময়ে জোড়া গোল করেন মাইকেল ওলিসে। ম্যাচে প্রায় ৬৬ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য ২৩ শট নিয়ে আটটি লক্ষ্যে রাখতে পারে ফ্রান্স। বেলজিয়ামের পাঁচ শটের দুটি লক্ষ্যে ছিল। আসরে প্রথম দুই ম্যাচে জয়ের পর ইতালির সঙ্গে ১-১ ড্র করে ফ্রান্স। এখন জয়ের পথে ফিরেই তারা চলতি আন্তর্জাতিক বিরতি শেষ করল এবং

চার ম্যাচের মধ্যে এই প্রথম কোনোটিতে একাধিক গোল করতে পারল। চার ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' লিগের এক নম্বর গ্রুপের শীর্ষে আছে ফ্রান্স। একই সময়ে গ্রুপের আরেক ম্যাচে তুরস্ককে ৩-১ গোলে হারিয়ে, ৭ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে ইতালি। ৬ পয়েন্ট নিয়ে তিনে বেলজিয়াম। তুর্কিরা হেরেছে চার ম্যাচেই। হলুদ কার্ডের খাঁড়ায় ফ্রান্সের বিপক্ষে অধিনায়ক ইউরি টিলেমান্স ও মাঝমাঠের তারকা কেভিন ডি ব্রুইনাকে পায়নি বেলজিয়াম। দশম মিনিটে প্রথম কোনো শট লক্ষ্যে রাখতে পারে বেলজিয়াম। রোমেলু লুকাকুর ওই প্রচেষ্টা ঠেকিয়ে দেন ফ্রান্স গোলরক্ষক। পাঁচ মিনিট পর প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগ পায় ফ্রান্স। মানু কোনের পাস ধরে বাহডলে বাহকোলার চিপ শট ব্যর্থ করে দেন বেলজিয়ামের অভিষিক্ত গোলরক্ষক মার্টেন ভ্যানডাভোর্ট। ৩৫তম মিনিটে এগিয়ে যায় বেলজিয়াম। নিজেদের অর্ধ থেকে চমৎকার থ্রু বল বাড়ান রোমেও লাভিয়া, আর অফসাইডের ফাঁদ এড়িয়ে বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে ঠিকানা খুঁজে নেন লুকেবাকিও। দ্বিতীয়ার্ধের সপ্তম মিনিটে ভালো একটি সুযোগ পান উসমান দেম্বেলে। তবে ফ্রান্স অধিনায়ক শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। ৫৮তম মিনিটে দারুণ সেভে জাল অক্ষত ভ্যানডাভোর্ট। কাছ থেকে এস্তেবান লাপোলের প্রচেষ্টা আটকে দেন তিনি। দুই মিনিট পর মাহনেস আকিউস ও দেম্বেলেকে তুলে শের্কি ও ওলিসেকে নামান কোচ। ৬৭তম মিনিটে ওলিসে গোল পেয়েই যাচ্ছিলেন প্রায়। বক্সের বাইরে থেকে তার জোরাল শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান ভ্যানডাভোর্ট। ৭২তম মিনিটে বাহকোলার জায়গায় দুয়েকে নামান জিদান। মাঠে নামার পাঁচ মিনিটের মধ্যে চমৎকার গোলে সমতা ফেরান তিনি। লুকা দা কুইয়ার পাস ধরে জায়গা বানিয়ে বক্সের বাইরে থেকে নিচু শটে লক্ষ্যভেদ করেন পিএসজি ফরোয়ার্ড। ৮১তম মিনিটে ডান দিক থেকে ওলিসের পাস বক্সে পেয়ে শটে দলকে এগিয়ে নেন শের্কি। গোলরক্ষক বল স্পর্শ করলেও আটকাতে পারেননি। আর ৮৮ ও ৯১তম মিনিটে জোড়া গোল করেন ওলিসে। জাতীয় দলের সবশেষ তিন ম্যাচে মোট চার গোল করলেন বায়ার্ন মিউনিখের এই উইঙ্গার।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com